

# ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

## অধ্যায়-৩: ভারত উপমহাদেশে মুঘল শাসন (১৫২৬—১৮৫৮ খ্রি.)

**প্রমাণ-১** খলিফা আল হাকিম তাঁর রাজ্যের সকল ধর্মাবলম্বীকে একই পতাকাতলে আনার জন্য একটি ধর্মমত প্রচলন করেন। কিন্তু এ ধর্মমতটি জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে না পারায় তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে এর ইতি ঘটে।

জি. বো.: রা. বো.: চ. বো.: ১৭/

ক. 'পানিপথের প্রথম যুদ্ধ' কত সালে সংঘটিত হয়? ১

খ. 'মনসবদারি প্রথা' কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে কোন মুঘল শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মুঘল শাসকের রাজপুত নীতি পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ সালে সংঘটিত হয়।

**খ** সম্মাট আকবর সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের অব্যবস্থা দূর করার লক্ষ্যে ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে শাহবাজ খানকে মীর বকশী (সামরিক বাহিনীর প্রধান) নিয়োগ করে যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন তাই মনসবদারি প্রথা নামে পরিচিত। 'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা মর্যাদা। এ পদের অধিকারীকে 'মনসবদার' এবং সমগ্র ব্যবস্থাটিকে 'মনসবদারি প্রথা' বলা হয়। এ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদারের মোট দশ হাজার এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে ১০ জন সৈন্য সংরক্ষণের নিয়ম ছিল।

**গ** উদীপকে বর্ণিত খলিফা আল হাকিমের সাথে মুঘল সম্মাট জালালউদ্দিন আকবরের মিল রয়েছে।

মুঘল সম্মাট আকবর ছিলেন সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং দূরদৰ্শী রাজনীতিবিদ। তাই নিজের রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সব ধর্মের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকে তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই সব ধর্মের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তিনি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা দূর করার মাধ্যমে নিজেকে সরার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন ধর্মতের প্রবর্তন করেন। এটি 'দীন-ই-এলাহী' নামে পরিচিত। তবে উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে তার এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি, যেমনটি খলিফা আল হাকিমের প্রবর্তিত ধর্মতের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

খলিফা আল হাকিম রাজ্যের সকল ধর্মাবলম্বীকে একই পতাকাতলে সমাসীন করতে একটি নতুন ধর্মত চালু করেন। কিন্তু এটি তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। একই পরিস্থিতি সম্মাট আকবরের প্রবর্তিত 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মতের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। মুঘল সম্মাট আকবরও সুলহী-ই-কুল (ধর্মীয় সহিষ্ণুতা) নীতির স্থারা প্রভাবিত হয়ে ভারতের বুকে 'দীন-ই-এলাহী' নামক একটি জাতীয় ধর্ম প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক বাদাউনী এটিকে তৌহিদ-ই-এলাহী বা ঐশ্বী একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসেবে অভিহিত করেন। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'সব ধর্মের উৎকৃষ্ট নীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত এটি একটি সর্বেশ্঵রবাদী ধর্ম।' বস্তুত এটিকে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম না বলে ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে অভিহিত করাই সমীচীন। এই মতবাদের অনুসারীরূপকে সম্মাটের নামে তাদের সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম এই চারটি জিনিস উৎসর্গ করতে হতো। এ ধর্মের বিধান অনুযায়ী সম্মাটকে সিজদাহ করতে হতো। তবে মাত্র ১৮ জন এ ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। আর সম্মাট আকবরের মৃত্যুর সাথে সাথে এ ধর্মতের বিলোপ ঘটে। সুতরাং বলা যায়, আল হাকিমের সাথে সম্মাট আকবরের মিল রয়েছে।

**ঘ** উক্ত সম্মাটের অর্থাৎ সম্মাট আকবরের 'রাজপুত নীতি' ছিল তাঁর রাজনৈতিক দুরদৰ্শিতার এক অনন্য পরিচায়ক। সম্মাট আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও সম্মিলিত করতে হলে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী রাজপুতদের সত্ত্বে সহযোগিতা ও সমর্থন অপরিহার্য। এ জন্য তিনি রাজপুত বংশের সাথে বৈবাহিক মিত্রতা স্থাপন করেন। এভাবে তিনি রাজপুতদের বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি লাভে সক্ষম হন। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, আকবর রাজপুতদের প্রশাসনিক ও সামরিক বিভাগের উচ্চপদগুলোতে নিযুক্ত করে তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করেন। আবার, বিজিত রাজ্যগুলোর শাসনভাব রাজপুতদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সাম্রাজ্যের ভিতকে শক্তিশালী করেন।

রাজপুতদের প্রতি সম্মাটের বন্ধুত্বসূলভ মনোভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস এক নবযুগের সূচনা করে। এর ফলে রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যশাসনের ব্যাপারে এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে হিন্দু তথা রাজপুতরা অনন্বীক্ষিত অবদান রাখে। রাজপুতদের প্রতি আকবরের উদার আচরণের ফলে ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজাতি আকবরকে বিদেশি শাসক বলে মনে করেননি। তাদের সাহায্যেই আকবর বিস্তীর্ণ মেবার অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং রাজপুত সেনানিদের সাহায্যেই আকবরের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। সম্মাট আকবর কখনই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিংবা ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে রাজপুতনায় হস্তক্ষেপ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে সম্মাট আকবর সমস্ত রাজপুতদের নিজ রাজ্যের অংশীদার করে নেওয়ায় সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় মুঘল সাম্রাজ্যের অনুগত হয়ে পড়েছিল। রাজপুত নীতিই আকবরকে মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে উদারতার এক মূর্তি বিগ্রহে পরিণত করেছে। এ নীতির সূত্র ধরেই তিনি 'মহামতি' আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে একথা সুস্পষ্ট যে, সম্মাট আকবরের রাজপুত নীতির কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় ও শতাধিক বছর স্থায়ী হয়েছিল।

**প্রমাণ-২** মাহমুদ আক্তারের স্বামী একটি বেসরকারি কোম্পানির মালিক। কোম্পানির বিভিন্ন কাজে মাহমুদ তাঁর স্বামীর উপর প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি তাঁর দুই ভাইকে কোম্পানির উচ্চপদে বসান। এক পর্যায়ে মাহমুদের প্রভাবের কারণে তাঁর স্বামী কোম্পানির নামমাত্র মালিকে পরিণত হন।

জি. বো.: রা. বো.: চ. বো.: ১৭/

ক. কোন সম্মাট তাজমহল নির্মাণ করেন? ১

খ. সম্মাট আওরঙ্গজেবকে 'জিন্দাপীর' বলা হয় কেন? ২

গ. উদীপকে মাহমুদ আক্তারের মধ্যে সম্মাট জাহাঙ্গীরের স্তুতি নূরজাহানের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চারিত্রিক মিল থাকলেও উদীপকের মাহমুদ আক্তার এবং পাঠ্যবইয়ের নূরজাহানের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন—ব্যাখ্যা করো। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুঘল সম্মাট শাহজাহান তাজমহল নির্মাণ করেন।

**খ** ইসলামি অনুশাসনের প্রতি অভাস্তু নিষ্ঠাবান হওয়ার কারণে মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপীর বলা হতো।

সম্মাট আওরঙ্গজেব ছিলেন খাঁটি সুন্মি মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান পুঞ্জানপুঞ্জভাবে মেনে চললেও তিনি পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। আকবরের শাসনামলে যে ধর্মের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছিল আওরঙ্গজেব তা পুনরুজ্জীবিত করেন। এটা করতে শিয়ে হিন্দুদের কাছে তিনি অগ্রিয় হলেও মুসলমানদের নিকট হতে 'জিন্দাপীর' উপাধি লাভ করেন।

**গ** উদ্দীপকের মাহমুদা আক্তারের মধ্যে সম্মাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহানের স্বামীর ওপর প্রভাব বিস্তারের দিকটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত মাহমুদা আক্তার স্বামী ও স্বামীর কোম্পানির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি তার ভাইকে কোম্পানির উচ্চপদে বসিয়েছেন। কোম্পানির নানা কাজে মাহমুদার পরামর্শ ও প্রভাবের কারণে তার স্বামী কোম্পানির নামমাত্র মালিকে পরিণত হন। তার মতো মুঘল সম্মাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহানেরও স্বামীর ওপর অপরিসীম প্রভাব ছিল। নূরজাহান অসামান্য বৃপ্তিবশ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রজ্ঞা, বৃদ্ধিমত্তার গুণে গুণাবিত ছিলেন বলে রাজ পরিবারের সর্বত্রই তার অপরিসীম প্রভাব ছিল। জাহাঙ্গীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তিনি তার আঙ্গীয়বজ্জন ও দলীয় লোকদের রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। তার পিতা এবং ভাতাকে জাহাঙ্গীরের উজির নিযুক্ত করেন। নূরজাহান সাম্রাজ্যে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মুদ্রায়ও সম্মাটের নামের সাথে তার নাম অভিহিত হতো। তার ক্ষমতা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে জাহাঙ্গীর একজন নামমাত্র সম্মাটে পরিণত হয়েছিলেন। উদ্দীপকে মাহমুদা আক্তার মুঘল সম্মাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর এ একক কর্তৃত্ববাদীর গুণটিই ধারণ করেছে।

**ঘ** চারিত্রিক মিল থাকলেও উদ্দীপকের মাহমুদা আক্তার এবং সম্মাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহানের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন— উক্তিটি যথার্থ।

মুঘল সম্মাট জাহাঙ্গীরের সাথে নূরজাহানের প্রেম-প্রণয় ও প্রভাব বিস্তার মুঘল ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নূরজাহানের প্রকৃত নাম মেহের উন নিসা। তার পিতা পারস্যের অধিবাসী মিজী গিয়াস বেগ ভাগ্যাব্বেষণে ভারতে আগমন করেন। নানা ঘটনাপ্রবাহে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে সম্মাট জাহাঙ্গীরের সাথে নূরজাহান পরিণয় সূত্রে আবস্থ হন। তিনি জাহাঙ্গীরের ওপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যার দরুন অনেকে বলতে বাধ্য হন যে জাহাঙ্গীর নয়, নূরজাহানই সম্মাটী ছিলেন।

নূরজাহানের চরিত্রের সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত মাহমুদা আক্তারের মিল থাকলেও তাদের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। মাহমুদা আক্তারকে শুধু কোম্পানির ক্ষমতা দখল করতে দেখা যায়। কিন্তু নূরজাহান তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি ও আকর্ষণীয় গুণবলি দ্বারা সম্মাটের মনের ওপরও প্রভাব ফেলেছিলেন। তিনি বিয়ের পর থেকে ১৫ বছর সাম্রাজ্যে প্রবল প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অসামান্য বৃপ্ত ও অসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন এই নারী। সর্বগুণে গুণাবিত নূরজাহানের ছিল তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি, প্রগাঢ় সাধারণ জ্ঞান এবং শিল্প-সাহিত্যের প্রতি একনিষ্ঠ আকর্ষণ। তার এ সকল গুণবলি একদিকে যেমন মুঘল দরবারকে গৌরবাদ্ধিত করে, অন্যদিকে তিনি রাজপরিবার ও রাজ্যের মানুষের কাছে ছলনাময়ীরূপে পরিচিতি লাভ করেন, যা মাহমুদা আক্তারের মধ্যে দেখা যায় না।

উপর্যুক্ত আলোচনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, চারিত্রিক মিল থাকলেও উদ্দীপকের মাহমুদা আক্তার এবং সম্মাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহানের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন।

**প্রশ্ন ▶ ৩** আকরাম সাহেব একটি বিখ্যাত কোম্পানির মালিক। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে কোম্পানির মালিকানা নিয়ে তার চারপুত্রের মধ্যে হন্দু শুরু হয়। এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রতি সৈর্বিপরায়ণ হয়ে পিতার মন তারাক্রান্ত করে তোলে। পরবর্তীকালে আত্মহন্ত প্রকট আকার ধারণ করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বৃপ্ত নেয়। /সি. বো.: রা. বো.: চ. বো.: ১/ ক. মুহাম্মদ বিন তৃঘলক কয়টি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন? ১  
খ. আইন-ই-আকবরী কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের উত্তরাধিকার হন্দু কোন মুঘল সম্মাটের সময়ের উত্তরাধিকার হন্দুর সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উক্ত হন্দু সম্মাটের কোন পুত্র সফলতা লাভ করেছিল এবং কেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুহাম্মদ বিন তৃঘলক পাঁচটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

**খ** আইন-ই-আকবরী হচ্ছে আবুল ফজলের রচিত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। আবুল ফজল উল্লিখিত গ্রন্থটি সম্মাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থটিতে মুঘল সম্মাট আকবর এবং তার

সাম্রাজ্য সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবন্ধ রয়েছে। আবুল ফজলের রচিত আইন-ই-আকবরীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

**গ** আমার পাঠ্যবইয়ের সম্মাট শাহজাহানের আমলের উত্তরাধিকার হন্দুর সাথে উদ্দীপকে উল্লিখিত হন্দুর মিল রয়েছে।

১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসকগণ তার জীবনের আশা হেঁড়ে দিলে তার চারপুত্র দারাশিকো, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ সিংহসন লাভের জন্য আঞ্চলিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এছাড়া সম্মাট শাহজাহান নিজেও জানতেন, পুত্রদের মধ্যে আওরঙ্গজেব সিংহসনের উপর্যুক্ত উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি দারার প্রতি অন্ধরেহে আওরঙ্গজেবকে দক্ষিণাত্যের সুবাদার পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেন এবং বিজাপুর ও গোলকুন্ডা অভিযানে নিষিদ্ধ করেন। এরপ দুর্ব্যবহার ভাতৃ সংঘাতকে প্রকট করে তোলে। অধিকতু জ্যোষ্ঠপুত্র দারার কুপরামণ্ডে সম্মাট-পুত্রদের পরম্পরারের প্রতি উসকানিমূলক পত্র প্রেরণ পরিস্থিতি দুর্বল করে তোলে। উপর্যুক্ত কারণে আওরঙ্গজেব, সুজা ও মুরাদের মধ্যে, ত্রি-শক্তিজোট গঠিত হয়। ফলে শাহ সুজা নিজেকে সম্মাট ঘোষণার কারণে দারার নিকট বাহাদুর গড়ের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করল। আর আওরঙ্গজেব ও মুরাদ সম্মিলিত বাহিনী ধর্মটি ও সামুগড়ের যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করে এবং কৌশলে মুরাদকে পরাজিত করে আওরঙ্গজেবের সিংহসন অধিকার করেন।

সম্মাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেবের পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার হন্দুর আওরঙ্গজেবের সফলতা লাভ করেছিলেন।

সম্মাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেবের সব দিক থেকে উপর্যুক্ত ছিলেন। দৈশ্বরী প্রসাদ বলেন, ‘প্রতিষ্ঠিন্দের এমন কেউই ছিলেন না যিনি কৃটনেতিক, রাজনৈতিক এবং সেনাপতিত্বে আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ ছিলেন।’ এছাড়া দারার সেনাবাহিনী অপেক্ষা আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী ছিল রণণীপুণ এবং সুশ্রদ্ধল। তার সেনাপতিরাও দারার সেনাধ্যক্ষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিল। মীর জুমলা, শায়েস্তা খান নিঃসন্দেহে দারার সেনাপতি খলিলুরাহ খান, যশোবন্ত সিংহ ও বৃস্তম খানের তুলনায় আওরঙ্গজেবের অন্তর্শস্ত্র তার ভাতাদের চেয়ে উন্নত ছিল। এমনকি সম্মাট আওরঙ্গজেবের গোলাবাবুদ, কামান, গোলম্বাজ বাহিনী তার ভাতাদের তুলনায় উন্নত ছিল। তাহাড়া দারা শিয়া মতালবী ও হিন্দুদের প্রতি অনুরাগী হওয়ায় আওরঙ্গজেবের সুন্মিজনগণের সমর্থন লাভ করেন। তারা আওরঙ্গজেবকে ইসলামের রক্ষক হিসেবে মনে করে তাকে সমর্থন জানান। অধিকতু শাহজাহানের পক্ষপাতিত্ব নীতি ও দারার প্রতি মাত্রাধিক দুর্বলতা উত্তরাধিকারী হন্দুর সময় অসুস্থতার জন্য নির্লিপ্ত থাকা প্রভৃতি আওরঙ্গজেবের বিজয়কে সহায়তা করেছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত কারণে আওরঙ্গজেবের তার ভাতাদের সঙ্গে উত্তরাধিকার সংগ্রামে সফলতা লাভ করেছিলেন।

**প্রশ্ন ▶ ৪** হায়দার গুপ্তের বৃত্তাধিকারী আলী হায়দার উত্তরাধিকারসূত্রে বিশাল ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি পিতার মতো সৌখিন, বৃচিশীল ও স্থাপত্যের প্রতি দুর্বল ছিলেন। তিনি বসবাসের জন্য একটি বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি করেন। অফিসে বসার জন্য একটি মণিমুক্ত খচিত চেয়ার তৈরি করেন। তিনি তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতেন। সন্তান জন্ম দিতে শিয়ে তার মৃত্যু হয়। শোকাহত আলী হায়দার তার প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য অনেক টাকা খরচ করে একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হয়েও সন্তানদের সংঘাতের কারণে তার শেষ জীবন সুখের হয়নি।

ক. কোন সালে ভারতবর্ষে মুঘল সম্মাট প্রতিষ্ঠিত হয়? ১  
খ. রাজপুত নীতি বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আলী হায়দার কর্তৃক স্ত্রীর প্রাথমিক সম্মাটের স্থাপত্যের সাথে মুঘল সম্মাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত কোন স্থাপত্য কৌর্তিক সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্বীপকে উল্লিখিত আলী হায়দারের সন্তানদের মতো উক্ত সম্ভাটের সন্তানগণও উত্তরাধিকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।' বক্তব্যটি কি সমর্থন কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

8

#### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৫২৬ সালে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ মুঘল সম্ভাট আকবর রংপুত ও নিভীক উত্তর ভারতের রাজপুত জাতির সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সুচিহ্নিত ও বৃত্তন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তাই রাজপুত নীতি নামে পরিচিত।

সম্ভাট আকবরের অর্ধ শতাব্দী রাজত্বকালে তার গৃহীত উপর্যুক্ত নীতিসমূহের মধ্যে রাজপুত নীতি অন্যতম। তিনি রাজপুত বংশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজপুতদের দেশের সামরিক ও উচ্চপদে নিয়োগের মাধ্যমে তাদের আনুগত্য লাভ করেন। তিনি হিন্দু ও রাজপুতদের আনুগত্য ও সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে জিজিয়া ও তীর্থকর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেন। সম্ভাট আকবরের রাজপুতদের প্রতি গৃহীত এ সকল উদার নীতিই হলো রাজপুত নীতি।

গ উদ্বীপকে উল্লিখিত আলী হায়দার কর্তৃক স্তুর স্থাপনে নির্মিত সমাধি সৌধের সাথে মুঘল সম্ভাট শাহজাহানের নির্মিত তাজমহলের সাদৃশ্য রয়েছে। সম্ভাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু এবং শিল্পীদের মানুষ। স্থাপত্য শিল্পে তার অবদান অপরিসীম। তার স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে তাজমহল সবচেয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। তিনি তার স্তুর মমতাজমহলের স্মৃতি রক্ষার্থে এ স্থাপত্যটি নির্মাণ করেন। উদ্বীপকের স্থাপত্য কীর্তির সাথে সম্ভাট শাহজাহানের নির্মিত এ তাজমহলের মিল রয়েছে।

উদ্বীপকের আলী হায়দারের স্তুর স্তুর নাম জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। শোকাহত আলী হায়দার তার প্রিয়তমা স্তুর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য অনেক টাকা খরচ করে একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। অনুরূপভাবে সম্ভাট শাহজাহানের স্তুর মমতাজমহল সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। প্রিয়তম স্তুর মৃত্যুতে তিনি শোকে হতবিহবল হয়ে পড়েন। তিনি তার স্তুর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য তার সমাধির ওপর তাজমহল নামক স্থাপত্যকম্পটি নির্মাণ করেন। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এক শিল্পকর্ম। ১৬৩০ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০ হজার কারিগর দীর্ঘ ২২ বছর পরিশ্রম করে তৎকালীন তিন কোটি টাকা ব্যয়ে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস, অলংকরণের সৃষ্টাতা ও নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। উদ্বীপকের সমাধির মধ্যে সম্ভাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত এ তাজমহলেই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ আলী হায়দারের সন্তানদের মতো উক্ত সম্ভাটের অর্থাৎ সম্ভাট শাহজাহানের সন্তানগণও উত্তরাধিকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে— এ বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি।

উদ্বীপকে লক্ষ করা যায় যে, বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হয়েও সন্তানদের সংঘাতের কারণে আলী হায়দারের শেষ জীবন সুখের হয়নি। অর্থাৎ আলী হায়দারের সন্তানগণ নিজেদের মধ্যে এক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ঠিক একইভাবে মুঘল সম্ভাট শাহজাহানের পুত্ররাও একে অপরের সাথে ক্ষমতার বন্ধে জড়িয়ে পড়েছিল।

১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্ভাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়েন এ সুযোগে তার চারপুর দারাশিকো, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ সিংহসন সাভের জন্য আস্তুঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পুত্রদের মধ্যে আওরঙ্গজেবের সিংহসনের উপর্যুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন। এটি জানা সন্তুষ্ট সম্ভাট দারার প্রতি অন্ধন্তে আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণ্যত্বের সুবাদার পদে ইন্তকা দিতে বাধ্য করেন এবং তার বিজাপুর ও গোলকুন্ডা অভিযান নিষিদ্ধ করেন। এরপুর্বে দুর্যোগের ভাস্তুসংঘাতকে প্রকট করে তোলে। অধিকন্তু জ্যেষ্ঠপুর দারার কুপরামণ্ডে সম্ভাট-পুত্রদের পরম্পরারের প্রতি উসকানিমূলক পত্র প্রেরণ পরিস্থিতি দুর্বল করে তোলে। উপর্যুক্ত কারণে আওরঙ্গজেব, সুজা ও মুরাদের মধ্যে তি-শক্তিজোট পঞ্চিত হয়। ফলে শাহ সুজা নিজেকে সম্ভাট ঘোষণার কারণে দারার নিকট বাহাদুরগঢ়ের

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। আর আওরঙ্গজেব ও মুরাদের সম্পত্তি বাহিনী ধর্মাট ও সামুগড়ের যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করে এবং সুকৌশলে আওরঙ্গজেবের মুরাদকে পরাজিত করে সিংহসন অধিকার করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্বীপকের আলী হায়দারের পুত্রদের মতো, সম্ভাট শাহজাহানের পুত্ররাও এর রক্তস্ফীয় ভাস্তুসংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল। সম্ভাটের পুত্রদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক এ বন্ধ সম্ভাটের শেষ জীবনকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল।

এবং ► সুলতান সুলেমান সিংহসনে আরোহণ করে রাজ্য শাসনে পুরাতন ধ্যান-ধারণার সংস্কার করেন। তিনি প্রশাসন, বিচার ও সৈন্য বাহিনীর জন্য আলাদা বিভাগ ও পদ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রত্যেকের পদ মর্যাদা অনুযায়ী ক্ষমতা ও অবস্থান নির্ধারণ করে দেন। এতে উক্ত রাজ কর্মকর্তাগণের মধ্যকার মর্যাদার বিরোধ নিরসন হয়। ফলে সাম্রাজ্য শাসনে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তবে তার এ ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত ছিল না।  
||দি. বো.: ক. বো.: পি. বো.: ঘ. বো.: ব. বো. ১৭: আজিমপুর গজ পার্স স্কুল এক কলেজ চাকা।

ক. সম্ভাজী মমতাজমহলের প্রকৃত নাম কী?

খ. 'দীন-ই-এলাহী' এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল?

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত সামরিক ব্যবস্থাটি মুঘল সম্ভাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত কোন পদক্ষেপকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'অনেক উপকারিতা থাকা সন্তুষ্ট উদ্বীপকে উল্লিখিত সামরিক ব্যবস্থার মতো সম্ভাট আকবরের উক্ত পদক্ষেপও সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না।'— বক্তব্যটি সমর্থন কর কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

#### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সম্ভাজী মমতাজমহলের প্রকৃত নাম আরজুমান্দ বানু বেগম।

খ. ভারতের মুঘল শক্তির স্থায়িত্ব বিধানের জন্য হিন্দু-মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলাই ছিল 'দীন-ই-এলাহী' এর প্রকৃত উদ্দেশ্য।

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে অন্যতম উপর্যুক্ত আলোচিত ও সমালোচিত বিষয় হলো সম্ভাট আকবরের 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মমত প্রচার। সম্ভাটের এ ধর্মমত প্রচারের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা তিনি মনে করেন যে, হিন্দুদের সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য উদার ধর্মীয় মৌলি গ্রহণ করা উচিত। তাই তিনি তার সাম্রাজ্যের সকলকে একটি কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবন্ধ করেন এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। এটি ছিল 'দীন-ই-এলাহী' প্রবর্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত সামরিক ব্যবস্থাটি মুঘল সম্ভাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত মনসবদার প্রথাকে নির্দেশ করে।

'মনসব' শব্দের অর্থ হলো পদ বা মর্যাদা। আর এ পদের অধিকারীকে মনসবদার বলা হতো। মুঘল সম্ভাট আকবর তার সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও দক্ষতার অভাব লক্ষ করে তার আশু সংস্কারের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, ইতিহাসে তাই মনসবদারি প্রথা নামে পরিচিত। উদ্বীপকের সামরিক ব্যবস্থা ও সম্ভাটের এ প্রথাকে নির্দেশ করে।

উদ্বীপকে লক্ষ করা যায় যে, সুলতান সুলেমান সিংহসনে আরোহণ করে রাজ্য শাসনে পুরাতন ধ্যান-ধারণার সংস্কার করেন। তিনি বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করে প্রত্যেকের পদমর্যাদা অনুযায়ী ক্ষমতা ও অবস্থান নির্ধারণ করে দেন। অনুরূপভাবে সম্ভাট আকবর সেনাবাহিনীর তথা সামরিক ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মনসবদারি প্রথা চালু করেন। আবুল ফজলের মতে, সাম্রাজ্য সর্বমোট ৩৩ এবং কোনো কোনো তথ্য মতে, ৬৬টি মনসব ছিল। এ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদারের অধীনে মোট দশ হাজার এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে ১০ জন সৈন্য থাকার নিয়ম ছিল। একজন ব্যক্তির সামরিক ঘোষণাত্মক অভিযানে তি-শক্তিজোট পঞ্চিত হয়। ফলে শাহ সুজা নিজেকে সম্ভাট ঘোষণার কারণে দারার নিকট বাহাদুরগঢ়ের

'সাম্রাজ্য' নামক দুটি মর্যাদা ছিল। তাই বলা যায়, সুলতান সুলেমানের সামরিক সংস্কারের মধ্যে সন্তুষ্ট আকবরের এ মনসবদার প্রথারই প্রতিফলন ঘটেছে।

খ. হ্যাঁ, আমি প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি সমর্থন করি।

সন্তুষ্ট সুলেমানের সামরিক সংস্কারের ফলে সাম্রাজ্যের উচ্চ রাজ কর্মকর্তাগণের মধ্যকার মর্যাদার বিরোধ নিরসন হয় ও সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তবে তার এ ব্যবস্থা ভুটিমুক্ত ছিল না। একইভাবে মুঘল সন্তুষ্ট আকবর তার গৃহীত মনসবদারি প্রথার মাধ্যমে সামরিক সংস্কার সাধন করে। এ ব্যবস্থার অনেক সুবিধা থাকলেও অনেক কুফলও ছিল। প্রতিটি নীতি ও ব্যবস্থাপনারই কিছু ইতিবাচক ও নেতৃত্বাচক দিক থাকে। মনসবদারি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। মনসবদারি ব্যবস্থায় কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়াই সরকার একটি বৃহৎ সেনাদলের অধিকারী হয়েছিল। কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই প্রাদেশিক সরকার সংশ্লিষ্ট এলাকার মনসবদারদের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন ও অন্যান্য সংকট মোকাবিলা করতে পারত। এ ব্যবস্থায় গুণ ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি হতো বলে মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সকল সুবিধা থাকলেও মনসবদারি প্রথার অনেকগুলো অসুবিধাও ছিল। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ের সেনাবাহিনী গঠিত হওয়ায় এতে ঐক্য ও সংহতির অভাব দেখা দিয়েছিল। সেনাবাহিনী মনসবদারদের অধীনে প্রতিপালিত হওয়ার তাদের আনুগত্য ছিল মনসবদারদের প্রতি, সন্তাটের প্রতি নয়। আবার কেন্দ্র হতে দূরবর্তী স্থানে মনসবদারদের অবস্থান থাকায় তাদের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল শিথিল। এছাড়াও মনসবদারগণ প্রায়ই প্রতারণা করতেন। তাদের যে সংখ্যক সৈন্য প্রতিপালনের কথা থাকত তারা তা করতেন না। তবে এসব সীমাবদ্ধতা থাকলেও সন্তাটের গৃহীত এ ব্যবস্থা ভারতের সামরিক ইতিহাসে অভিনব সংযোজন ছিল।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, অনেক উপকারিতা থাকা সঙ্গেও উদ্দীপকের সুলতান সুলেমানের সামরিক ব্যবস্থার মতো সন্তুষ্ট আকবরের মনসবদারি প্রথা ও সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না।

প্রশ্ন ৬. সরাইল উপজেলার চেয়ারম্যান পদে বহু বছর ধরে সামাদ পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে নির্বাচিত হয়ে আসছে। সম্প্রতি কদম আলী পরিবার ভাগ্যাবৈষণে সরাইলে এসে বসতি স্থাপন করে। কদম আলীর সহজ-সরল জীবনযাপন, সাহসিকতা, নীতি-নৈতিকতা, সত্যবাদিতা, বিচক্ষণতা ও চারিত্বিক মাধুর্য উপজেলাবাসীকে আকৃষ্ট করে। স্বামীয় জনগণ পরবর্তী নির্বাচনে তাকে বিপুল ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে। সামাদ পরিবারের ন্যায় ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল পরিবার বংশানুক্রমিক ক্ষমতা ভোগ করে আসছিল। আবু কদম আলী পরিবারের মতোই শেরশাহও ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভাগ্যাবৈষণে ভারতীয় উপমহাদেশের আগ্রায় আসেন এবং মুঘল সন্তাট বাবরের অধীনে চাকরি নেন। পূর্বাঞ্চল অভিযানে বাবরকে সহায়তা করে তিনি মুঘল সন্তাটের বিশেষ প্রতিভাজন হন। পরবর্তীতে তিনি ভারতবর্ষ থেকে মুঘলদের বিভাড়িত করতে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন শেষ পর্যন্ত মুঘল সন্তাট হুমায়ুনকে প্রথমে চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯ খ্র.) এবং পরে কনৌজের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্র.) পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে তিনি ভারতবর্ষে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কদম আলীর মতো শেরশাহও তার তীক্ষ্ণ মেধা, অপরিমিত সাহস, আত্মবিশ্বাস ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ৭. উদ্দীপকের কদম আলীর চেয়ে উক্ত আফগান শাসক অর্থাৎ শেরশাহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও বেশি বিচক্ষণ ও দূরদৃশী ছিলেন— উক্তিটি যথোর্থ।

খ. উদ্দীপকের কদম আলী উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা, সুশাসন, জননিরাপত্তা, বিচার ও সালিশ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তাধাট নির্মাণ, রাজস্ব আদায়সহ সকল ক্ষেত্রে অসামান্য উন্নয়ন করেন, যা ইতোপূর্বে অন্য কোনো চেয়ারম্যানই করতে পারেন নি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আবার উপজেলা চেয়ারম্যানের পদটি সামাদ পরিবারের হাতে চলে যায়।

/সকল বোর্ড ২০১৬: আজিমপুর গজ. পার্সেস স্কুল এতে কলেজ, কলক/ক. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. বাবরনামা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কদম আলীর সাথে ভারতীয় উপমহাদেশে কোন আফগান শাসকের শাসন ক্ষমতা দখলের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কদম আলীর চেয়ে উক্ত আফগান শাসক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও বেশি বিচক্ষণ ও দূরদৃশী ছিলেন- বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৪৮৩-১৫৩০)।

খ. বাবরনামা হলো তৃকি ভাষায় রচিত মুঘল সন্তাট জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের একটি আঞ্চলিক নাম।

তুযুক-ই-বাবরী বা বাবরনামা গ্রন্থটি ইতিহাস অধ্যয়নে একটি আকর্ষণ্য হিসেবে বিবেচিত। চমৎকার রচনাশৈলী, ভাষার মাধুর্য ও

কাবুকাজ, উন্নত বর্ণনা বীতি এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার জন্য এ গ্রন্থটি পাঠক সমাজের প্রশংসা লাভ করেছে। এ গ্রন্থে এশিয়া ও আফগানিস্তান বিশেষ করে সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া এ গ্রন্থে বাবর তার ব্যক্তিজীবনের নানা দিক, যেমন: দোষ-গুণ, দূরদৰ্শিতা, সীমাবদ্ধতা, সুখ-দুঃখ এবং সাফল্য-ব্যর্থতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কদম আলীর সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের আফগান শাসক শেরশাহের শাসন ক্ষমতা দখলের মিল পাওয়া যায়। মুঘল শাসনের ধারাবাহিকতায় একটি হেদ টেনে শেরশাহ ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আফগান তথা শুর বংশের শাসনের সূচিপাত করেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি নিজ প্রতিভা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা সামান্য অবস্থা থেকে দিঘির সিংহসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে বহুমুক্তি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উদ্দীপকের কদম আলীর ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, সরাইল উপজেলার চেয়ারম্যান পদে সামাদ পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে বহু বছর ধরে নির্বাচিত হয়ে আসছে। হঠাৎ করে কদম আলী পরিবার ভাগ্যাবৈষণে সরাইলে এসে বসতি স্থাপন করে। কদম আলীর সহজ-সরল জীবনযাপন, সাহসিকতা, নীতি-নৈতিকতা, সত্যবাদিতা, বিচক্ষণতা ও চারিত্বিক মাধুর্য উপজেলাবাসীকে আকৃষ্ট করে। স্বামীয় জনগণ পরবর্তী নির্বাচনে তাকে বিপুল ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে। সামাদ পরিবারের ন্যায় ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল পরিবার বংশানুক্রমিক ক্ষমতা ভোগ করে আসছিল। আবু কদম আলী পরিবারের মতোই শেরশাহও ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারতীয় উপমহাদেশের আগ্রায় আসেন এবং মুঘল সন্তাট বাবরের অধীনে চাকরি নেন। পূর্বাঞ্চল অভিযানে বাবরকে সহায়তা করে তিনি মুঘল সন্তাটের বিশেষ প্রতিভাজন হন। পরবর্তীতে তিনি ভারতবর্ষ থেকে মুঘলদের বিভাড়িত করতে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন শেষ পর্যন্ত মুঘল সন্তাট হুমায়ুনকে প্রথমে চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯ খ্র.) এবং পরে কনৌজের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্�র.)।

ঘ. উদ্দীপকের কদম আলীর চেয়ে উক্ত আফগান শাসক অর্থাৎ শেরশাহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও বেশি বিচক্ষণ ও দূরদৃশী ছিলেন— উক্তিটি যথোর্থ।

উদ্দীপকের কদম আলী উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা, সুশাসন, জননিরাপত্তা, বিচার ও সালিশ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তাধাট নির্মাণ, রাজস্ব আদায়সহ সকল ক্ষেত্রে অসামান্য উন্নয়ন করেন, যা ইতোপূর্বে অন্য কোনো চেয়ারম্যানই করতে পারেন নি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আবার উপজেলা চেয়ারম্যানের পদটি সামাদ পরিবারের হাতে চলে যায়।

উদ্দীপকের কদম আলীর চেয়ে উক্ত আফগান শাসক অর্থাৎ শেরশাহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও বেশি বিচক্ষণ ও দূরদৃশী ছিলেন। কেননা তিনি তার প্রশাসন ব্যবস্থায় উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের পাশাপাশি শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত করতে আরও বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

উদ্দীপকের কদম আলীর চেয়ে উক্ত আফগান শাসক অর্থাৎ শেরশাহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও বেশি বিচক্ষণ ও দূরদৃশী ছিলেন। তিনি ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসনপ্রণালির শ্রেষ্ঠ নীতিগুলো গ্রহণ করে একটি যুগোপযোগী ও ন্যায়সংগত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি সুচিপাতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিউয়ান-ই-উয়ারত, (সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ), দিউয়ান-ই-আরজা, (সেনাবাহিনী তত্ত্বাবধান) দিউয়ান-ই-রিসালত (পররাষ্ট্র সংস্কার কাজ তদারকি) এবং দিউয়ান-ই-ইনশা (সরকারি আদেশ-নির্দেশ জারি ও যোগাযোগ সংক্রান্ত কাজ)-এ চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন। এছাড়া শাসনকাজের সুবিধার জন্য প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করে সাম্রাজ্যে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি তার সাম্রাজ্যকে 'সরকার' নামক ৪৭টি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেন। প্রতিটি সরকারকে তিনি কয়েকটি প্রগনায় বিভক্ত করেন। এভাবে শেরশাহ সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী

প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আর এ বিষয়গুলো উদ্দীপকের কদম্ব আলীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, শেরশাহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে উদ্দীপকের কদম্ব আলীর চেয়ে অনেক বেশি বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

**প্রশ্ন ▶ ৭** ‘সর্বধর্ম’ মতবাদের প্রবন্ধ শ্রী আনন্দ স্বামী। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগনার কালিকচ্ছ গ্রামে এক কোলিন জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জমিদারের দায়িত্ব পালনকালে প্রজাদের ধর্মভিত্তিক বিভাজন ও আন্তঃধর্মবিবাদ তাকে চিন্তামগ্ন করে তোলে। ধর্ম নিয়ে হত্যা, হানাহানি, রক্তপাত নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ইসলাম, সনাতন ও খ্রিস্টধর্মের সমন্বয়ে ‘সর্বধর্ম’ মতবাদ প্রবর্তন করতে সক্রিয় হন। তার এ ‘সর্বধর্ম’ মতবাদে প্রকৃত মানবতার আহ্বান থাকলেও তিনি ধর্মভীরু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। তবে এর মাধ্যমে তিনি সকল শ্রেণির মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন।

/সকল বোর্ড ২০১৬/

ক. ‘মনসব’ শব্দের অর্থ কী?

১

খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আনন্দ স্বামীর সাথে মুঘল সম্রাট আকবরের কোন নীতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? উক্ত নীতির মতবাদসমূহ ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির সর্বধর্ম মতবাদ প্রবর্তন ও সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

৪

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ‘মনসব’ শব্দের অর্থ পদ বা পদবৰ্যাদা।

**খ** কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে ভূমির ওপর প্রজাদের স্বত্ত্ব (অধিকার) রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সম্রাট শেরশাহের (১৪৭২-১৫৪৫) প্রবর্তিত এক অভিনব ব্যবস্থাকে বোঝায়।

পাট্টা ছিল জমির অধিকার সংক্রান্ত দলিল। জমির ওপর কৃষকের অধিকার স্বীকার করে সরকারের পক্ষে হতে পাট্টা দেওয়া হতো। অন্যদিকে প্রদেয় করসহ ভূমিতে নিজের দায় ও কর্তব্য বর্ণনা করে কৃষক রাষ্ট্রকে কবুলিয়ত নামক দলিল সম্পাদন করে দিতেন।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত আনন্দ স্বামীর সাথে মুঘল সম্রাট আকবরের ‘দীন-ই-এলাহী’ নামক ধর্মীয় নীতির সাদৃশ্য রয়েছে। এ ধর্মমতে সব ধর্মের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল।

সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে ‘দীন-ই-এলাহী’ নামে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। এটি ছিল সর্বেশ্঵রবাদী ধর্ম। সকল ধর্মের উৎকৃষ্ট নীতিমালা নিয়ে এ ধর্মমত গঠিত হয়েছিল। এ ধর্মমতে কোনো নথি বা দেব-দেবীর অস্তিত্ব ছিল না। তবে একেশ্বরবাদের ধারণা ছিল প্রবল। এ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারীকে সম্মানের নামে ৪টি স্তরে তার জীবন, ধর্ম, সম্মান ও সম্পত্তি উৎসর্গ করতে হতো।

উদ্দীপকের আনন্দ স্বামী ধর্ম নিয়ে হত্যা, হানাহানি, রক্তপাত নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম, সনাতন ও খ্রিস্টধর্মের সমন্বয়ে সর্বধর্ম মতবাদ প্রবর্তন করেন। তার এ সর্বধর্ম মতবাদের মূলকথা ছিল মানবতাবাদ। একইভাবে মুঘল সম্রাট আকবরও সকল ধর্মের সারাংশ নিয়ে ‘দীন-ই-এলাহী’ নামের সর্বেশ্বরবাদী ধর্মীয় নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। ‘দীন-ই-এলাহী’ ধর্মমতের অনুসারীদেরকে ‘লা-ই-লাহা-ই-রাজাতু ওয়া আকবর বলিফাতুল্লাহ’ এ কথাটি পাঠ করতে হতো। এ ধর্মের অনুসারীদের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতে একজনকে ‘আজ্ঞাতু আকবর’ বলে সন্তান্যণ করতে হতো এবং অন্যজনকে ‘জাতেজালালুল্লু’ বলে উত্তর দিতে হতো। এ ধর্মে আগনুকে পবিত্র বলে সম্মান করা হতো। এর অনুসারীদের অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আমিষ জাতীয় খাবার (মাংস, মাছ, ডিম, ডাল প্রভৃতি) গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হতো। তাহাতা তাদেরকে জন্মদিন উদযাপন করে ঐদিন দানখয়রাতসহ স্বধর্মীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হতো। তাদেরকে মৃত্যুর পূর্বেই

ডোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হতো। এছাড়া এ ধর্মের অনুসারীদের ভিক্ষা প্রশংস থেকে বিরত থাকতে হতো। কসাই, ধীবর, ব্যাধ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির লোকেরা জীব হত্যা করত বলে তাদের সাথে ওঠা-বসা নিষিদ্ধ ছিল। উল্লিখিত বিধি-নিষেধ আরোপ করে সম্মাট আকবর ‘দীন-ই-এলাহী’ ধর্মমতের প্রবর্তন করেছিলেন।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির সর্বধর্ম মতবাদ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে সম্মাট আকবরের ‘দীন-ই-এলাহী’ ধর্মমত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় এক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা।

যোড়শ শতাব্দী ছিল বিশ্বব্যাপী এক ধর্মীয় আন্দোলনের যুগ। তখন সাম্প্রদায়িক বৃন্দ কিংবা ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় দেশে-দেশে, রাজ্য-রাজ্য যুদ্ধ পর্যন্ত লেগে যেত। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ এবং স্পেনের রাজা হিস্টায় ফিলিপের মধ্যে সংঘটিত আর্মাডার যুদ্ধের (১৫৮৮) কথা উল্লেখ করা যায়। এমন ধর্মীয় কোল্ললের যুগে সম্মাট আকবর ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা স্থাপন করে উদারতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে বৃহৎ মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তার স্থায়িত্ব বিধানই ছিল তার উদার ধর্মমত প্রবর্তনের একমাত্র কারণ। কেননা হিন্দু অধ্যাষ্ঠিত ভারতে তাদের প্রতি উদার ও সহনশীল হওয়া ছাড়া সাম্রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করা কোনোভাবেই সম্ভবপর ছিল না। অন্যদিকে উদ্দীপকের শ্রী আনন্দ স্বামী সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রবর্তন করেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রী আনন্দ স্বামী সর্বধর্ম মতবাদের প্রবন্ধ। তিনি জমিদারের দায়িত্ব পালনকালে ধর্ম নিয়ে হত্যা, হানাহানি, রক্তপাত নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম, সনাতন ও খ্রিস্টধর্মের সমন্বয়ে সর্বধর্ম মতবাদ প্রবর্তন করেন। অন্যদিকে সম্মাট আকবরের ‘দীন-ই-এলাহী’ ধর্মমত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের একচক্র ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নিজের বীকৃতি লাভ। ভারতে মুঘল শক্তির স্থায়িত্ব বিধানের বার্ষে হিন্দু-মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে এক্য ও গ্রাহিত বৰ্তন গড়ে তোলা আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যেই সম্মাট ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার নীতি গ্রহণ করে ‘দীন-ই-এলাহী’ ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের আনন্দ স্বামীর নতুন ধর্ম প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সম্মাট আকবরের নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের সরকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠা করে বীয় অমতাকে সুসংহত করা।

**ঞ** **প্রশ্ন ▶ ৮** উসমানের পূর্বপুরুষরা গোবি মুরুভির একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ছিলেন। সেখানে শত্রুপক্ষের শক্তির কারণে সুবিধা করতে না পেরে তারা এশিয়া মাইনরে চলে আসেন। এশিয়া মাইনরে বৃহদিন ধরে সেলজুকরা শাসন করলেও উত্তরাঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেশ কিছু স্বাধীন ও শক্তিশালী গ্রিক রাজ্য বিদ্যমান ছিল। উসমান শেষ সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিনের পতন ঘটিয়ে সেখানে উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শক্তিশালী গ্রিক রাজাদেরও পরাজিত করে যে বিশাস উসমানীয় সাম্রাজ্য গঠন করেন তা কয়েক শতাব্দী স্থায়ী হয়েছিল।

/সকল বোর্ড ২০১৫/

ক. ‘বাবর’ শব্দের অর্থ কী?

১

খ. পানিপথের ১ম যুদ্ধে বাবরের জয় লাভের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

২

গ. উদ্দীপকে উসমানীয়দের এশিয়া মাইনরে গমনের সাথে বাবরের ভারতে আগমনের সামঞ্জস্য কোথায়? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উসমানের কৃতিত্বের আলোকে সম্মাট বাবরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো।

৪

### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ঘ** ‘বাবর’ শব্দের অর্থ সিংহ।

**ঙ** ভারত উপমহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের অদ্যম স্পৃহা ও অসামান্য নিভীকৃতা বাবরের জয় লাভের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে। তৎকালীন ভারত উপমহাদেশে ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলোর মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা তাকে সহজেই সাফল্য এনে দেয়। চীন দেশে আবিষ্কৃত

বাবুদের সাহায্যে বাবরের বাহিনী কামান ও পাদা বন্দুকের বাবহার করে সাফল্য নিশ্চিত করে। সর্বোপরি বাবর ছিলেন একজন বিজ্ঞ ও সুনিপুণ রণসেনানী। তার সৈন্যবাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল, যা ইত্রাহিম লোদির বিশ্বজ্ঞে বাহিনীর বিরুদ্ধে সহজেই জয়লাভ করে।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত উসমানীয়দের এশিয়া মাইনের সাথে বাবরের ভারতে আগমনের সামঞ্জস্যের দিক হলো উভয়েই শত্রুপক্ষের কবলে পড়ে এলাকা ত্যাগ করেছিলেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত উসমান পূর্ব পুরুষের রাজ্য গোবি মরুভূমিতে শত্রুপক্ষের শক্তির কারণে সুবিধা করতে না পেরে এশিয়া মাইনের চলে আসেন। একইভাবে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে ফারগানার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন বাবর। সিংহাসন লাভের পরপরই তিনি আর্মায়-বজ্জন ও উজবেক নেতো সাইবানি খানের বিরোধিতার মুখে পড়েন। ১৪৯৭ সালে তিনি সমরথন্দ দখল করেন। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে পতিত হয়ে সমরথন্দ হারান। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফারগানা হস্তচ্যুত হয়। তিনি আবার ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ফারগানা এবং ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে সমরথন্দ অধিকার করেন। পরবর্তীকালে ১৫০৩ সালে সাইবানি খানের কাছে পরাজিত হয়ে ফারগানা ও সমরথন্দ থেকে বিতাড়িত হন। এর ফলে তিনি ভারতবর্ষের দিকে নজর দেন। ১৫২৬ সালে বাবর ইত্রাহিম লোদির পরাজিত করে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি খানুয়ার যুদ্ধে ও গোগরার যুদ্ধে জয়লাভ করে তার ক্ষমতাকে সুন্দর করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

তাই বলা যায়, উসমানের এ ঘটনার সাথে বাবরের ভারতে আসার ঘটনার মিল বিদ্যমান।

**ধ** সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উসমানের কৃতিত্বের মতোই সম্মাট বাবরও অগাধ কৃতিত্বের অধিকারী।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্মাট বাবর তার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পিতৃরাজ্য ফারগানা ও বিজিত সমরথন্দ হতে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় ও সহায় সম্মলব্হীন অবস্থায় ঘুরে বেড়ালেও তিনি কথানো হতাশ হননি। অজ্ঞয় মনোবল, দুর্দমনীয় ইচ্ছা ও নিঝীক সাহসিকতার সাথে তিনি নিজ যোগ্যতাবলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপস্তন করেন। উদ্দীপকের উসমানের ক্ষেত্রেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উসমান নিজ ভূ-খণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়ে এশিয়া মাইনের এসে সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিনের পাতন ঘটিয়ে সেখানে উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ অঞ্চলের উত্তরের শক্তিশালী গ্রিক রাজাদের পরাজিত করে যে বিশাল উসমানীয় সাম্রাজ্য গঠন করেন তা কয়েক শতাব্দী স্থায়ী ছিল। একইভাবে সম্মাট বাবরও প্রাথমিক জীবনে শত্রুদের বিরোধের কারণে নিজ ভূখণ্ড ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ভারতে লোদি সুলতানদের পাতন ঘটিয়ে মুঘল শাসনের গোড়াপস্তন করেছিলেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পর রাজ্যের দুর্গ, ভোরা, কুশাব চেনাব নদীর অববাহিকা অঞ্চল, কান্দাহার লাহোর, দিপালপুর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে মুঘল সাম্রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তার প্রতিষ্ঠিত এ সাম্রাজ্য কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বাবরকে ইতিহাসে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, যা একই শাসক গোষ্ঠীর পথ উন্মুক্ত করেছিল।

**প্রশ্ন ৯** ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মার্কোস আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তার চরিত্রে দোষ ও গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি একই সাথে কোমল ও কঠোর ছিলেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন করেন এবং ন্যায়বিচারও প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তার শাসনামলে তার স্ত্রী ইমেলদা এতই গ্রাহণশালী হয়ে ওঠেন যে, সমস্ত প্রশাসনযন্ত্র তাকে প্রেসিডেন্টের চালিকাশালী হিসেবে গণ্য করে।

সত্ত্বেও ২০১৫: বাল্মীদেশ নেটোবলি কলেজ, চট্টগ্রাম; সরকারি সেন্স অফিস, বরিশাল; আর্টসিসিএস অফিস, ফেশার/

খ. সম্মাট জাহাঙ্গীরের নাম সেলিম রাখার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট মার্কোসের সাথে কোন মুঘল সম্মাটের তুলনা করা যায়? ৩  
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইমেলদার কার্যাবলির সাথে সম্মাজী নূরজাহানের কার্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** নূরজাহানের প্রকৃত নাম ছিল মেহের-উন-নিসা।

**খ** বিখ্যাত সাধক শেখ সেলিম চিশতির নামানুসারে সম্মাট জাহাঙ্গীরের নাম সেলিম রাখা হয়।

সম্মাট জাহাঙ্গীর ছিলেন সম্মাট আকবরের পুত্র। একাধিক শিশু সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় উত্তরাধিকার হিসেবে পুত্রসন্তান লাভের আশায় সম্মাট আকবর প্রতি বছর আজমিরে হযরত খাজা মস্তুনুদ্দিন চিশতির দরগাহ জিয়ারত করে আয়াহর নিকট প্রার্থনা করতেন। একই উদ্দেশ্যে সম্মাট প্রতি সন্তানে ক্ষতেহপুর সিক্তির বিখ্যাত সাধক শেখ সেলিম চিশতির খানকাহতে যেতেন। পরবর্তী ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট রানি যোধবাজি-এর পর্তে এক সন্তানের জন্ম হয়। বহু সাধনার পর পুত্রের জন্ম হওয়ায় তাকে 'A Child of Many Prayers' বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট মার্কোসের সাথে মুঘল সম্মাট জাহাঙ্গীরের তুলনা করা যায়।

উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট মার্কোসের চরিত্রে দোষ ও গুণের সংমিশ্রণ ছিল। তিনি একই সাথে কোমল ও কঠোর ছিলেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। ঠিক একইভাবে জাহাঙ্গীরের চরিত্রেও নম্মের চরিত্রেও দেখা যায়।

প্রতিশাসিকগণও কেউ প্রশংসা, আবার কেউ তীব্র সমালোচনা করেছেন। ঈশ্বরী প্রসাদ জাহাঙ্গীরের প্রশংসা করে বলেন, 'মুঘল ইতিহাসে একটি অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র হচ্ছে জাহাঙ্গীর।' আর্মায়-বজ্জনের প্রতি অনুরাগপূরণ, মহানুভব, নির্ণয়নের প্রতি প্রচণ্ড বিচৰ্ষণ এবং সুবিচারের প্রতি প্রগাঢ় মোহ তার চারিত্রিক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে। আবার তার চরিত্রের তীব্র সমালোচক ভিন্সেন্ট সিপ বলেন, 'জাহাঙ্গীরের চরিত্রে নম্মনীয়তা ও নৃশংসতা, সুবিচার ও খামখেয়ালিপনা, বৃচিবোধ, বৰ্বরতা সুবৃদ্ধি ও জ্ঞানসূলভ গুণাবলীর সমাবেশ দেখা যায়। তাকে একদিকে যেমন অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন বলে অভিহিত করা হয়েছে, অন্যদিকে প্রজাদের মজলার্থে ১২টি প্রজামজলকর আইন প্রণয়ন করে তিনি জনকল্যাণকর শাসক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। অত্যধিক অক্ষিয় ও মাদকাসন্তি ছিল তার চরিত্রের বড় ত্রুটি। অন্যের প্রভাবে প্রভাবাব্ধিত হওয়া তার চরিত্রের অন্যতম দোষ ছিল।' তাই বলা যায়, ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মার্কোসের চরিত্রে মুঘল সম্মাট জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত ইমেলদার কার্যাবলির সাথে সম্মাজী নূরজাহানের কার্যাবলির অনেক মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে প্রেসিডেন্ট মার্কোসের স্ত্রী ইমেলদা তার শাসনামলে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন এবং সমস্ত প্রশাসন যত্রে চালিকাশালী হিসেবে গণ্য হতে থাকেন। একইভাবে সম্মাজী নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর এর শাসনামলে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় প্রবল প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তার করেন। সম্মাট জাহাঙ্গীর নিজ নামের সাথে নূরজাহানের নাম মুদ্রায় অঙ্গীকৃত করেছিলেন। নূরজাহান জাহাঙ্গীরের ওপর ক্রমাবয়ে প্রভাব বিস্তার করে সার্থকতার সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। ফলে সম্মাট তার হাতের ক্ষীড়নকে পরিগত হন।

নূরজাহান তার পিতাকে 'ইতিমাদউদ্দৌলা' উপাধিসহ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন এবং তাতা আসফখানকে 'খান-ই-সামান' পদে উন্নীত করেন। তাদের সাহায্যে দরবারে একটি শক্তিশালী দল গঠন করেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহরিয়ারের সাথে পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কম্বা লাভলী বেগমকে বিয়ে দিয়ে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হন। কথিত আছে যে, রাজকীয় ফরমানসমূহ নূরজাহানের দ্বন্দ্বত ব্যতীত মূল্যহীন বলে পরিগণিত হতো। এ প্রসঙ্গে মুতামাদ খান বলেন,

‘অবশ্যে তার ক্ষমতা এবুপ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, রাজা শুধু নামেমাত্র থাকলেন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের ইমেলদার মতো সম্ভাজী নূরজাহানও শাসনব্যবস্থার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন।

**প্রশ্ন ▶ ১০** কীর্তিপাশার জমিদার দেবী রায় চৌধুরী খুবই রুচিবান ও শৌখিন মানুষ ছিলেন। তিনি জমিদারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি জাকজমকপূর্ণ দরবার হল নির্মাণ করেছিলেন। পাশাপাশি তার নির্মিত কাচারি বাড়ি, নায়ের মহল আজও ঝ-মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। একই সময়ে নির্মিত নাট মন্দিরটি এখনও ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। তার স্ত্রী কৃষ্ণ কুমারী দেবী অনিন্দ্য সুন্দরী ও বিদুষী রূপণী ছিলেন। জমিদার দেবী রায় চৌধুরীর স্তুর প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় পড়ে কৃষ্ণ কুমারী অকালে মৃত্যুবরণ করলে জমিদার খুবই মুঘড়ে পড়েছিলেন। তিনি স্তুর স্মৃতি রক্ষার্থে বহু অর্থ ব্যয়ে সৌধিতি নির্মাণ করেন, আজও তা বিদ্যমান রয়েছে।

(সকল বেজ ২০১৫)

ক. সম্মাট শাহজাহানের পিতার নাম কী?

১

খ. সম্মাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সংঘটিত উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা করো।

২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষ্ণ কুমারী দেবীর সাথে সম্মাট শাহজাহানের কেন মহীয়সীর সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জমিদার দেবী রায় চৌধুরীর কর্মকাণ্ডের আলোকে সম্মাট শাহজাহানের স্থাপত্য কীর্তির মূল্যায়ন করো।

৪

### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সম্মাট শাহজাহানের পিতার নাম ছিল নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর।

খ. শাহজাহানের জীবন্ধুশায় তার চার পুত্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তার প্রথম কারণ ছিল মুঘল সাম্রাজ্যে সুস্থি ও সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতির অভাব।

বলা বাস্তুল্য যে, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানকে তাদের প্রতিহন্ত্বন্দীদের সাথে যুদ্ধ করে সিংহাসন লাভ ও সংরক্ষণ করতে হয়েছিল। শাহজাদা সেলিম ও শাহজাদা খুররম মুঘল সিংহাসনে সমাপ্তীন হওয়ার পূর্বে তাদের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুতরাং সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ভাতৃষ্ঠব্য অথবা পিতার, বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূল কারণ সুস্থি উত্তরাধিকার নীতির অভাব।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষ্ণ কুমারী দেবীর সাথে সম্মাট শাহজাহানের স্ত্রী সম্ভাজী মহাতাজ মহলের সামঞ্জস্য রয়েছে।

উদ্দীপকের জমিদার দেবী রায় চৌধুরীর স্ত্রী কৃষ্ণ কুমারী দেবীও ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী ও বিদুষী রূপণী। জমিদার দেবী রায়ের স্তুর প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। এক দুর্ঘটনায় তার স্ত্রী কৃষ্ণ কুমারী অকালে মৃত্যুবরণ করলে জমিদার খুবই মুঘড়ে পড়েন এবং স্তুর স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি সৌধ নির্মাণ করেন, যা আজও বিদ্যমান। ঠিক একইভাবে মুঘল সম্মাট শাহজাহানের স্তুর মহাতাজ মহলও ছিলেন অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। তিনি আকরণীয় সৌন্দর্য ও বৃদ্ধিমত্তার দ্বারা স্থানীয় শাহজাহানের অন্তর জয় করেছিলেন। সম্মাট তাকে মালিকা-ই-জাহান উপাধি দেন। ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন সন্তান প্রসবকালে মহীয়সী মহাতাজ মহল বুরহানপুরে ইস্তেকাল করেন। প্রিয়তমা পঞ্জীয় অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে সম্মাট শাহজাহান বেদনাকাতর হয়ে পড়েন। শোকাতুর সম্মাট এতটাই মুঘড়ে পড়েছিলেন যে, তিনি সাত দিন বারোকায় দর্শন দেননি। এমনকি রাজকাজেও অংশ নেননি। প্রিয়তমা স্তুর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগের বহিপ্রকাশ হিসেবে সম্মাট মহাতাজের সমাধির ওপর তাজমহল নির্মাণ করেন, যা বিশ্বের সম্মানচর্যের একটি। এটি পঞ্জীপ্রেমেরও এক উজ্জ্বল নির্দশন। উদ্দীপকেও পঞ্জীপ্রেমের এমন নির্দশন পরিলক্ষিত হয়।

ঘ. উদ্দীপকের জমিদার দেবী রায় চৌধুরীর কর্মকাণ্ডের মতোই সম্মাট শাহজাহানও স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে অপরিসীম কৃতিত্বের অধিকারী।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। ঐতিহাসিগণ তাকে ‘স্থাপত্যের রাজপুত্র’ বলে অভিহিত করেছেন।

উদ্দীপকের জমিদার দেবী রায় চৌধুরী স্থাপত্য ক্ষেত্রে যে অবদান রাখেন তা হলো কাচারি বাড়ি, নায়ের মহল, জাকজমকপূর্ণ দরবার হল, নাট নামক একটি মন্দির এবং স্তুর স্মৃতি রক্ষার্থে বহু অর্থব্যয়ে একটি সৌধ নির্মাণ করেন যা আজও বিদ্যমান। তার এ কর্মকাণ্ডে সম্মাট শাহজাহানের স্থাপত্য শিল্পে অবদানেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

সম্মাট শাহজাহান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্প ‘তাজমহল’ নির্মাণ করেন। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস, অলংকরণের সূচিতা ও নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। সম্মাট শাহজাহানের শিল্পনূরাগের আরেকটি অপূর্ব নিদর্শন হলো ‘ময়ূর সিংহাসন’। সম্মাট শাহজাহান আগ্রা দুর্গে দেওয়ান-ই-আমের উত্তরে শোতপাথর দ্বারা মতি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাহাড়া তিনি আরও নির্মাণ করেন, দিল্লিতে সুরক্ষিত লাল কেরা। দিল্লির জামে মসজিদ তার অন্যতম এক কীর্তি। সম্মাট শাহজাহানের সময় নির্মিত শিশমহল ও জাইমহল ছিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুশোভিত রাজকীয় আবাসগুহ। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে তিনি সুসাম্যম বুরুজ নামে অপূর্ব সুন্দর একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি করেন। তাহাড়া সম্মাট শাহজাহান আরও অন্যান্য স্থাপত্য দিলি, আগ্রা, লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর, আজমির ও আহমদাবাদের সুন্দর সুন্দর আটোলিকা তৈরি করেন। এছাড়া নিজামউদ্দিন আটুলিয়া মাজার, লওখাল, খাওয়ারগাহ, শালিমার উদ্যান প্রভৃতি তার স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন তার এ স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষতার কারণে তার রাজন্তকালকে ঐতিহাসিকগণ মুঘল শাসনের ‘বর্ণযুগ’ বলে আখ্যায়িত করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, জমিদার দেবী রায় চৌধুরীর নির্মিত সৌধটির মতো সম্মাট শাহজাহানও স্থাপত্য শিল্পে অন্যান্য অবদান রয়েছেন।

**প্রশ্ন ▶ ১১** বীরগঞ্জের জায়গিরদার মি. শ্যামল নিজ দক্ষতা ও মেধা খাটিয়ে শফিগঞ্জের শাসক মি. রিয়াদের দুর্বলতার সুযোগে নিজ বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশের শাসন ১৫ বছর টিকলেও তার শাসনকাল ছিল মাত্র ৫ বছর। তার এ পর্যায়ে আসতে তাকে অনেক ত্যাগ ব্রীকার করতে হয়েছে। শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি শাসন কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন, যা পরবর্তী শাসকদের জন্য আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শাসনকার্যের খুটিনাটি পরিদর্শন করতেন।

(গাজীগুর পিটি কলজ, গাজীগুর)

ক. মনসব কী?

১

খ. ‘দীন-ই-এলাহী’ ধর্মমত ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকের মি. শ্যামলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শাসকের উথান পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. মি. শ্যামলের শাসনব্যবস্থা কি উচ্চ শাসকের শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ? তোমার মতের পক্ষে বর্ণনা দাও।

৪

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মনসব হলো পদ বা পদমর্যাদা।

খ. ‘দীন-ই-এলাহী’ মুঘল সম্মাট আকবরের প্রবর্তিত এক নতুন ধর্মের নাম।

সম্মাট আকবর ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে ‘দীন-ই-এলাহী’ নামে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। এটি ছিল একটি একেবৰবাদী ধর্ম। সকল ধর্মের ভালো ও উৎকৃষ্ট নীতিগুলো এতে সমর্পিত হয়েছিল। আকবরের প্রবর্তিত ‘দীন-ই-এলাহী’ ধর্মমতে কোনো নবি বা দেব-দেবীর অন্তিম ছিল না। প্রতি রোবর্বার সম্মাট নির্দিষ্ট আসনে বসে আগ্রাহীদের দীক্ষা দিতেন। এ সময় দীক্ষা গ্রহণকারীক সম্মাটের নামে ৪টি স্তরে ব্যক্তির জীবন, ধর্ম, সম্মান ও সম্পত্তি উৎসর্গ করতে হতো।

গ. উদ্দীপকে মি. শ্যামলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি হলেন শেরশাহ। মুঘল সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবে তার উথান এক চমকপ্রদ ঘটনা।

উদ্দীপকের মি. শ্যামল নিজ দক্ষতা ও মেধা খাটিয়ে ত্রিপুরার মি. রিয়াদের দুর্বলতার সুযোগে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি শাসন কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন, যা পরবর্তী শাসকদের জন্য আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। মি. শ্যামলের এ বিষয়গুলোর মধ্যে শেরশাহের ক্ষমতা গ্রহণ ও তার শাসনের প্রতিফলন ঘটেছে।

শেরশাহ জনদরদি ও প্রজাহিতৈষী শাসক হলেও তাকে দিল্লির শাসন গ্রহণ করতে হয়েছিল যুক্তি নয়, শক্তির জোরে। তিনি ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সাসারামের জায়গির নিযুক্ত হন এবং ১৫১৭ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেন। ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে বহরখান লোহানীর মৃত্যুর পর তিনি তার পুত্র জালাল খানের অভিভাবক নিযুক্ত হন। ১৫৩০ সালে শের খান চুনার দুর্গের অধিপতি বিধবা লাদ মালিকাকে বিয়ে করে চুনার দুর্গ লাভ করেন। তার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ক্রোধিত হয়ে হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করলে তার সাথে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে ১৫৩৪ ও ১৫৩৬ সালে বাংলায় সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরখান শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন এবং ১৫৪০ সালে বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে তিনি দিল্লির মসনদে বরেন। আর এভাবেই তার উত্থান ঘটে।

**৪** মি. শ্যামলের শাসন ব্যবস্থা যেন শেরশাহের শাসনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, শ্যামল ত্রিপুরার ক্ষমতা গ্রহণের পর শাসন কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন, যা পরবর্তী শাসকদের জন্য আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়। তিনি নিজে শাসনকার্যের খুটিনাটি সম্পর্কে জেনে বাস্তব উপযোগী ও ন্যায়নিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। মি. শ্যামলের শাসন কার্যাবলির মধ্যে মূলত শেরশাহের শাসনব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

সম্মাট শেরশাহ তার মাত্র ৫ বছরের শাসনকালের মধ্যে নানা প্রকার সংস্কার এবং শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করে তার অপরিসীম বৃদ্ধিমত্তা, কমনেপুণ্য ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসনপ্রণালির শ্রেষ্ঠ নীতিগুলো গ্রহণ করে স্থীর প্রতিভা ও দক্ষতার সাহায্যে একটি আধুনিক ও যুক্তিসংগত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তার রাজনীতি যেমন ছিল বিজ্ঞানসম্মত, তেমনি ছিল জনকল্যাণকর। পরবর্তীকালে মুঘল সম্মাট আকবর তার নীতি অনুসরণ করেই অধিকতর কার্যকর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন। স্যার ডিউইট হেইগ বলেন, ‘শেরশাহ ভারতে মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।’

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, শেরশাহ এর শাসনব্যবস্থা উদ্দীপকের মি. শ্যামলের শাসন ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

**প্রশ্ন ▶ ১২** আকরাম সাহেব একটি বিখ্যাত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্তি নিয়ে তার চারপ্রত্রের মধ্যে হস্ত শুরু হয়। এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রতি ইর্ষাপরায়ণ হবে পিতার কান বিদ্রুত ও মন ভারাঙ্গাত করে তোলে। পরবর্তীকালে ভ্রাতৃসন্ত প্রকট আকার ধারণ করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বৃপ্ত নেয়।

/গাজীপুর সিটি কলেজ/

- ক.** পানি পথের ছিটীয় যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল? ১
- খ.** তৃষুক-ই-বাবৰী সম্পর্কে কী জান? ২
- গ.** তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সম্মাটের আমলের উত্তরাধিকার স্বন্দের সাথে উদ্দীপকে উল্লিখিত ছন্দের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ.** উক্ত ছন্দে শাসকের কোন পুত্র সফলতা লাভ করেছিল এবং কেন? মূল্যায়ন কর। ৪

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পানি পথের ছিটীয় যুদ্ধ ১৫৫৬ সালে সংঘটিত হয়েছিল।

**খ** তৃষুক-ই-বাবৰী বা বাবুরনামা হলো তৃকি ভাষায় রচিত মুঘল সম্মাট জাহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের একটি আঞ্চলিকনীমূলক গ্রন্থ।

তৃষুক-ই-বাবৰী বা বাবুরনামা গ্রন্থটি ইতিহাস অধ্যয়নে একটি আকরণ্যম্ব হিসেবে বিবেচিত। চমৎকার রচনাশৈলী, ভাষার মাধুর্য ও কাবুকাজ, উন্নত বর্ণনা নীতি এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার জন্য এ গ্রন্থটি পাঠক সমাজের প্রশংসন লাভ করেছে। এ গ্রন্থে এশিয়া ও আফগানিস্তান বিশেষ করে সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া এ গ্রন্থে বাবর তার

ব্যক্তিজীবনের নানা দিক, যেমন: দোষ-গুণ, দূরদর্শিতা, সীমাবদ্ধতা, সুখ-দুঃখ এবং সাফল্য-ব্যর্থতার কথা সরিষ্ঠারে বর্ণনা করেছেন।

**গ** সূজনশীল ও এর ‘গ’ নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সূজনশীল ও এর ‘ঘ’ নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ১৩** তালাত সাহেব বিপুল ভোটের ব্যবধানে তার এলাকার সংসদ নির্বাচিত হন। সংসদ নির্বাচিত হতে পেরে তিনি তার এলাকার উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি অসংখ্য রাস্তাঘাট তৈরি করাসহ রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া গরিব ও দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য তিনি এলাকার বিভিন্ন স্থানে হোটেল নির্মাণ করেন। অনেক সময় এখানে গরিব মিসকিনদের বাবার ব্যবস্থা করা হয়। তার এই জনহিতকর কাজের জন্য এলাকার স্বাই তাকে ভালোবাসে।

/তেলা সরকারি কলেজ, তেলা/

**ক.** গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড নির্মাণ করেন কে?

**খ.** শের শাহকে শাসক হিসেবে সম্মাট আকবরের অগ্রন্ত বলা হয় কেন?

**গ.** উদ্দীপকের তালাত সাহেবের সাথে শুরু-বৎশের কোন শাসকের সামঞ্জস্য আছে? ব্যাখ্যা কর।

**ঘ.** “জনহিতকর কাজের ক্ষেত্রে মিল থাকলেও ক্ষমতা গ্রহণের ক্ষেত্রে তালাত সাহেবের সাথে উক্ত শাসকের অসামঞ্জস্য রয়েছে”— উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর।

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** শেরশাহ গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড নির্মাণ করেন।

**খ** শাসক হিসেবে শেরশাহ সম্মাট আকবরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না হলেও আকবরের পথ প্রদর্শক হিসেবে।

পূর্ববর্তী সম্মাটের শাসনের মূলনীতিগুলো সংগ্রহ করে নিজ প্রতিভা দ্বারা শেরশাহ আধুনিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আকবর তাকে অনুসরণ করে সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক, রাজস্ব বিভাগ, সামরিক বিভাগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তার এসব কর্মকাণ্ড মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্ত ভিত্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। এ জন্য শেরশাহকে আকবরের পথপ্রদর্শক বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে তালাত সাহেবের সাথে শুরু বৎশের শাসক শেরশাহের সামুদ্র্য রয়েছে।

শেরশাহ এর, বাল্যনাম ফরিদ খান শুরু। পাঞ্জাবে ১৪৭২ খ্রিষ্টাব্দে তার জন্ম হয়। মধ্যযুগীয় ভারতের শাসনব্যবস্থায় শেরশাহ অক্ষয়কীর্তি রেখে গিয়েছেন। তিনি যে শুধু মহান বিজেতা ছিলেন তা নয়। রাজ্যশাসনের ব্যাপারে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। মাত্র ৫ বছরের শাসনামলে মজাজানক সংস্কারের ফলে মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন। প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে তিনি বিচক্ষণতা ও প্রজাহিতৈষণার দৃষ্টান্ত রেখে থান। তিনি দুস্থ ও অসহায়দের মৃক্ষহস্তে দান করতেন। তিনি সাধু-সম্রাজ্যদের নিয়মিত ভাতা, লাখেরাজ ভূমি মঙ্গুরির মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। দুস্থদের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনেক লজগরখানা স্থাপন করা হয়েছিল। তিনি অনেক রাস্তাঘাট নির্মাণসহ পথিকদের সুবিধার্থে রাস্তার পাশে বড় সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন।

উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায় যে, তালাত সাহেব সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর এলাকায় অসংখ্য রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি গরিব, দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য এলাকায় বিভিন্ন স্থানে হোটেল নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। এ ঘটনার মধ্যে শেরশাহের কর্মকাণ্ডেই প্রতিফলন ঘটেছে।

**ঘ** জনহিতকর কাজের ক্ষেত্রে মিল থাকলেও ক্ষমতা গ্রহণের ক্ষেত্রে তালাত সাহেবের সাথে উক্ত শাসকের অমিল রয়েছে— উক্তিটি যথার্থ।

শেরশাহ সেলিম সাহেবের ন্যায় জনদরদি ও প্রজাহিতৈষী শাসক হলেও তাকে দিল্লির শাসন গ্রহণ করতে হয়েছিল যুক্তি নয়, শক্তির জোরে। শেরশাহ উদ্দীপকে তালাত সাহেবের মতো জনগণের ভোটে নির্বাচিত হননি। তিনি প্রথমে ১৪৯৭ সালে সাসারামের জায়গির নিযুক্ত হন এবং

১৫১৭ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেন। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে বহর খান লোহানীর মৃত্যুর পর তিনি তার পুত্র জালাল খানের অভিভাবক নিযুক্ত হন। ১৫৩০ সালে শের খান চুনার দুর্গের অধিপতি বিধবা লাদ মালিকাকে বিয়ে করে চুনার দুর্গ লাভ করেন। তার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করলে তার সাথে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে ১৫৩৪ ও ১৫৩৬ সালে বাংলায় সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন এবং ১৫৪০ সালে বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে দিল্লির মসনদে বসেন। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকের শাসক ও শেরশাহ ভিন্ন পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণ করে। পরিশেষে বলা যায়, শেরশাহ ও তালাত সাহেবের মধ্যে জনহিতকর কাজের ক্ষেত্রে মিল থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার্থক্য বিদ্যমান।

**প্রশ্ন ১৪** সম্রাট বকুল মাঝ এগারো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজ্য জয় ও উচ্চাকাঞ্চা সুলতান মনিরের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে। সম্রাট বকুল যুদ্ধে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করেন। সুলতান মনিরের ৫০ হাজার সৈন্য নিহত হয়। যুদ্ধে মনিরের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং সুলতানি বৎশের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(জেলা সরকারি কলেজ, জেলা)

- |                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. কত খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়?                            | ১ |
| খ. 'দীন-ই-এলাহী' বলতে কী বোঝা?                                                 | ২ |
| গ. উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন যুদ্ধের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর।  | ৩ |
| ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত সম্রাটেই ভারতবর্ষের মুঘল বৎশের প্রতিষ্ঠাতা? যুক্তি দাও। | ৪ |

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

**খ** সূজনশীল ১১ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে পাঠ্যবইয়ের পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মিল রয়েছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ অন্যতম। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ও ইত্তাহিম লোদির মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উক্ত প্রদেশের হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত ঐতিহাসিক পানিপথ প্রান্তরে এ যুদ্ধ হয়েছিল বলে এটি পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। উদ্দীপকে এ যুদ্ধকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্রাট বকুল মাঝ এগারো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজ্য জয় ও উচ্চাকাঞ্চা সুলতান মনিরের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে। সম্রাট বকুল এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করে। সুলতান মনিরের ৫০ হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে সুলতানী বৎশের পরিসমাপ্তি ঘটে। মুঘল সম্রাট বাবরও মাঝ এগারো বছর বয়সে ফারগানার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দিপিজয়ী এই শাসক রাজ্য জয় ও ধনসম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হলে সুলতান ইত্তাহিম লোদির বাধার সম্মুখীন হন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল বাবর তার সাথে ঐতিহাসিক পানিপথ প্রান্তরে সম্মুখ সমরে অবর্তীণ হন। এদিন দুপক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বাবর সর্বপ্রথম কামানের ব্যবহার করেন। অভিজ্ঞ ও সুশ্রেষ্ঠ মুঘল বাহিনীর কামান ও আগ্রহান্ত্রের আঘাতে ইত্তাহিম লোদির বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাবরের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করেও ইত্তাহিম লোদি পরাজিত ও নিহত হন। ফলে বাবর ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন, যাকে পরবর্তীতে তার প্রপৌত্র আকবর সুস্থ ডিভির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি, উক্ত সম্রাটেই অর্থাৎ সম্রাট বাবরই ভারতবর্ষে মুঘল বৎশের প্রতিষ্ঠা।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্রাট বাবর তার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পিতৃরাজ্য ফারগানা ও বিজিত সমরখন্দ

হতে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় ও সহায় সম্বলহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়ালেও তিনি কখনো হতাশ হননি। অজেয় মনোবল, দুর্দমনীয় ইচ্ছা ও নিভীক সাহসিকতার সাথে তিনি নিজ যোগ্যতাবলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।

মুঘল সম্রাট বাবর ছিলেন এক নতুন সাম্রাজ্যের স্থপতি ও নববৃগ্রে প্রফুল্ল। তিনি ছিলেন সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও সেনানায়ক। তিনি প্রাথমিক জীবনে শত্রুদের বিরোধের কারণে নিজ ভূখণ্ড ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ভারতে লোদি সুলতানদের পতন ঘটিয়ে মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পর ডেরা, কুশাব, চেনাব নদীর অববাহিকা অঞ্চল, কাল্দাহার, লাহোর, দিপালপুর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে মুঘল সাম্রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তার প্রতিষ্ঠিত এ সাম্রাজ্য কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রক্ষিতে বলা যায়, মুঘল সম্রাট বাবরই ভারতবর্ষে মুঘল বৎশের প্রতিষ্ঠাতা। এজন্য তিনি ইতিহাসে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

**প্রশ্ন ১৫** সম্রাট ফিরোজের রাজত্বকাল ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তিনি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সমগ্র সাম্রাজ্যকে সরকারে বিভক্তকরণ, ভূমি জরিপ তথা সামরিক, বেসামরিক, পুলিশসহ সর্বক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করে। তিনি শাসনব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন।

(জেলা সরকারি কলেজ, জেলা)

- |                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. 'বাবর' শব্দের অর্থ কী?                                                                      | ১ |
| খ. মনসবদারী প্রথা বলতে কী বোঝায়?                                                              | ২ |
| গ. সম্রাট ফিরোজের কর্মকাণ্ডের সাথে মুঘল যুগের কোন শাসকের কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।  | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গৃহীত পদক্ষেপ আধুনিক শাসন ব্যবস্থার সাথে কতটুকু সম্মতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। | ৪ |

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বাবর' শব্দের অর্থ সিংহ।

খ সূজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাট ফিরোজের কর্মকাণ্ডের সাথে মুঘল যুগের শাসক শেরশাহের কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ।

মুঘল শাসনের ধারাবাহিকতায় একটি ছেদ টেনে শেরশাহ ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আক্ষণ তথা শুরু বৎশের শাসনের সূত্রপাত করেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে তিনি নিজ প্রতিভা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা সামান্য অবস্থা থেকে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি সাম্রাজ্যের উন্নতিক্রমে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ও সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। উদ্দীপকের সম্রাট ফিরোজের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্রাট ফিরোজের রাজত্বকাল ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তিনি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সাম্রাজ্যকে বিভক্তকরণ, ভূমি জরিপ, সামরিক বেসামরিক, পুলিশসহ সর্বক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। সম্রাট ফিরোজের মতো শেরশাহের রাজত্বকাল ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তিনি ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসন প্রণালীর শ্রেষ্ঠ নীতিগুলো গ্রহণ করে একটি যুগোপযোগী ও ন্যায়সংগত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য তিনি প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করে সাম্রাজ্যে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি তার সাম্রাজ্যকে 'সরকার' নামক ৪৭টি প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেন। আইনের শাসন বলুবৎ রাখার জন্য তিনি পুলিশ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা জোরদার করেন। তিনি আলাউদ্দিন খলজির দৃষ্টিত অনুসরণ করে সামরিক বাহিনীকে ঢেলে সাজান। এছাড়া ভূমিরাজ্য, বিচারব্যবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করে রাজ্যে আমুল পরিবর্তন সাধন করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সম্রাট ফিরোজ এবং শেরশাহ এক ও অভিন্ন।

ঘ উদ্বীপকের উল্লিখিত শাসকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শেরশাহের গৃহীত পদক্ষেপগুলো আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সু-শৃঙ্খল প্রশাসন ব্যবস্থা যে শাসনব্যবস্থায় একটি রাষ্ট্রের শাস্তি শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার বিধানের প্রতি যত বেশি নজর দেয়া হয় সে শাসনব্যবস্থা তত উন্নত। ফলে আধুনিক শাসনব্যবস্থায় আইনের শাসন সর্বপ্রথম বিবেচিত হয়। কেননা, একটি শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু জনগণ। তাই জনগণের সুখ-শাস্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখা আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আধুনিক শাসনব্যবস্থায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে একটি রাষ্ট্রের সর্বত্র ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা হবার সন্তান থাকে না। ফলে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। ক্ষমতার এ বিকেন্দ্রীকরণ নীতি শের শাহের শাসনব্যবস্থায়ও লক্ষণীয়। তিনি শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে এ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তার শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছিল মূলত জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে। যেটি আধুনিক শাসনব্যবস্থার একটি উন্নেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শেরশাহের সুরু ভূমি জরিপ ব্যবস্থার ফলে কৃষি ও কৃষকের কল্যাণ সাধিত হয়। এছাড়া তার প্রবর্তিত পুলিশ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে জননিরাপত্তা সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করত। সৈরাজী প্রসাদের মতে, 'শেরশাহের পুলিশ ব্যবস্থা সনাতনি হলেও ছিল শক্তিশালী ও উন্নত ধরনের।

পরিশেষে বলা যায়, শেরশাহের শাসনব্যবস্থা আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**প্রশ্ন ১২** মাত্র ১২ বছর বয়সে পিতৃসিংহসনে আরোহণ করেন তোরাব আলী। সিংহসনে আরোহণ করেই তিনি দুই চাচা এবং আঙ্গীয়-স্বজনের বিরোধিতার মুখে পড়েন। তোরাব আলীর চরিত্র ও মানস গঠনে এবং সাহসী ও আধ্যানির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তার মাতামহীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

(সোয়াব্যালোকনি কলেজ, ঢাকা)

ক. মোজাল শব্দের উত্তর হয়েছে কোন শব্দ থেকে?

১  
খ. মুঘলদের পরিচয় দাও।

২  
গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত অনুরূপ শাসকের প্রাথমিক জীবন বর্ণনা কর।

৩  
ঘ. উদ্বীপকের আলোকে উত্ত শাসকের শাসনকাল আলোচনা কর।

### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'মোজাল' শব্দ থেকে মোজাল কথাটির উত্তর হয়েছে।

খ. মুঘলদের আদি নিবাস ছিল মোজালিয়ায়।

মোজালিয়া হতে চলে এসে এশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পর হতে মোজালরা মুঘল নামে অভিহিত হতে থাকে। অনেকে বলেন, গোবি মরুভূমির উত্তরে এবং বৈকাল হ্রদের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ চারণ ভূমিতে এদের বাস ছিল। তারা মোজালিয়া ছেড়ে মধ্য এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে স্থায়ী বসতি স্থাপন করার পর থেকে 'মুঘল' (মোগল) নামে অভিহিত হতে থাকে। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে তারা ভারতে স্থায়ী মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ উদ্বীপকে তোরাব আলীর জীবনের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের মুঘল শাসক সন্মাট বাবরের জীবনের সাদৃশ্য রয়েছে।

জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানের ফারগানায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ওমর শেখ মিঝা এবং মা কুতুলুম নিগার খানম। তিনি পিতার দিক থেকে চাঘতাই তুর্কি বীর তৈমুর লঙ্ঘ এবং মাতার দিক থেকে মোজাল নেতা চেঙ্গিস খানের বংশধর হিসেবে। শৈশবে বাবর বিদ্যুতী মাতামহী আয়সন দৌলত বেগম এবং গৃহশিক্ষক শেখ মজিদের নিকট তুর্কি, আরবি ও ফারসি ভাষায় যথেষ্ট বৃৎপত্তি লাভ করেন।

উদ্বীপকে তোরাব আলী মাত্র ১২ বছর বয়সে সিংহসনে আরোহণ করেই পিতৃব্য আঙ্গীয়স্বজন এবং অন্যান্য শক্তি ছারা আক্রান্ত হন। একইভাবে সন্মাট বাবরও ১১ বছর বয়সে সিংহসন লাভ করেন। তিনি যখন ফারগানার দায়িত্ব লাভ করেন তখন ফারগানা রাজ্য চতুর্দিকে শক্তি ছারা

পরিবেষ্টিত ছিল। সিংহসনে আরোহণ করে বাবর মধ্য এশিয়ায় পূর্বপুরূষ তৈমুরের সাম্রাজ্য পুনরুন্মারের চেষ্টা করেন। তিনি পরপর দুবার সমরথন দখল করে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলেও সাহস হারানন। ১৫০৪ সালে তিনি খোরাসানের রাজাৰ সহায়তায় হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে কাবুল ও গজনি দখল করেন। উদ্বীপকের তোরাব আলীর মতোই সন্মাট বাবরও তার মাতামহীর সাহচর্যে সাহসী ও আধ্যানির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন।

ঘ উদ্বীপকের তোরাব আলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মুঘল সন্মাট বাবরের শাসনকাল ছিল অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বাবর তার সৈনিক ও শাসক গুণাবলির ছারা ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিরাট মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যাদিয়ে সাম্রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। রাজ্য জয় করে শাসন প্রতিষ্ঠা করা তার নেশায় পরিণত হয়। তিনি ১৫০৪ সালে কাবুল ও গজনি অধিকার করেন। তিনি ১৫২০ সালে শিয়ালকোট ও কান্দাহার দখল করেন।

সন্মাট বাবর ছিলেন মূলত ভীমণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কষ্টসহিষ্ণু, আজ্ঞাবিশ্বাসী এবং সমরকুশলী। তিনি বাল্যকাল হতে একটি শক্তিশালী রাস্তা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। পূর্ব পুরুষদের বাসভূমি মধ্য এশিয়ায় সুবিধা করতে না পেরে তিনি ভারতবর্ষের দিকে নজর দেন। ভারত উপমহাদেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে অনৈক্য ও রাজনৈতিক কোন্দল এবং তাদের সামরিক দুর্বলতা দেখে সাম্রাজ্যবাদী বাবর নিজের সাফল্যের সন্তানায় উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। চূড়ান্তভাবে ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করার পূর্বে বাবর পর্যবেক্ষণমূলক অভিযানে প্রবৃত্ত হন। তার এ ধরনের অভিযানের অংশ হিসেবে তিনি ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু নদ অতিক্রম করে বজোর দুর্গ এবং খিলাম নদীর তীরস্থ 'ভেরা' অঞ্চল বিনা বাধায় অতিক্রম করেন। ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাদাখশান এবং ১৫২২ খ্রিষ্টাব্দে কান্দাহার জয় করেন।

এ সময় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা তাকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। তিনি দিল্লির দিকে দৃষ্টি দেন এবং ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম লোদিরে প্রারজিত করে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে খানুয়ার এবং ১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে গোগরার যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ সামাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুঘল সন্মাট বাবরের শাসনকাল ছিল যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ।

**প্রশ্ন ১৩** বাবর মধ্য এশিয়ায় বাব বাব প্রারজিত ও ব্যর্থ হয়ে বিফল মনোরোধ না হয়ে অসীম মনোবল ও ধৈর্য নিয়ে কঠোর সংগ্রাম করেন। তার সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্ব ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। সময়ের ছলনা সঙ্গেও তিনি উপমহাদেশে সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াস নেন।

(সোয়াব্যালোকনি সরকারি মহিলা কলেজ)

ক. নূর জাহান কে ছিলেন?

১  
খ. মুঘলদের পরিচয় দাও।

২  
গ. শাসক হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা কর।

৩  
ঘ. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর।

৪

### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নূরজাহান ছিলেন মুঘল সন্মাট জাহাজীরের জ্বি এবং মুঘল অমাত্য মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা।

খ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এক নতুন এবং গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে লোদি বংশের খংসতুর্পের ওপর বাবর এই নতুন রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। ইতিহাসে বাবর প্রতিষ্ঠিত এই রাজবংশটি 'মুঘল' রাজবংশ নামে পরিচিত।

ঘ শাসক হিসেবে বাবর ছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। মাত্র ১১ বছর বয়সেই তিনি শাসক হিসেবে আঞ্চলিক প্রকাশ করেন। শাসক হিসেবে তার কৃতিত্ব ছিল অতুলনীয়।

১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে ফারগানার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন বাবর। সিংহাসন লাভের পরপরই তিনি আঞ্চলিক-বৰ্জন ও উজবেক নেতা সাইবানি খানের বিরোধিতার মুখে পড়েন। ১৪৯৭ সালে তিনি সমরথন্দ দখল করেন। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে পতিত হয়ে সমরথন্দ হারান। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফারগানা হস্তচূড় হয়। তিনি আবার ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ফারগানা এবং ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে সমরথন্দ অধিকার করেন। পরবর্তীকালে ১৫০৩ সালে সাইবানি খানের কাছে পরাজিত হয়ে ফারগানা ও সমরথন্দ থেকে বিতাড়িত হন। এর ফলে তিনি ভারতবর্ষের দিকে নজর দেন। ১৫২৬ সালে বাবর ইত্তাহিম লোদিকে পরাজিত করে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি বানুয়ার যুদ্ধে ও গোগরার যুদ্ধে জয়লাভ করে তার ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

উদ্দীপকের সুলতান জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্ব হলো ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, যা শাসক হিসেবে তার কৃতিত্বকেই তুলে ধরে। তাই বলা যায়, শাসক হিসেবে বাবর ছিলেন একজন সফল শাসক।

**৬** মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সম্মাট বাবরের কৃতিত্ব স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাবর ছিলেন অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী। মধ্যযুগের ইতিহাসে বাবর ছিলেন সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিগত প্রদর্শন নরপতি। কৃতিত্ব ও চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কালী কিংকর দন্ত যথার্থই বলেন, "Babur is one of the most romantic and interesting personalities in the History of Asia." জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর মাত্র ১১ বছর বয়সে নানা প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হন। শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি প্রথমে কাবুল এবং পরে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। শুধু প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষত হননি, তার ভিত্তি সুদৃঢ় করে একে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

লেনপুল বলেন, তার ভারত বিজয় তাকে ইতিহাসে স্থায়ী আসন দিয়েছে, যা একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয়। বাবর প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে ওয়ালি, একজন দিওয়ান, শিকদার এবং কোতোয়াল নিয়োগ করেন। তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ১৫ মাইল অন্তর ডাক চৌকির ব্যবস্থা করেন। তিনি দিন্নি ও আগ্রার ২০টি উদ্যান, বহু পাকা নর্মা, সেতু, অষ্টালিকা নির্মাণ করেন। বাবর একজন সুসাহিতিক, নিপুণ সমালোচক ও হস্তশিল্প বিশারদ হিসেবে কৃতিত্বের দাবিদার। 'বাবুরনামা' তার গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাশব্রুক উইলিয়াম বাবরের চরিত্রের আটটি মৌলিক গুণের উল্লেখ করেন। যেমন— নির্বৃত বিচারবৃন্দি, উচ্চাভিলাষ, যুদ্ধনৈপুণ্য, সুদৃঢ় শাসন-কোশল, প্রজাহিতৈষীপনা, উদার প্রশাসনিক আদর্শ, সৈন্যদের মন জয় করার ক্ষমতা এবং ন্যায়বিচারের মানসিকতা।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমানের মধ্যেই বাবর নিজেকে একজন দক্ষ শাসক হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন।

**প্রশ্ন ১৮** টেকনাফ উপজেলার চেয়ারম্যান পদে চৌধুরী পরিবার প্রতিষ্যুতভাবে নির্বাচিত হয়ে আসছে। আনোয়ার পরিবার ভাগ্যবৈষম্যে টেকনাফে এসে বসতি স্থাপন করে। আনোয়ার এর সহজ-সরল জীবনযাপন, সাহসিকতা, নীতি, সৈতিকতা, সত্যবাদিতা, বিচক্ষণতা ও চারিত্রিক মাধুর্য উপজেলাবাসীর নজর কাঢ়তে সক্ষম হয়। টেকনাফ উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচনে আনোয়ার বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি উপজেলার অভাবনীয় উন্নয়ন করেন। উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা, সুশাসন, জননিরাপত্তা, বিচারশালিশ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাজীব আদায়সহ সকল ক্ষেত্রে অসামান্য উন্নয়ন করেন। যা ইতোপূর্বে অন্য কোনো চেয়ারম্যানই করতে পারেননি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আবার উপজেলা চেয়ারম্যানের পদটি চৌধুরী পরিবারের হাতে চলে যায়।

/কর্তৃব্যাপার সিটি কলেজ/

ক. 'বাবর' শব্দের অর্থ কী?

১

খ. সম্মাট জাহাঙ্গীর ছিলেন ন্যায়বিচারক – ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকে উপরিষিত আনোয়ারের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশে কোন আফগান শাসকের শাসন ক্ষমতা দখলের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকের আনোয়ারের চেয়ে উক্ত আফগান শাসক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও বেশি বিচক্ষণ ও দূরদৃশী ছিলেন – বিশ্লেষণ কর।

### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'বাবর' শব্দের অর্থ সিংহ।

খ. সম্মাট জাহাঙ্গীর ছিলেন ন্যায়বিচারক – উক্তি যথার্থ।

সম্মাট জাহাঙ্গীর মজলুম প্রজাদের অভিযোগ শুনে এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আগ্রা দুর্গের শাহ বুরিজি থেকে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত একটি প্রস্তর স্তম্ভের ৩০ গজ লম্বা একটি ঘণ্টাযুক্ত 'ন্যায় শৃঙ্খল' টানিয়ে দেন। যে কোনো ব্যক্তি এই শিকল টেনে অভিযোগ বিষয়ে সম্মাটের দ্বিতীয় আকর্ষণ করলে সম্মাট তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। এভাবে তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

গ. সূজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নের উত্তর।

ঘ. সূজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের উত্তর।

**প্রশ্ন ১৯** জনাব গালিব দেশের শাসনকর্তা, তিনি বুঝতে পেরেছেন নিজ ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের লোকদের প্রতি যদি কঠোরত প্রদর্শন করা হয় তবে রাজ্য শাসনে শাস্তি বিরাজ করবে না, তাই তিনি সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করেছিলেন।

/কর্তৃব্যাপার সিটি কলেজ/

ক. 'মনসব' শব্দের অর্থ কী?

১

খ. দাগ ও তুলিয়া বলতে কী বোঝা?

২

গ. জনাব গালিবের মধ্যে আকবরের যে নীতির প্রতিফলন ঘটেছে তার ব্যাখ্যা দাও।

৩

ঘ. জনাব গালিবের মতো আকবরও কী একই উদ্দেশ্যে ধর্মাত্ম প্রচার করেন – তোমার সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪

### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা।

খ. যুদ্ধসংগ্রামে ঘোড়াকে চিহ্নিত করার এক অভিনব পদ্ধতি হলো দাগ এবং সৈন্যদের বিস্তারিত বিবরণমূলক তালিকা পদ্ধতি হলো তুলিয়া।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সর্বপ্রথম দাগ এবং তুলিয়া প্রথা প্রবর্তন করেন। পরে তার অনুকরণেই শেরশাহ সেনাবাহিনীর দুর্নীতি হাসে এ দৃঢ়ি প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেন। অশ্চিক্ষিতকরণ পদ্ধতি অর্থাৎ দাগ এবং সেনাদের বিস্তারিত বিবরণ পদ্ধতি তুলিয়া প্রবর্তনের মাধ্যমে শেরশাহ সামরিক বাহিনীতে দুর্নীতি হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গ. সূজনশীল ৭ এর 'গ' নং প্রশ্নের উত্তর।

ঘ. সূজনশীল ৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের উত্তর।

**প্রশ্ন ২০** রাজশাহীর জমিদার শহীদ চৌধুরী খুবই রুচিবান ও সৌখিন মানুষ ছিলেন। তিনি জমিদারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি জাকজমকপূর্ণ দরবার হল নির্মাণ ছিলেন। পাশাপাশি তার নির্মিত কাচারি বাড়ি, নায়ের মহল আজও স্ব-মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। তার স্ত্রী সাহেদা অনিল্য সুন্দরী ও বিদৃষ্টি রমণী ছিলেন। জমিদার শহীদ চৌধুরীর স্ত্রীর প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। কিন্তু এক সড়ক দুর্ঘটনায় পড়ে সাহেদা অকালে মৃত্যুবরণ করলে জমিদার খুবই মুশক্কে পড়ে ছিলেন। তিনি স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থে বহু অর্থ ব্যয়ে সৌধার্জিত নির্মাণ করেন আজও বিদ্যমান আছে।

/কর্তৃব্যাপার সিটি কলেজ/

ক. সম্মাট শাহজাহানের পিতার নাম কী?

১

খ. সম্মাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সংঘটিত উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকে সাহেদার সাথে সম্মাট শাহজাহানের কোন মহীয়সীর সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

## ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সন্তুষ্টি শাহজাহানের পিতার নাম ছিল নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর।

**খ** সৃজনশীল ১০ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত সাহেদার সাথে সন্তুষ্টি শাহজাহানের স্তৰী সন্তুষ্টি মমতাজ মহলের সামগ্র্যে গভোরেছে।

উদ্দীপকের জমিদার শহীদ চৌধুরীর স্তৰী সাহেদাও ছিলেন অনিষ্ট্য সুন্দরী ও বিদুষী রমণী। জমিদার চৌধুরীর স্তৰীর প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। এক দুর্ঘটনায় তার স্তৰী সাহেদা অকালে মৃত্যুবরণ করলে জমিদার খুবই মুখড়ে পড়েন এবং স্তৰীর স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি সৌধ নির্মাণ করেন, যা আজও বিদ্যমান। ঠিক একইভাবে মুঘল সন্তুষ্টি শাহজাহানের স্তৰী মমতাজ মহলও ছিলেন অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। তিনি আকর্ষণীয় সৌন্দর্য ও বৃন্দিমত্তার দ্বারা ঝামী শাহজাহানের অন্তর জয় করেছিলেন। সন্তুষ্টি তাকে মালিকা-ই-জাহান উপাধি দেন। ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন সন্তুষ্টি মসবকালে মহীয়সী মমতাজ মহল বুরহানপুরে ইতেকাল করেন। প্রিয়তমা পত্নীর অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে সন্তুষ্টি শাহজাহান বেদনাকাতের হয়ে পড়েন। শোকাতুর সন্তুষ্টি এতটাই মুখড়ে পড়েছিলেন যে, তিনি সাত দিন ঝারোকায় দর্শন দেননি। এমনকি রাজকাজেও অংশ নেননি। প্রিয়তমা স্তৰীর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ও অনুরূপের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সন্তুষ্টি মমতাজের সমাধির ওপর তাজমহল নির্মাণ করেন, যা বিশ্বের সপ্তাশ্রমের একটি। এটি পত্নীপ্রেমের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। উদ্দীপকেও পত্নীপ্রেমের এমন নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

**ঘ** উদ্দীপকের জমিদার শহীদ চৌধুরীর কর্মকাণ্ডের মতোই সন্তুষ্টি শাহজাহানও স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে অপরিসীম কৃতিত্বের অধিকারী।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। ঐতিহাসিগণ তাকে 'স্থাপত্যের রাজপুত্র' বলে অভিহিত করেছেন। উদ্দীপকের জমিদার শহীদ চৌধুরী স্থাপত্য ক্ষেত্রে যে অবদান রাখেন তা হলো কাচারি বাড়ি, নায়েব মহল, জাকজমকপূর্ণ দরবার হল, নাট নামক একটি মন্দির এবং স্তৰীর স্মৃতি রক্ষার্থে বহু অর্থব্যয়ে একটি সৌধ নির্মাণ করেন যা আজও বিদ্যমান। তার এ কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্টি শাহজাহানের স্থাপত্য শিল্পের অবদানেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

সন্তুষ্টি শাহজাহান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্প 'তাজমহল' নির্মাণ করেন। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস, অলংকরণের সূচ্ছতা ও নৈপুণ্য দর্শকদের মুঝে করে। সন্তুষ্টি শাহজাহানের শিল্পানুরাগের আরেকটি অপূর্ব নিদর্শন হলো 'ময়ুর সিংহাসন'। সন্তুষ্টি শাহজাহান আগ্রা দুর্গে দেওয়ান-ই-আমের উত্তরে ষ্টেপাথর দ্বারা মৃতি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাহাড়া তিনি আরও নির্মাণ করেন, দিনিতে সুরক্ষিত লাল কেল্লা। দিনির জায়ে মসজিদ তার অন্যতম এক কীর্তি। সন্তুষ্টি শাহজাহানের সময় নির্মিত শিশুবহুল ও জুইহাল ছিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুশোভিত রাজকীয় আবাসগৃহ। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে তিনি সুসাম্মান বুরুজ নামে অপূর্ব সুন্দর একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি করেন। তাহাড়া সন্তুষ্টি শাহজাহান আরও অন্যান্য স্থাপত্য দিয়ে, আগ্রা, লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর, আজমির ও আহমদাবাদে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা তৈরি করেন। এছাড়া নিজামউদ্দিন আউলিয়া মাজার, সওথাল, খাওয়ারগাহ, শালিমার উদ্যান প্রভৃতি তার স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন তার এ স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষতার কারণে তার রাজত্বকালকে ঐতিহাসিকগত মুঘল শাসনের 'ক্ষণ্যুগ' বলে আখ্যায়িত করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, শহীদ চৌধুরীর নির্মিত সৌধটির মতো সন্তুষ্টি শাহজাহানও স্থাপত্য শিল্পে অনন্য অবদান রেখেছেন।

**গ্রন্থ** ► ১১ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পদ ও পদমর্যাদায় বিভিন্ন ধাপ সূচি করে বেতন-ভাত্তাদি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স জারি করা হয়। এ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পেছনে উদ্দেশ্য হলো প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত

কর্মকর্তাদের কাজে শৃঙ্খলার বিভিন্ন ধাপ ও স্তর সূচি করে সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন দণ্ডের কাজের মধ্যে সমন্বয় করা এবং একটি দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

/পুস্তিকালাইস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর/

**ক** পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে কোন মুঘল শাসকের সময় সংঘটিত হয়?

**খ** দীন-ই-এলাহী কী? ব্যাখ্যা করো।

**গ** উদ্দীপকের 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' এর অনুরূপ সন্তুষ্টি আকবর কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর।

**ঘ** উদ্দীপকের 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' জারি করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে সন্তুষ্টি আকবরের সামরিক প্রশাসনের বিশ্লেষণ কর।

## ২১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬) মুঘল সন্তুষ্টি আকবরের সময় সংঘটিত হয়েছিল।

**খ** সৃজনশীল ১১ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** উদ্দীপকের 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স'-এর অনুরূপ সন্তুষ্টি আকবর মনসবদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের অব্যবস্থা দূর করার লক্ষ্য সন্তুষ্টি ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে শাহবাজ খানকে মীর বকশি নিয়োগ করে স্বয়ং একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সন্তুষ্টির এই পরিকল্পনাই ইতিহাসে 'মনসবদারি প্রথা' নামে পরিচিত। উদ্দীপকের 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' এর কার্যক্রমে আকবরের প্রবর্তিত এ প্রথার প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পদ ও পদমর্যাদার বিভিন্ন ধাপ সূচি করে বেতন-ভাত্তাদি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করে 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' জারি করা হয়। একইভাবে সন্তুষ্টি আকবর মুঘল সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও দক্ষতার অভাব লক্ষ করে এর সংস্কারের জন্য মনসবদারি ব্যবস্থায় চালু করেন। সন্তুষ্টি আকবরের সামরিক সংস্কারের সবচেয়ে তাঁৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল 'মনসবদারি প্রথা'। 'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা। এ পদের অধিকারীকে 'মনসবদার' এবং সমগ্র ব্যবস্থাটিকে 'মনসবদারি প্রথা' বলা হয়। সন্তুষ্টি আকবর ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে এ প্রথা চালু করেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, সাম্রাজ্যে সর্বমোট ৩৩ প্রকারের মনসব ছিল। সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদার মোট দশ হাজার এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে ১০ জন সৈন্য নিজেদের অধীনে রাখতে পারত। তাই বলা যায়, সন্তুষ্টি আকবরের মনসবদারি প্রথা উদ্দীপকে বর্ণিত 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স'-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' জারি করার মতোই সন্তুষ্টি আকবরও তার সামরিক বিভাগকে বিভিন্ন ধাপ ও স্তরে বিভক্ত করেন।

সন্তুষ্টি আকবরের পূর্বে সাম্রাজ্যের স্থায়ী কোনো সেনাবাহিনী ছিল না। জায়গিরদারগণ প্রয়োজনের সময় সরবরাহ করতেন। এতে অনেক সময় নানা অসুবিধা হতো। সন্তুষ্টি আকবর ক্ষমতা গ্রহণ করে মনসবদারি পদ্ধতিতে সামরিক বাহিনী এ সমস্যা দূরীকরণে গড়ে তোলেন, যা উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির প্রতিচ্ছবি।

প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কাজে শৃঙ্খলার বিভিন্ন ধাপ ও স্তর সূচি করে সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন দণ্ডের কাজের মধ্যে সমন্বয় করা এবং একটি দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছিল 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে সন্তুষ্টি আকবরও মনসবদারি প্রথা গড়ে তুলে মুঘল সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। সন্তুষ্টি আকবরের সেনাবাহিনী পদাতিক, অধ্যাবাহী, গোলন্দাজ ও নৌবাহিনী এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল। সন্তুষ্টির সেনাবাহিনীতে পদাতিক বাহিনীর ভূমিকা ছিল গৌণ। অন্যদিকে, অধ্যাবাহী বাহিনী ছিল মুঘল সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ডবৰূপ। তার গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ছিল মীর-ই-আতিশ এবং নৌবাহিনীর প্রধান আমির-ই-বহুর। সন্তুষ্টি নিজেই ছিলেন সাম্রাজ্যের

প্রধান সেনাপতি। কেন্দ্রীয় মীর বকশি এবং প্রদেশে বকশির তত্ত্বাবধানে সকল প্রশাসন পরিচালিত হতো।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ‘ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স’ এর অনুরূপ ব্যবস্থার মতো মুঘল সম্ভাট আকরণ তার প্রতিষ্ঠিত মনসবদারির মাধ্যমে সামরিক প্রশাসন গড়ে তুলেছিলেন।

#### প্রশ্ন ▶ ২২ তাজমহলের পাথর দেখিয়াছ?

দেখিয়াছ তার প্রাণ?

অন্তরে তার মমতাজ নারী

বাহিরেতে শাহজাহান।

/পুলিশ সাইজ স্কুল এক কলেজ, রংপুর/

ক. তাজমহল কোথায় অবস্থিত? ১

খ. কোন সম্ভাটের আমলে মুঘল স্থাপত্য স্বর্ণমুগ্ধে উপনীত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত তাজমহল কোন সম্ভাটের শাসন আমলে নির্মিত? স্থাপত্যটি সম্পর্কে তোমার অনুভূতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. মুঘুর সিংহাসন তার শাসনামলের অন্যতম অবদান— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. তাজমহল আগ্রার যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।

খ. সম্ভাট শাহজাহানের শাসনকালে মুঘল স্থাপত্য স্বর্ণমুগ্ধে উপনীত হয়।

‘স্থাপত্যের রাজপুত্র’ হিসেবে খ্যাত সম্ভাট শাহজাহানের শাসনামলেই মুঘল স্থাপত্য শিল্প সাফল্যের স্বর্ণমুগ্ধের উল্লিখিত হয়। কেননা শাহজাহানই জগতিক্ষিয়াত আগ্রার তাজমহল, মতি মসজিদ, জামে মসজিদ মুঘুর সিংহাসন, আগ্রার খাস মহল, শীশমহল, দিল্লির দিওয়ান-ই-আম, দিল্লির দিওয়ান-ই-খাস এবং দিল্লির উপকঠে শাহজানাবাদ নগরী নির্মাণ করেন। অন্য কোনো মুঘল শাসকের শাসনামলে এতো বেশি স্থাপত্য নির্মিত হয়নি। তাই বলা যায়, শাহজাহানের শাসনামলেই মুঘলদের স্থাপত্যের সূচনা ঘটে।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত তাজমহল মুঘল সম্ভাট শাহজাহানের শাসনামলে নির্মিত হয়েছে, যা আমাকে পঞ্জী প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টিতে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সম্ভাট শাহজাহানের অনবদ্য, অমর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো যমুনা নদীর তীরে আগ্রায় নির্মিত তাজমহল। এটি পৃথিবীর সপ্তম আচর্যের মধ্যে অন্যতম। জনৈক পারসিক ওন্তাদ ঈশা থাঁ ছিলেন বিশ্বিক্ষিয়াত তাজমহলের স্থপতি। যে স্থাপত্যশিল্প পঞ্জীপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টিত্বুপে আজও কোটি মানুষের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। উদ্দীপকে এ তাজমহলের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে নির্দেশকৃত স্থাপত্য শিল্প হলো তাজমহল, যেটি সম্ভাট শাহজাহান তার প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহলের নামানুসারে তার সমাধির ওপর নির্মাণ করেন। এটি সম্ভাট শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি। এ তাজমহল শুধু মুঘল স্থাপত্য নির্দর্শন নয় বরং পঞ্জীপ্রেমের একটি উজ্জ্বল প্রতীকরূপেও স্বীকৃত। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে এটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০ হাজার লোকের ২২ বছরের অক্ষণ পরিশ্রমের ফলে প্রায় তিনি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তাজমহলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস অলংকরণের সূক্ষ্মতা ও নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। তবে তাজমহল শুধুমাত্র ইট-পাথরে নির্মিত এক স্থাপত্য নয় বরং এটি আজও মানুষকে পঞ্জীপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে। তাই বলা যায়, তাজমহল সম্ভাট শাহজাহানের পঞ্জীপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঘ. মুঘুর সিংহাসন তার অর্থাৎ সম্ভাট শাহজাহানের শাসনামলের অন্যতম অবদান— উক্তিটি যথার্থ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্ভাট শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাকে ‘স্থাপত্যের রাজপুত্র’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু শিল্পীদের মানুষ। তার নির্মিত স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে তাজমহল সবচেয়ে বেশি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। তার নির্মিত এ স্থাপত্য শিল্পটি তাকে অমর করে রেখেছে। উদ্দীপকের কবিতাংশে সম্ভাট শাহজাহানের এ স্থাপত্য কীর্তিই উরেখ রয়েছে।

পৃথিবী বিখ্যাত ময়ুর সিংহাসন সম্ভাট শাহজাহানের নির্মিত অনুপম শিল্পকীর্তির অন্যতম। শিল্পী বেকদাল থানের তত্ত্বাবধানে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সাত বছরে এ সিংহাসনটি নির্মিত হয়েছিল। সিংহাসনের স্বর্ণ নির্মিত চারটি স্তম্ভের ওপর একটি কারুকার্যমণ্ডিত চন্দ্রাতপ ছিল। প্রতিটি স্তম্ভ শীর্ষে মুঘুর মুখোমুখি বসানো একজোড়া ময়ুর স্থাপন করা হয়েছিল। এদের মাঝখানে ছিল বহু মূল্যবান মণিমুক্তাখচিত ফলবান বৃক্ষ।

সিংহাসনে উঠার জন্য মণিমুক্তাখচিত তিনি ধাপ বিশিষ্ট একটি সিডি ছিল। অনিন্দ্যসুন্দর ও মূল্যবান এ ময়ুর সিংহাসনটি সম্ভাট শাহজাহানের সৌন্দর্য জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের উজ্জ্বলতম নির্দর্শন। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণকালে ময়ুর সিংহাসনটি নিয়ে যান। বর্তমানে তা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভাট শাহজাহানের অনেক স্থাপত্যশিল্প থাকলেও সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে ময়ুর সিংহাসন ছিল অন্যতম।

#### প্রশ্ন ▶ ২৩ হীরা মুদ্রা মানিকের ঘটা

যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুছাটা

যায় যদি লুণ হয়ে যাক

শুধু থাক,

এক বিন্দু নয়নের জল,

কালের কপোল তলে শুভ সমুজ্জ্বল, এ তাজমহল।

/কলকাতা সরকারি কলেজ, নেতৃত্বে/

ক. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উল্লিখিত কবিতাংশটুকু কোন মুঘল সম্ভাটের কথা মনে করিয়ে দেয়া? নির্মাণ কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উল্লিখিত কবিতাংশটুকু উপ শাসকের স্থাপত্যকীর্তির সার্বিক দিক তুলে ধরে? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

#### ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৪৮৩-১৫৩০)।

খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে ভূমির ওপর প্রজাদের স্বত্ত্ব (অধিকার) রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সম্ভাট শেরশাহের (১৪৭২-১৫৪৫) প্রবর্তিত এক অভিনব ব্যবস্থাকে বোঝায়।

পাট্টা ছিল জমির অধিকার সংক্রান্ত দলিল। জমির ওপর কৃষকের অধিকার স্বীকার করে সরকারের পক্ষ হতে পাট্টা দেওয়া হতো। অন্যদিকে প্রদেয় করসহ ভূমিতে নিজের দায় ও কর্তব্য বর্ণনা করে কৃষক রাস্তাকে কবুলিয়ত নামক দলিল সম্পাদন করে দিতেন।

গ. উল্লিখিত কবিতাংশটুকু মুঘল সম্ভাট শাহজাহানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সম্ভাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু শিল্পীদের মানুষ। স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে তাজমহল সবচেয়ে বেশি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। তার নির্মিত এ স্থাপত্য শিল্পটি তাকে অমর করে রেখেছে। উদ্দীপকের কবিতাংশে সম্ভাট শাহজাহানের এ স্থাপত্য কীর্তিই উরেখ রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত

‘এক বিন্দু নয়নের জল,

কালের কপোল তলে শুভ সমুজ্জ্বল এ তাজমহল।’

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এ কবিতাংশ মুঘল সম্ভাট শাহজাহানের অমর কীর্তি তাজমহলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি এ তাজমহল। সম্ভাট তার প্রিয়তমা পঞ্জী মমতাজ মহলের সমাধির ওপর জগতিক্ষিয়াত এ ইমারতটি নির্মাণ করেন। এটি শুধু মুঘল স্থাপত্য নির্দশনই নয় বরং পঞ্জীপ্রেমের একটি উজ্জ্বল প্রতীকরূপেও স্বীকৃত। বিশ হাজার দক্ষ শিল্পী ও কারিগরের বাইশ বছরের পরিশ্রমের ফসল তাজমহলের স্বপ্নদন্তী সম্ভাট নিজেই। এর মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন শিল্পী ইসফানদিয়ার বুরী এবং প্রধান স্থপতি ইরানের ওন্তাদ ঈস্বা সিরাজী। মর্মর পাথরে নির্মিত

তাজমহলকে প্রতিহাসিক হ্যান্ডেল, ভারতের 'ভেনাস দ্য মিলো' বলে অভিহিত করেছেন। আর উদ্দীপকে এ তাজমহলেই গুগকীভন করা হয়েছে, যা মূলত মুঘলদের মধ্যে সবচেয়ে শিখানুরাগী সম্রাট শাহজাহানের নামটাই আমাদের মানসপটে সমৃজ্জল করে তোলে।

মনে, উল্লিখিত কবিতাংশটুকু উক্ত খাসকের অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যকীর্তির সার্বিক দিক তুলে ধরে না বলে আমি মনে করি।

মুঘল সম্রাট শাহজাহান লঙ্ঘিতকলা বিশেষ করে স্থাপত্য শিল্পে অবদান ভূমিকা রেখেছেন, যা শুধু তার রাজ্যত্বকালকেই নয় প্রকারাত্মের মুঘল যুগকেই উজ্জ্বল করেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। প্রতিহাসিকগণ তাকে 'স্থাপত্যের রাজপুত্র' বলে অভিহিত করেছেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত কবিতাংশে সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত তাজমহলের কথা বলা হয়েছে, যা কোনোভাবেই সম্মাটের স্থাপত্যকীর্তির সার্বিক দিককে তুলে ধরে না। কেননা তাজমহল ছাড়াও স্থাপত্য শিল্পে তার আরও অনেক অবদান রয়েছে। তিনি স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। রাজধানী আগ্রার সম্রাট দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, শিশ মহল ইত্যাদি স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে দিওয়ান-ই-খাস ছিল সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্য মণ্ডিত এবং পাথরখচিত মার্বেলের তৈরি। বহু মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত দিয়ির জামে মসজিদ তার স্থাপত্য অনুরাগের একটি বিশেষ নিদর্শন। পৃথিবী বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত অনুগম শিল্পকীর্তির মধ্যে অন্যতম। এটি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এটি শিল্পী বেবাদাল খানের তত্ত্বাবধানে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সাত বছর ধরে নির্মাণ করা হয়। এ সিংহাসনের স্বপ্নলিমিত চারটি স্তম্ভের ওপর একটি কারুকার্যখচিত চন্দ্রাতপ রয়েছে। প্রতিটি স্তম্ভের শীর্ষে মুখোমুখি বসানো একজোড়া ময়ূর স্থাপন করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, শুধু তাজমহল সম্রাট শাহজাহানের সমগ্র স্থাপত্য শিল্পের প্রতিনিধি করে না। কারণ স্থাপত্য শিল্পে তার অবদান আরও অনেক বেশি। তাই উদ্দীপকের কবিতাংশে তার স্থাপত্যকীর্তির আধিক্য প্রতিফলন ঘটেছে।

**প্রশ্ন ১৪** সম্রাট আকিলের রাজত্বকালে মুঘল বংশ ও সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখের আরোহণ করে বিশ্লেষণ করা হলো: নানা কারণে মুঘল সম্রাট শাহজাহান এর সম্মানকালকে মুঘল শাসনের স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সুষ্ঠু শাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানীগুণীদের পৃষ্ঠাপোষকতা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি, শিল্প ও স্থাপত্যের উৎকর্ষতা এর মধ্যে অন্যতম। শাহজাহানের সময় সাম্রাজ্যে অধিনেতৃক প্রাচৰ্য লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রিয়তমা স্তৰী মমতাজ মহলের সমাধির উপর তিনি যে তাজমহল নির্মাণ করেছেন তা পৃথিবীর সর্বাকালের সর্বাপেক্ষা সুন্দর এক স্থাপত্যকর্ম। এছাড়া তিনি দিয়ির দিওয়ান-ই আম ও দিওয়ান-ই-খাস, আগ্রার জামে মসজিদ ও ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন। তার শাসনামলে মুঘল সাম্রাজ্য বাহ্লাদেশের সিলেট থেকে সিন্ধু প্রদেশ এবং আফগানিস্তানের বিস্তৃত দুর্গ হতে দক্ষিণে ভারতবর্ষের অউসা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি হুগলী, আহমেদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা প্রভৃতি রাজ্য বীঁয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্রাট শাহজাহান আকবরের উন্নত নীতি গ্রহণ করেন এবং ন্যায়বিচার ও বদান্যতার জন্য প্রশংসা আর্জন করেন। এসময় রাজ্যের সর্বত্র শাস্তি বিরোধান্বিত ছিল, রাজন আয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রজাবর্গ তুলনামূলক অনেক সুবীঁয় ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। সাহিত্য ও চিত্রকলাও এ সময় বিকশিত হয়েছিল। তার রাজত্বকালে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সম্রাট শাহজাহানের সময় ভারতবর্ষ পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সাথে রপ্তানি বাণিজ্যে উন্নতি সাধন করে। সাম্রাজ্যের অর্থদণ্ডের প্রাচৰ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি বলা যায়, মুঘল সম্রাট শাহজাহানের ৩০ বছর রাজত্বকালে সমস্ত সাম্রাজ্যে শাস্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। সুতরাং নির্বিধায় বলা যায়, উক্ত সম্রাটের রাজত্বকালে মুঘল বংশ ও সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখের আরোহণ করে।

(ব) এ এক শাহীন কলেজ চাইগ্যাম/

ক. 'শাহজাহাননামা' কে রচনা করেন? ১

খ. কাকে জিন্দাপির বলা হয় এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাট আকিলের কর্মকাণ্ডে মুঘল কোন সম্মাটের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত সম্মাটের রাজত্বকালে মুঘল বংশ ও সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখের আরোহণ করে।" বিশ্লেষণ করো। ৪

## ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'শাহজাহাননামা' ইন্যায়েত থান রচনা করেন।

খ. ইন্দুমি অনুশাসনের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ইওয়ার কারণে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপির বলা হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন খাঁটি সুন্নি মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান পূজানুপূজ্জড়াবে মেনে চললেও তিনি প্রধানের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। আকবরের শাসনামলে যে ধর্মের বন্ধন অত্যন্ত শিখিল হয়ে পড়েছিল আওরঙ্গজেব তা জীবিত করেন। এটা করতে গিয়ে ছিলন্দের কাছে অপিয় হলেও মুসলমানদের নিকট হতে তিনি 'জিন্দাপির' উপাধি লাভ করেন।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্রাট আকিল কর্তৃক স্তৰী স্বরণে নির্মিত সমাধি স্থোধের সাথে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত তাজমহলের সাদৃশ্য রয়েছে।

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিণ্ড এবং শিল্পীমনের মানুষ। স্থাপত্য শিল্পে তার অবদান অপরিসীম। তার স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে তাজমহল সবচেয়ে প্রতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। তিনি তার স্তৰী মমতাজমহলের স্মৃতি রক্ষার্থে এ স্থাপত্যটি নির্মাণ করেন। উদ্দীপকের স্থাপত্য কীর্তির সাথে সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত এ তাজমহলের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের সম্রাট আকিল-এর স্তৰী সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। শোকাহত আলী হায়দার তার প্রিয়তমা স্তৰীর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য অনেক টাকা খরচ করে একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। অনুরূপভাবে সম্রাট শাহজাহানের স্তৰী মমতাজমহল সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। প্রিয়তমা স্তৰীর মৃত্যুতে তিনি শোকে হতবিহবল হয়ে পড়েন। তিনি তার স্তৰীর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য তার সমাধির ওপর তাজমহল নামক স্থাপত্যকর্মটি নির্মাণ করেন। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এক শিল্পকর্ম। ১৬৩৩ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০ হাজার কারিগর দীর্ঘ ২২ বছর পরিশ্রম করে তৎকালীন তিনি কোটি টাকা ব্যয়ে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস, অলংকরণের সূজ্জতা ও নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। উদ্দীপকের সমাধির মধ্যে সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত এ তাজমহলেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

**ঘ. উক্ত সম্রাট অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহান এর রাজত্বকালে মুঘল বংশ ও সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখের আরোহণ করা হলো:**  
নানা কারণে মুঘল সম্রাট শাহজাহান এর সম্মানকালকে মুঘল শাসনের স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সুষ্ঠু শাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানীগুণীদের পৃষ্ঠাপোষকতা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি, শিল্প ও স্থাপত্যের উৎকর্ষতা এর মধ্যে অন্যতম। শাহজাহানের সময় সাম্রাজ্যে অধিনেতৃক প্রাচৰ্য লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রিয়তমা স্তৰী মমতাজ মহলের সমাধির উপর তিনি যে তাজমহল নির্মাণ করেছেন তা পৃথিবীর সর্বাকালের সর্বাপেক্ষা সুন্দর এক স্থাপত্যকর্ম। এছাড়া তিনি দিয়ির দিওয়ান-ই আম ও দিওয়ান-ই-খাস, আগ্রার জামে মসজিদ ও ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন। তার শাসনামলে মুঘল সাম্রাজ্য বাহ্লাদেশের সিলেট থেকে সিন্ধু প্রদেশ এবং আফগানিস্তানের বিস্তৃত দুর্গ হতে দক্ষিণে ভারতবর্ষের অউসা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি হুগলী, আহমেদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা প্রভৃতি রাজ্য বীঁয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্রাট শাহজাহান আকবরের উন্নত নীতি গ্রহণ করেন এবং ন্যায়বিচার ও বদান্যতার জন্য প্রশংসা আর্জন করেন। এসময় রাজ্যের সর্বত্র শাস্তি বিরোধান্বিত ছিল, রাজন আয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রজাবর্গ তুলনামূলক অনেক সুবীঁয় ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। সাহিত্য ও চিত্রকলাও এ সময় বিকশিত হয়েছিল। তার রাজত্বকালে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সম্রাট শাহজাহানের সময় ভারতবর্ষ পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সাথে রপ্তানি বাণিজ্যে উন্নতি সাধন করে। সাম্রাজ্যের অর্থদণ্ডের প্রাচৰ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি বলা যায়, মুঘল সম্রাট শাহজাহানের ৩০ বছর রাজত্বকালে সমস্ত সাম্রাজ্যে শাস্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। সুতরাং নির্বিধায় বলা যায়, উক্ত সম্রাটের রাজত্বকালে মুঘল বংশ ও সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখের আরোহণ করে।

**প্রশ্ন ১৫** আসাদুল্লাহ মাত্র পাঁচ বছর শাসন করে সুষ্ঠু, উদার ও জনকল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন। অর্থ সময়ে তিনি নানা প্রকার সংস্কার সাধন করেন। তিনি বিজ্ঞানসম্বাদ যুগোপযোগী ও উদারনীতি প্রবর্তন করে রাষ্ট্রের সম্পদ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিলেন, পরবর্তীতে তাঁর এই নীতি অনুসৃত হয়েছিল।

- (ব) এ এক শাহীন কলেজ চাইগ্যাম/
- ক. আধুলি ও সিকি কী? ১
- খ. বিলগ্রামের যুদ্ধ সম্পর্কে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আসাদুল্লাহর শাসনব্যবস্থায় শেরশাহের শাসন ব্যবস্থার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. শেরশাহের শাসনব্যবস্থা যুক্তিসংগত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও উদারনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল – বিশ্লেষণ কর। ৪

## ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুদ্রার অধীক্ষণ হলো আধুনিক এবং এক-চতুর্থাংশ হলো সিকি।

**খ** ১৫৪০ সালে শেরশাহ ও হুমায়ুনের মধ্যে কনৌজের কাছে বিলগ্রাম নামক স্থানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাই বিলগ্রামের যুদ্ধ। চৌসার যুদ্ধের পরাজয়ের পর সম্রাট হুমায়ুন হারানো সাম্রাজ্য ফেরত পাবার আশায় ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে শেরশাহের বিরুদ্ধে উৎসর হন। শেরশাহ ১৫,০০০ সৈন্যসহ হুমায়ুন এর মোকাবিলা করেন। এবারও হুমায়ুন পরাজিত হলেন। ফলে তিনি আগ্রার সিংহাসন হারান। অপরদিকে, শেরশাহ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে আফগান রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

**গ** উদ্দীপকের আসাদুল্লাহর রাজত্ব ব্যবস্থার সাথে শেরশাহের রাজত্ব ব্যবস্থা সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাজস্ব সংস্কার শেরশাহের রাজত্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পূর্বে রাজস্ব নির্ধারণের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। কানুনগো নামক কর্মচারীদের মৌখিক বিবরণের ওপর ভিত্তি করে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো। এতে রাজস্ব ফাঁকির সুযোগ ছিল। শেরশাহ ভূমি রাজস্ব এবং শুল্ক ও মুদ্রা ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট সংস্কার সাধন করেন।

উদ্দীপকে আসাদুল্লাহ কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। যেটি সেদেশের রাজস্ব ঘাটতি পুরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনুরূপভাবে শেরশাহ তার রাজস্ব ঘাটতি পুরণ করার জন্য নির্ভুল ভূমি জরিপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং উৎপাদিত শস্যের এক-চতুর্থাংশ খাজনাবৃপ্তে নির্ধারণ করেন। জনসাধারণ নগদ অর্থে অথবা উৎপাদিত শস্য খাজনা দিতে পারতো। তিনি চাষযোগ্য জমিকে তিনি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। যথা- উর্বর, অপেক্ষাকৃত কম উর্বর এবং অনুর্বর। এছাড়া শেরশাহ রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন এবং দাম নামে তাম্বুদ্রারও প্রচলন করেন। ফলে প্রজাসাধারণ ধূৰ সহজেই সরাসরি রাজ কোষাগারে খাজনা জমা দিতে পারত।

এ সংস্কারের ফলে শেরশাহের রাজস্ব প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলে রাজস্ব ঘাটতি পুরণ হয়ে যায়। যা উদ্দীপকের রাজস্ব সংস্কারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** শেরশাহ তার দুরদশী চিন্তা-চেতনা ও অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা একটি যুক্তিসংগত ও আধুনিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।

শেরশাহ একজন সুশাসনক, যোগ্য ও অভিজ্ঞ সেনাপতি এবং দুরদশী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি মুঘল রাজাদের অন্তর্ভুক্তিকালীন আফগান শূর বংশের স্থাপতি ছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করে তিনি যে সুষ্ঠু, উদার ও জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা ভারতের ইতিহাসে তাকে অমরত্ব দান করে।

শেরশাহের শাসনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেও দেখা যায় যে, বিজ্ঞানসম্বাদ যুগোপযোগী ও উদারনীতি প্রবর্তন করে রাষ্ট্রের সম্পদ প্রভৃতি পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিলেন। যা পরবর্তীকালেও অনুসৃত হয়েছিল। সম্রাট শেরশাহ অন্ন সময়ের মধ্যে নানা প্রকার সংস্কার এবং শাসনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করে তিনি তার অপরিসীম বৃদ্ধিমত্তা, কমীনপুণ্য ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করেছিলেন। তিনি ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসনপ্রণালির শ্রেষ্ঠ নৈতিগ্রন্থে গ্রহণ করে, স্বীয় প্রতিভা ও দক্ষতার সাহায্যে একটি আধুনিক ও যুক্তিসংগত শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তার রাজনীতি যেমন ছিল বিজ্ঞানসম্বাদ, তেমনি ছিল জনকল্যাণকর। পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাট আকবর তার নীতি অনুসরণ করেই অধিকতর কার্যকর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন। স্যার ড্রিউ হেইগ বলেন, 'শেরশাহ ভারতে মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।'

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, শেরশাহ একটি আধুনিক যুক্তিসংগত ও আদর্শ শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

**গ্রন্থ** ► ২৬ সুলতান সুলেমান সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য শাসনে পুরাতন ধ্যান ধারণার সংস্কার করেন। তিনি প্রশাসন বিচার ও সৈন্যবাহিনীর জন্য আলাদা বিভাগ ও পদ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রতোক্তের পদমর্যাদা অনুযায়ী ক্ষমতা ও অবস্থান নির্ধারণ করে দেন। এতে উচ্চ রাজকর্মকর্তাগণের মাঝে মর্যাদার বিরোধ নিরসন হয়। ফলে সাম্রাজ্য শাসনে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তবে তার এ ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত ছিল না।

//বি এ এফ শাহিন কলেজ, চট্টগ্রাম/

**ক**. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?

১

**খ**. দীন-ই-এলাহী কী? ব্যাখ্যা করো।

২

**গ**. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামরিক ব্যবস্থাটি মুঘল সম্রাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত কোন পদক্ষেপকে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করো।

৩

**ঘ**. অনেক উপকারিতা থাকা সঙ্গেও উদ্দীপকে উল্লিখিত সামরিক ব্যবস্থার মতো সম্রাট আকবরের উচ্চ পদক্ষেপও সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না।' বক্তব্যটি সমর্থন কর কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

৪

## ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জাহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর।

**খ** সৃজনশীল ১১ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ্রন্থ** ► ২৭ প্রাথমিক জীবনে তৈমুর লং সিস্তান অভিযানকালে নির্বিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। সিস্তান অধিপতি রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। তৈমুর যখন নিশ্চিন্তে রাজধানীতে বিশ্বামুরত তখন সিস্তানের সৈন্যরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এরূপ অতক্তিত আক্রমণে তৈমুর লং পরাজিত হন এবং কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। এমনকি কিছুকালের জন্য তিনি রাজাহোরা হন। //বিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিল্লি/

**ক**. হাজার দিনারি কাকে বলা হয়?

১

**খ**. কবুলিয়ত ও পাট্টা কী? – ব্যাখ্যা কর।

২

**গ**. উদ্দীপকে তৈমুর লং এর সিস্তান অভিযান এর সাথে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

**ঘ**. উদ্দীপকের আলোকে চৌসার যুদ্ধে শেরশাহের কাছে হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ কর।

৪

## ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হাজার দিনারি বলা হয় মালিক কাফুরকে।

**খ** সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত তৈমুর লঙ্ঘ-এর সিস্তান অভিযানের সাথে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের বাংলা অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে মুঘলের সন্নিকটে সুরজগড়ের যুদ্ধে বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে আফগান নেতা শেরশাহ সমগ্র বিহার দখল করেন। পরবর্তীতে শেরশাহ বঙ্গদেশে সফল অভিযান পরিচালনা করে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেন। তার এরূপ শক্তি বৃদ্ধিতে হুমায়ুন শক্তিকর হয়ে বাংলায় অভিযান পরিচালনা করেন। তৈমুর লঙ্ঘ-এর ঘটনায়ও এ অভিযানের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

তৈমুর লঙ্ঘ সিস্তান অভিযানের মাধ্যমে নির্বিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। সিস্তান অধিপতি রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। তৈমুর লঙ্ঘ এর সিস্তান অভিযানের মতো মুঘল সম্রাট হুমায়ুনও শেরশাহের বিরুদ্ধে বাংলায় অভিযান প্রেরণ করেন। হুমায়ুন যখন গুজরাটে বাহাদুর শাহের বিদ্রোহ দমনে ব্যক্ত তখন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আফগানরা মুঘলদের জন্য প্রচণ্ড হুমকি হয়ে দেখা দেয়। শেরশাহের বিহার দখল ও বঙ্গদেশে ২টি সফল অভিযান প্রেরণ করার ফলে হুমায়ুন শক্তিকর হয়ে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে চুনার দুর্গ আক্রমণ ও দখল করেন। এরপর হুমায়ুন গৌড় (১৫৩৮ সালে) অবরোধ করে বাংলা বিজয় সম্পন্ন করে এখানে প্রায় ৬ মাস অলস সময় পার করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত তৈমুর লঙ্ঘ-এর সিস্তান অভিযানে এই ঘটনার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

**ব** চৌসার যুদ্ধে শেরশাহের কাছে হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ ছিল সম্মাটের কৌশলগত দুর্বলতা। উদ্দীপকে বর্ণিত তৈমুর লঙ্ঘের সাময়িক পরাজয়ের ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রেক্ষাপট পরিলক্ষিত হয়।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে চুনার দুর্গ আক্রমণ ও দখল করে বাংলা বিজয় সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি বাংলায় প্রায় ৬ মাস আমোদ-প্রমোদে লিঙ্গ থাকেন। এই সময়ে শেরশাহ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। তৈমুর লঙ্ঘ-এর পরাজয়ের ক্ষেত্রেও হুমায়ুনের অদূরদর্শিতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

তৈমুর লঙ্ঘ সিস্তান দখল করে যথন নিশ্চিন্তে রাজধানীতে বিশ্রামরত ছিলেন, তখন সিস্তানের সৈন্যরা তাকে চারদিক থেকে আতর্কিত আক্রমণ করে। ফলে তৈমুর লঙ্ঘ পরাজিত হন এবং কোনোমতে প্রাপ্ত নিয়ে পালিয়ে যান। একইভাবে হুমায়ুনও শেরশাহকে চুনার দুর্গে পরাজিত করে আমোদ-প্রমোদে লিঙ্গ হয়ে পড়েন, যা চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯) তার পরাজয়কে তুরাবিত করে। হুমায়ুন চুনার দুর্গ অধিকার করে এবং বাংলা জয় করে সেখানে হয় মাস অতিবাহিত করেন। কৌশলগত দিক থেকে এটি ছিল হুমায়ুনের বিরাট ভূল সিন্ধান্ত। কেননা এর ফলে শেরশাহ নিজের ক্ষমতা সুসংহত করার সুযোগ পান এবং বাংলা দখল করেন। এ অবস্থায় হুমায়ুন ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে গৌড় অবরোধ করেন। কুশলী শের খান মুঘল বাহিনীর সাথে মুখোশুখি সংঘর্ষ এড়িয়ে গৌড় ত্যাগ করেন। হুমায়ুন গৌড় দখল করে সেখানে হয় মাস আলস্য ও আমোদে সময় কাটান। সে সময়ে শেরশাহ চুনার দুর্গসহ বিহার, বারানসী, জৈনপুর ও কলোজ দখল করেন। এভাবে হুমায়ুনের আলস্য ও ক্রটিপূর্ণ কৌশলের কারণে শেরশাহ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এর ফলে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

পরিশেষে বলা যায়, হুমায়ুনের অলসপ্রবণতা ও দূরদর্শিতার অভাবই চৌসার যুদ্ধে তার পরাজয়ের দৃশ্যপট তৈরি করে রেখেছিল।

**প্রশ্ন ২৮** মধ্য যুগে ইউরোপের কোন এক দেশের দক্ষ ও যোগ্য একজন শাসক তার কৃতিত্ব ও যোগ্যতা বলে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল রাজ্য শাসন করতে সক্ষম হন। তিনি এই দীর্ঘ সময় সিংহসনে টিকে থাকার জন্য ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবক্ষেত্রে মানুষের মনুষ্ঠির জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কিছু নীতি গ্রহণ করেন। এ নীতিগুলোর মধ্যে তাঁর নিজস্ব মনের খেয়ালে নতুন ধর্মমত চালুর পাশাপাশি মিলনাত্মক কিছু নীতিও গ্রহণ করেন। অধিকতু বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতেও কৃষ্ণবোধ করেননি। সারা পৃথিবীতে সেই শাসক একজন শ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদায় আসীন হয়ে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

(স্মৃতিলক্ষণ সঠিকাত কলেজ, কলকাতা)

- ক. সম্বাট আকবর কত সালে বাংলা জয় করেন? ১  
খ. মনসবদারি প্রথা কী? ২  
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইউরোপের শাসকের সঙ্গে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? সেখ। ৩  
ঘ. সম্বাট আকবরের নতুন ধর্মনীতি দীন-ই-এলাহী সম্পর্কে যা জান লিখ। ৪

### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. সম্বাট আকবর ১৫৭৬ সালে বাংলা জয় করেন।  
খ. সূজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।  
গ. সূজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সম্বাট আকবরের শাসনামলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা একটি নতুন ধর্মীয় মতবাদ তথা 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মতের প্রচার।

মুঘল সম্বাট আকবর ছিলেন সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তাই নিজের রাজনৈতিক অবস্থান সুন্দর করার লক্ষ্যে সব ধর্মের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকে তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সব ধর্মের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা দূর করার মাধ্যমে, নিজেকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে, ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে (সুলতান-ই-কুল নীতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে) তার নতুন ধর্মমত দীন-ই-এলাহী প্রবর্তন করেন।

দীন-ই-ইলাহী ছিল একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম। প্রতিহাসিক ইংরেজী প্রসাদ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'দীন-ই-এলাহী' একটি উদার একেশ্বরবাদী ধর্ম, সকল ধর্মের ভালো ও উৎকৃষ্ট নীতিগুলো এতে সমবিত ছিল। এ ধর্মতে কোনো নীবি বা দেব-দেবীর অস্তিত্ব ছিল না। এ মতবাদের অনুসারীবৃন্দকে সম্বাটের নামে ৪টি স্তরে ব্যক্তির জীবন, ধর্ম, সম্মান ও সম্পত্তি উৎসর্গ করতে হতো।

সম্বাট আকবর ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করলেও এটি তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মাত্র ১৮ জন এ ধর্মতে গ্রহণ করেছিলেন। সম্বাট আকবরের মৃত্যুর সাথে সাথে এ ধর্মতের বিলুপ্তি ঘটে।

**প্রশ্ন ২৯** বাংলাদেশে প্রতি বছর সরকারি প্রতিষ্ঠানে পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হয়ে আসছে। এ অনুষ্ঠান ধর্ম-বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলে যিলে পালন করে থাকে। মুঘল আমলে এমন একজন শাসক ছিলেন যিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণির সমর্থন আদায়ের জন্য বিশেষ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। /জাতুল আসির মোৰা সিটি কলেজ, মুসিমপুর/

ক. 'বাবরনামা' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন কে? ১

খ. মুঘল-আফগান ছন্দে শেরশাহের সফলতার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকে উলিখিত মুঘল সম্বাটের কোন নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ৩

ঘ. 'উক্ত নীতি গ্রহণের অন্যতম লক্ষ্য হলো সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা' - এর পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

### ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'বাবরনামা' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন লিঙ্গেন।

খ. মুঘল আফগান ছন্দে শেরশাহের সফলতার অন্যতম কারণ তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা।

শেরশাহ ছিলেন সমকালের অন্যতম দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তিনি হুমায়ুন অপেক্ষা যুক্তবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সামরিক সংগঠনেও তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। এছাড়া হুমায়ুনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে তিনি মুঘল-আফগান ছন্দে জয়লাভ করেন।

গ. সূজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. উক্ত নীতি অর্থাৎ দীন-ই-ইলাহী গ্রহণের অন্যতম লক্ষ্য হলো সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা - উক্তিটি যথার্থ।

সম্বাট আকবরের দীন-ই-ইলাহী নামক ধর্মনীতির প্রবর্তন তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। তার প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহী ছিল একেশ্বরবাদী ধর্ম। এ ধর্মতের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে সকল ধর্মের জনগোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি করে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধান করা।

ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন ধর্মবলভূমির আবাসস্থল। এই স্থানে সুন্দর সাম্রাজ্য স্থাপনে সকল ধর্মবলভূমির মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এটি সম্বাট আকবর ভালভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি মুঘল সাম্রাজ্যকে সুন্দর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব ধর্মবলভূমিকে একই পতাকাতলে নিয়ে আসার জন্য দীন-ই-ইলাহী নামে নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। সম্বাট ভেবেছিলেন এ ধর্মমত প্রবর্তনের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হবেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন ভারতে স্থায়ী মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত জরুরি। ভারতে মুঘল শক্তির স্থায়িত্ব বিধানের স্বার্থে হিন্দু মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে একটি ঐক্য ও প্রীতির নাগরিকদের মধ্যে একটি ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই সম্বাট ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহণ করেছিলেন। আর মি. মজুমদারের মতে, 'আকবরের সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তার ধর্মচিন্তাকে কিছুটা হলো প্রভাবিত করেছিল'। ইংরেজী প্রসাদের মতে, আকবরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তার সাম্রাজ্যের সকলকে একটি কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুলভ যে, সম্বাট আকবরের দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

**প্রশ্ন** ▶ ৩০ কমলগঞ্জের জয়গিরদার 'ক' নিজ দক্ষতা ও মেধা খাটিয়ে সফিপুরের শাসক 'খ' এর দুর্বলতার সুযোগে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ পর্যায়ে আসতে তাকে অনেক ত্যাগ হীকার করতে হয়েছে। শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনি শাসন কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন, যা পরবর্তী শাসকদের আদর্শ হিসেবে পরিণয়িত হয়েছিল। জনহিতকর কাজের জন্য তিনি খ্যাত হয়েছিলেন।

(আবুল কান্দির ঘোষ চিটি কলেজ, মুন্ডিল)

ক. 'দন্তরূপ আমল' কী?

খ. শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংঘর্ষের কারণ কী? ১

গ. উদ্দীপকে 'ক' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির উত্থান পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উত্তরাধিকার কোন কোন জনহিতকর কাজের জন্য ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছিলেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর শাসন ব্যবস্থায় অনাচার রোধ এবং শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা রক্ষার জন্য ১২টি বিধি জারি করেন, যা 'দন্তরূপ আমল' নামে পরিচিত।

**খ** শাহজাহানের জীবদ্ধশায় তার চার পুত্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তার প্রথম কারণ ছিল মুঘল সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতির অভাব।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করে সিংহাসন লাভ ও সংরক্ষণ করতে হয়েছিল। শাহজাদা সেলিম ও শাহজাদা খুররম মুঘল সিংহাসনে সমাপ্তি হওয়ার পূর্বে তাদের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুতরাং সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃসন্দৰ্ভ অথবা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূল কারণ সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব।

**গ** উদ্দীপকে 'ক' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি হলেন শেরশাহ। মুঘল সম্রাজ্য শাসক হিসেবে তার উত্থান এক চমকপ্রদ ঘটনা।

উদ্দীপকের 'ক' নিজ দক্ষতা ও মেধা খাটিয়ে সফিপুরের শাসক 'খ' এ দুর্বলতার সুযোগে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি শাসন কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন, যা পরবর্তী শাসকদের জন্য আদর্শ হিসেবে পরিচিত হতে থাকেন। 'ক' এর বিষয়গুলোর মধ্যে শেরশাহের ক্ষমতা গ্রহণ ও তার শাসনের প্রতিফলন ঘটেছে।

শেরশাহ জনদরদি ও প্রজাহিতৈষী শাসক হলেও তাকে দিল্লির শাসন গ্রহণ করতে হয়েছিল যুক্তি নয়, শক্তির জোরে। তিনি ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে সাসারামের জায়গিল নিযুক্ত হন এবং ১৫১৭ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেন। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে বহরখান লোহানীর মৃত্যুর পর তিনি তার পুত্র জালাল খানের অভিভাবক নিযুক্ত হন। ১৫৩০ সালে শের খান চুনার দুর্গের অধিপতি বিধী লাদ মালিকাকে বিয়ে করে চুনার দুর্গ লাভ করেন। তার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ক্রোধাত্মক হয়ে হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করলে তার সাথে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে ১৫৩৪ ও ১৫৩৬ সালে বাংলায় সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরখান শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন এবং ১৫৪০ সালে বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে তিনি দিল্লির মসনদে বসেন। আর এভাবেই তার উত্থান ঘটে।

**ঘ** উত্তরাধিকার অর্থাৎ শেরশাহ রাজস্ব সংস্কার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রভৃতি জনহিতকর কাজের জন্য ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছিলেন।

ইতিহাসে এমন অনেক শাসক রয়েছেন, যারা সাম্রাজ্যের উন্নয়ন ও প্রজাকল্পণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এরা সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা তৎপর থেকে তাদের সার্বিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' এবং শেরশাহ জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে খ্যাত হয়ে আছেন।

সম্রাট শেরশাহ তার মাঝ পাঁচ বছরের শাসনকালের মধ্যে নানা প্রকার সংস্কার এবং শাসনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করে তার অপরিসীম বৃদ্ধিমত্তা, কর্মনৈপুণ্য ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান

করেন। মাত্র অন্ন সময়ের মধ্যে তিনি একটি সুষ্ঠু ও আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। শাসনকাজের সুবিধার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করে সাম্রাজ্যকে ৪৭টি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করে। রাজস্ব সংস্কারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে ন্যায়ানুগ করার উদ্দেশ্যে ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। রাজকার্যে দূর্নীতি হাসের জন্য রাজকর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলির ব্যবস্থা করেন। তিনি শিক্ষার প্রসারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করেন। এমনকি ঘনিষ্ঠকেও নিয়মিত মন্ত্রুর প্রদানের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকালে সড়ক-ই-আজম নামে সড়ক নির্মাণ ও সড়কের দু'ধারে ছায়াপ্রদ ও ফলদ গাছ লাগান। তাছাড়া তিনি দুর্ম ব্যক্তিদের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লজারোবান স্থাপন করেন। তার এ সকল জনহিতকর কাজের জন্য পরবর্তী শাসকদের নিকট অনুসরণীয় ও আদর্শ হয়ে আছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত জনহিতকর কাজের জন্য শেরশাহ ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

**প্রশ্ন** ▶ ৩১ সম্রাট নাজির শাহ তাঁর সম্রাজ্যের সকল শ্রেণির জনগণের মধ্যে সম্মতি স্থাপনের জন্য একটি বিশেষ গোষ্ঠীর লোকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। তিনি নিজে এ গোষ্ঠীর রাজকন্যা বিবাহ করেন এবং পুত্রকে উত্ত গোষ্ঠীর এক কন্যার সাথে বিবাহ দেন। তিনি উত্ত গোষ্ঠীর লোকদের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে চাকুরি দেন এবং তাদের ওপর নির্ধারিত কর ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন।

(জ) উত্ত গোষ্ঠীর প্রতি নির্মাণ করেন? ১

খ. তাজমহল সম্পর্কে আলোচনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাট নাজির শাহের সাথে মুঘল সম্রাট আকবরের কোন নীতির সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উত্ত সম্রাটের বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও সদাচরণ তার রাজ্যে এ নববৃগের সূচনা করে - উত্ত নীতির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'গ্রান্ড ট্রাইক রোড' বা 'সড়ক-ই-আজম' শূর শাসক শেরশাহ নির্মাণ করেন।

**খ** সম্রাট শাহজাহানের নিমিত্ত মুঘল স্থাপত্যশৈলীর আকরণীয় নির্দশন হলো ভারতের আগ্রায় অবস্থিত তাজমহল।

মহাতাজ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা পঞ্জী। কিন্তু মহাতাজের আকস্মিক মৃত্যুতে শাহজাহান ভেঙে পড়েন। তিনি তার প্রিয়তমা পঞ্জীর স্মৃতি মনেপ্রাণে ধরে রাখার জন্য সকল ভালোবাসা দিয়ে যমুনা নদীর তীরে এক স্মৃতিস্মৃতি নির্মাণ করেন। এটা মহাতাজের সমাধির ওপর নির্মিত হয় ও তার নামানুসারে নামকরণ করা হয় 'তাজমহল'। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তাজমহল নির্মাণের কাজ আরম্ভ এবং ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে এর কাজ সমাপ্ত হয়। ২০ হাজার লোকের ২২ বছরের অক্রম্য পরিশূল্যের ফলে তিনি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তাজমহলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত নাজির শাহের পদক্ষেপের সাথে সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির সাদৃশ্য রয়েছে।

আকবরের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল তার রাজপুতনীতি। ভারতবর্ষে সকল শ্রেণির জনগণের শুভেচ্ছা, সদিচ্ছা ও সম্প্রীতির ওপর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার মানসে সহিষ্ণু, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পর্ক সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের হিন্দু জাগরণের নেতৃত্বদানকারী রূপদৰ্শক ও নিতীক রাজপুতদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভে সচেষ্ট হন। সম্রাট আকবর ভারতে বিভিন্ন রাজপুত বংশের সাথে বৈবাহিক মিত্রতা স্থাপনে যত্নবান হন। তিনি সর্বপ্রথম অঘরের রাজা বিহারীমলের কল্যাণ যোধবাদিকে বিবাহ করেন। ১৫৬৩ সালে তিনি তীর্থযাত্রাদের ওপর অর্পিত কর এবং জিজিয়া কর ব্যবস্থার বিলোপসাধন করেন। এর ফলে রাজপুতদের শুধু নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার ও স্থায়িত্বে রাজপুতদের সহায়তা লাভ সম্ভব হয়।

উদ্বীপকেও নাজির শাহ এলাকায় শাস্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও তার ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে প্রভাবশালী পরিবারগুলোর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তার কার্যালয়ে ঐ পরিবারের বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত করেন। তাই বলা যায়, সম্মাট নাজির শাহের পদক্ষেপে মুঘল সম্মাট আকবরের রাজপুত নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

**১** আকবর তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করে ভারতে নব যুগের সূচনা করেছিলেন।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন রাজপুতদের সাথে আকবরের উদার ব্যবহার তার উচ্চ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড বলেন, “এই নীতির ফলে রাজপুতদের অধিকাংশ সুনির্দিষ্টভাবে সম্মাটের অনুগত হয়ে পড়েন। যার ফলে তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ৫০,০০০ অশ্বারোহী বাহিনীর সেবালাভের অধিকারী হয়েছিলেন।” তি এ স্থিত বলেন, “আকবরের বিভিন্ন পদক্ষেপ রাজপুতদের সন্তুষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং তারা বাবরের নিকট পরাজয়ের আঘাত সহজেই ভূলে যায়। বিদেশি নয় বরং আকবরকে ‘জাতীয় নরপতি’ হিসেবে মেনে নিয়ে রাজপুতরা মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানে সহযোগিতা করে।”

রাজপুতদের প্রতি সম্মাটের বন্ধুত্বমূলক মনোভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। এর ফলে রাজ্য বিস্তার ও রাজ্য শাসন-এর ব্যাপারে এবং এদেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে রাজপুতদের অবদান অন্যৌক্তি। প্রকৃতপক্ষে রাজপুতদের প্রতি উদার আচরণের ফলাফল সম্মাট আকবর প্রজাদের সর্বজনীন আতিথ্য পেয়েছিলেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করেছিলেন। এ নীতির সূত্র ধরেই তিনি ‘মহান’ আখ্যায় ভূমিত হয়েছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, সম্মাট আকবর রাজপুত নীতির মাধ্যমে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর ফলে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সুস্পর্কের নতুন যুগের সূচনা হয়।

**প্রশ্ন** **৩২** জহির সাহেবে বিপুল ভোটের ব্যবধানে তার এলাকার সংসদ নির্বাচিত হন। সংসদ নির্বাচিত হতে পেরে তিনি তার এলাকার উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি অসংখ্য রাস্তাঘাট নির্মাণ করাসহ রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া গরিব ও দুর্জন্য ব্যক্তিদের জন্য তিনি এলাকার বিভিন্ন স্থানে হোটেল নির্মাণ করেন। অনেক সময় এখানে গরিব মিসকিনদের থাবারের ব্যবস্থা করা হয়। তার এই জনহিতকর কাজের জন্য এলাকার সবাই তাকে ভালোবাসে।

/ডঃ প্রফুল্ল রাজক মিডিসিপ্যাল কলেজ, বগুড়া/

**ক.** বাবর শব্দের অর্থ কী? **১**

**খ.** মনসবদারি প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করো। **২**

**গ.** উদ্বীপকে জহির সাহেবের সাথে শূরু বৎশের কোন শাসকের সামঞ্জস্য রয়েছে? **৩**

**ঘ.** “জনহিতকর কাজের ক্ষেত্রে যিনি থাকলেও” ক্ষমতা গ্রহণের ক্ষেত্রে জহির সাহেবের সাথে উক্ত শাসকের অসমাজস্য রয়েছে” - উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করো। **৪**

### ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাবর তৃকি শব্দ। এর অর্থ সিংহ।

**খ** সূজনশীল ১ এর ‘খ’ নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** সূজনশীল ১৩ এর ‘গ’ নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সূজনশীল ১৩ এর ‘ঘ’ নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন** **৩৩** সাফাভী রাজবৎশের শাসনামলে পারস্যে স্থাপত্য ও শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। এই বৎশের রাজাদের রাজধানী ছিল ইস্পাহান। ইস্পাহানে তাদের অনুকূল্যে যে সব মনোরম অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল তা অদ্যাবধি স্থাপত্য শিল্পের অত্যুজ্জ্বল নির্দর্শনবৃপ্তে পরিগণিত হয়ে আছে। তৎকালে তাদের উৎসাহে কারিগরি বিদ্যা, শিল্পকলা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অপরিসীম উন্নতি হয়েছিল।

ইস্পাহান নগরীকে কেন্দ্র করে এই অগ্রগতির জন্য পারস্য উপকথায় ইস্পাহানকে ‘পৃথিবীর অর্ধাংশ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

/অস্তু লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল/

**ক.** সম্মাট নুরজাহানের বাল্য নাম কী? **১**

**খ.** সম্মাট জাহাঙ্গীরের ন্যায় বিচার ক্ষাত্য করো। **২**

**গ.** উদ্বীপকে সাফাভী বৎশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার ন্যায় তোমার পাঠ্য বইয়ে উল্লিখিত কোন বৎশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। **৩**

**ঘ.** শিল্প ও স্থাপত্যকলায় উক্ত বৎশের যে শাসকের অবদান সবচেয়ে বেশি তার মূল্যায়ন করো। **৪**

### ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সম্মাট নুরজাহানের বাল্য নাম মেহের-উন-নিসা।

**খ** মুঘল সম্মাট জাহাঙ্গীর যে সকল জনকল্যাণকর নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা তার ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক প্রজাত পরিচয় বহন করে। নিরীহ মজলুম প্রজাদের অভিযোগ শুনে এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে সম্মাট একটি ঘট্টাযুক্ত ‘ন্যায় শিকল’ টানিয়ে দেন। সম্মাটের এই ঘট্টা ‘Bell of Justice’ এবং ‘Chain of Justice’ নামে পরিচিত। যে কোনো ব্যক্তি এই শিকল টেনে অভিযোগ বিষয়ে সম্মাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সম্মাট তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। এছাড়া শাসন ব্যবস্থায় অনাচার রোধ এবং জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সম্মাট ‘দন্তবুল আমল’ নামে ১২টি বিধিও জারি করেন।

**গ** উদ্বীপকে সাফাভী বৎশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার সাথে আমার পাঠ্য বইয়ে উল্লিখিত মুঘল রাজবৎশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার উল্লিখিত মুঘল রাজবৎশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার মিল রয়েছে।

মুঘল সম্মাটগ শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের প্রায় দুই শত বছরের শাসনকালে উপমহাদেশে স্থাপত্য শিল্পকলার বিস্থায়কর উন্নতি সাধিত হয়। মুঘল আমলে নির্মিত তাজমহল, আগ্রাফোট, লালকেলাসহ বিভিন্ন সমাধি, প্রাসাদ, মসজিদ ইত্যাদি আজও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যা উদ্বীপকে সাফাভী বৎশের শাসনামলের ক্ষেত্রেও স্ফূর্ত করা যায়। উদ্বীপকের সাফাভী রাজবৎশের শাসনামলে পারস্যে স্থাপত্য ও শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। তাদের রাজধানী ইস্পাহানে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক মনোরম অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল যা অদ্যাবধি স্থাপত্য শিল্পের অত্যুজ্জ্বল নির্দর্শনবৃপ্তে পরিগণিত হয়ে আছে। যা মুঘল আমলের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। সম্মাট আকবরের আমলে ফতেহপুর সিক্রিয়ে অনিল্যসুন্দর ইমারতগুলো নির্মিত হয়। সম্মাট জাহাঙ্গীরের সময় স্থাপত্যকলার পরিবর্তন আসে, যা সম্মাট শাহজাহানের সময় চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তার শাসনামলে নির্মিত হয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য তাজমহল। ঐতিহাসিক হ্যাভেল এটিকে ‘ডেনাস দ্য মিলো’ বলে উল্লেখ করেছেন। সমকালীন ইতিহাসে এরূপ স্থাপত্যিক নির্দর্শন আর কোথাও দেখা যায় না। পার্সি ব্রাউন বলেন, মুঘল স্থাপত্য শিল্প ভারতীয় মুসলিম শিল্প ও স্থাপত্যের ইতিহাসের এক স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্বীপকের সাফাভী বৎশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার সাথে মুঘল রাজবৎশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার মিল রয়েছে।

**ঘ** স্থাপত্য ও শিল্পকলায় উক্ত বৎশ অর্থাংশ মুঘল বৎশের যে শাসকের অবদান সর্বাধিক তিনি হলেন সম্মাট শাহজাহান।

মুঘল সম্মাট শাহজাহানের রাজত্বকাল ভারতবর্ষের সার্বিক ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এ সময় স্থাপত্য শিল্পের ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয়েছিল। সম্মাট শাহজাহান নির্মিত স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে তাজমহল সর্বশীর্ষে। তবে শাহজাহান তাজমহল ছাড়াও আরো অনেক স্থাপত্য নির্মাণ করেন।

সম্মাট শাহজাহানের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যে আর্থিক প্রাচৰ্য ছিল। আর এ কারণেই সম্মাট ললিত কলা বিশেষ করে স্থাপত্য শিল্পে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। তিনি প্রিয়তমা স্ত্রী মহমতাজ মহলের স্মৃতিকে চির অঞ্চল করে রাখার জন্য তাজমহল নির্মাণ করেন। এটি মধ্যযুগীয় পৃথিবীর সম্ম

আশ্চর্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়া সম্মাট দিলিতে রাজধানী স্থাপন করে এর শহরতলীতে একটি নগরীর গোড়াপত্তন করে নিজের নামে এর নামকরণ করেন শাহজাহানবাদ। তাছাড়া দিওয়ান-ই-খাস নামে তিনি একটি স্থাপত্য নির্মাণ করেন। যা মুঘল ঐরাবৰ্ষের মুর্তিপ্রতীক বলে বিবেচিত হয়। আর দিলির লাল কেলায় নির্মাণ করেন দিওয়ান-ই-আম। তাছাড়া তিনি মুঘুর সিংহসন নামে একটি স্থাপত্য নির্মাণ করেন তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজকীয় সিংহসন হিসেবে খ্যাত। আর মতি মসজিদ, দিলির জামে মসজিদ, শিশমহল, জুইমহল, আগ্রা মসজিদ, খাস মহল, রংমহল প্রভৃতি স্থাপত্যক নির্মাণ সম্মাট শাহজাহানের রাজত্বকালে নির্দেশিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, মুঘল শিল্প ও স্থাপত্যে সম্মাট শাহজাহানের অবদান সবচেয়ে বেশি।

**প্রশ্ন ৩৪** সম্মাট 'X' এর রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ বছরের। একটি শক্তিশালী রাজবংশের মাঝাখানে তিনি ক্ষণিকের জন্য এসে একটি সুন্দর প্রশাসন ব্যবস্থা উপহার দিলেন। প্রশাসনিক সুবিধার্থে সাম্রাজ্যকে কুন্ত কুন্ত ইউনিটে বিভক্তিকরণ, রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতিকালে জমিজরিপ, বায়তওয়ারী ব্যবস্থা, কর্মচারী নিয়োগ ও বদলি ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, সড়ক নির্মাণ ও পথচারিদের সুবিধার্থে সরাইখানা নির্মাণ ও ছায়া প্রদানকারী গাছ লাগান হয়। তাছাড়া দুর্মুদ্দের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হতো। জনগণ ছিল সুখে স্বাচ্ছন্দে, আর প্রশাসন ছিল পরবর্তীদের জন্য অনুসরণীয়। /আইতিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ/

ক. বাবর শহৈর অর্থ কী?

১

খ. দীন-ই-ইলাহী বলতে কী বোঝা?

২

গ. সম্মাট 'X' এর কৃষি ও রাজস্ব বিধয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে মুঘল যুগের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. তোমার পঠিত শাসকের গৃহীত কর্মকাণ্ড কি আধুনিক যুগের শাসন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

### ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাবর শহৈর অর্থ সিঙ্গ।

খ. সৃজনশীল ১১ এর 'ব' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সম্মাট 'X' এর কৃষি ও রাজস্ব বিধয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে মুঘল যুগের অন্যতম শাসক শেরশাহের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে। ইতিহাসে এমন অনেক শাসক রয়েছেন, যারা সাম্রাজ্যের উন্নয়ন ও প্রজাকল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এরা সুস্থ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে জনগণের ব্রাহ্ম রক্ষায় সর্বদা তৎপর থেকে তাদের সারিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। উদ্দীপকে বর্ণিত সম্মাট 'X' এবং শেরশাহ জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে গ্রহণ করে খ্যাত হয়ে আছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্মাট 'X' এর রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ বছরের। একটি শক্তিশালী রাজবংশের মাঝাখানে তিনি ক্ষণিকের জন্য এসে সুন্দর প্রশাসন ব্যবস্থা উপহার দিলেন। প্রশাসনিক সুবিধার্থে সাম্রাজ্যকে কুন্ত কুন্ত ইউনিটে বিভক্তিকরণ, রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতিকালে জমি জরিপ, বায়তওয়ারী ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, সড়ক নির্মাণ ও পথচারীদের সুবিধার্থে সরাইখানা নির্মাণ করেন। শেরশাহের ও রাজত্বকাল ছিল মাত্র পাঁচ বছরের। শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্যের ছেদ টেনে তিনি মাত্র কয়েক বছরে শাসনকালে একটি সুস্থ ও আধুনিক প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। শাসনকাজের সুবিধার জন্য বিকেন্দ্রিকরণ মীতি গ্রহণ করে সাম্রাজ্যকে ৪৭টি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেন। রাজস্ব সংস্কারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে ন্যায়ানুগ করার উদ্দেশ্যে জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। রাজকার্যে দুনীতি হ্রাসের জন্য রাজকর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলির ব্যবস্থা করেন। তিনি শিক্ষার প্রসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করেন। এমনকি মন্দিরকেও নিয়মিত মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকালে সড়ক-ই-আজম নামে সড়ক নির্মাণ ও সড়কের দু'ধারে ছায়াপ্রথ ও ফলদ গাছ লাগান। তাছাড়া তিনি দুর্মু ব্যক্তিদের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লঙ্ঘনব্যানা স্থাপন করেন। সুতৰাং বলা যায়, উদ্দীপকের সম্মাট এবং শেরশাহ একে অপরের প্রতিচ্ছবি।

ঘ. হ্যা, আমি মনে করি, উদ্দীপকে বর্ণিত শাসক অর্থাৎ আমার পঠিত শাসক শেরশাহের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ।

আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর জনকল্যাণমূর্তিতা। যে শাসনব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণের দিকে যত বেশি নজর দেওয়া হয় সে শাসনব্যবস্থা তত উন্নত। ফলে আধুনিক শাসনব্যবস্থা মাত্রই এর জনকল্যাণের দিকটি সর্বপ্রথম বিবেচনায় আনা হয়। কেননা, একটি শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জনগণ। ফলে জনগণের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর আধুনিক শাসনব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অন্যতম উপাদান। যা সকল ধর্মের জনগণকে একই শাসনাধীনে সমাসীন করে। ফলে সমাজে শান্তির ফোয়ারা প্রাপ্তি হয়।

আধুনিক শাসনব্যবস্থায় শিক্ষা একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা, শিক্ষিতদের স্বারাই শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষতা সাধিত হয়। ফলে শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি নিয়োগ করা আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া সমাজের নিপীড়িত, দুর্মু বা আত্মের সেবায় আঞ্চনিয়োগ করা হচ্ছে আধুনিক প্রশাসনব্যবস্থার উপরেখ্যোগ্য দিক। শেরশাহ শিল্পাতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন, নিপীড়িত ও দুর্মুদের দান করেন এবং সকল ধর্মের জনগণের প্রতি উদার দৃষ্টি পোষণ করেন। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শেরশাহের শাসনব্যবস্থা আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**প্রশ্ন ৩৫** চাটগাও এর পাহাড়ি এলাকার একজন জমিদার ছিলেন খানজাহান। তিনি প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। তিনি জঙাল পরিষ্কার করে প্রজাদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। তিনি বগীদের সাথে যুদ্ধ করে জনগণের নিরাপত্তা বিধান করেন। বারবার তাঁকে বগী দমন করতে হয়। ফলে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর দেহ ও মন ভেজে যায়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে দস্যুদের দমন করতে হয়। এতে রাজ্যের পরিসীমা বৃক্ষিক পেলেও তার সাথে তাঁর কবরও রচিত হয়।

/আইতিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিবিল, চাকা/

ক. সম্মাট জাহাঙ্গীর বিচার প্রার্থীদের সুবিধার জন্য কী করেন? ১

খ. বাবরনামা বলতে কী বোঝা? ২

গ. উদ্দীপকের জমিদার খানজাহানের দস্যু দমনের সাথে কোন মুঘল সম্মাটের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার পঠিত 'মুঘল শাসকের এই নীতি তাঁর বংশের পতনকে ত্বরিত করেছিল' - তুমি কি এই উক্তিটির সাথে একমত? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সম্মাট জাহাঙ্গীর বিচার প্রার্থীদের সুবিধার জন্য ৩০ গজ লম্বা একটি ঘট্টায়ুক্ত 'ন্যায়ের শিকল' (Chain of Justice) টানিয়ে দেন।

খ. সৃজনশীল ৬ এর 'ব' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকের জমিদার খানজাহানের দস্যু দমনের সাথে মুঘল সম্মাটের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

মুঘল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন সম্মাট আওরঙ্গজেব। প্রজাবৎসল শাসক হিসেবেও তিনি খ্যাত হয়ে আছেন। ক্ষমতায় আরোহণ করেই তিনি প্রজাকল্যাণগামী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দীপকের জমিদারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কর্মকাণ্ড লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, চাটগাও এর পাহাড়ি এলাকার জমিদার খানজাহান ছিলেন প্রজাবৎসল শাসক। তিনি বগীদের সাথে যুদ্ধ করে জনগণের নিরাপত্তা বিধান করেন। বারবার বগীদের দমন করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর দেহ ও মন ভেজে পড়ে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে দস্যুদের দমন করতে হয়। এতে রাজ্যের পরিসীমা বৃক্ষিক পেলেও তার সাথে তাঁর কবরও রচিত হয়। জমিদারের বগীয় দস্যু দমনের সাথে সম্মাট আকবরের দাক্ষিণ্য অভিযান সাদৃশ্যপূর্ণ। সম্মাট দাক্ষিণ্য অভিযান করে বিদ্রোহীদের সাথে মুদ্রে লিপ্ত হন। এ অভিযান দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে চলে। সম্মাট আওরঙ্গজেবের এ দাক্ষিণ্য নীতির ফলে

সাম্রাজ্যের জনগণের নিরাপত্তা বিধান হয়। তবে দাক্ষিণ্যাত্যে সম্মাট দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ তার স্বাস্থ্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। বার বার দাক্ষিণ্যাত্যে বিদ্রোহ দমন করার ফলে তার মন ও ভেঙ্গে পড়ে। দাক্ষিণ্যাত্য অভিযানের মাধ্যমে কাবুল থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশীর থেকে কাবো পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন ঠিকই কিন্তু সেই সাথে তার মৃত্যু ঘটাও বেজে যায়। এ অভিযানের ফলে শারীরিক অবনতি হতে থাকলে শেষ পর্যন্ত ১৭০৭ সালের ৩ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জমিদারের দশ দমন এবং সম্মাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণ্যাত্যনীতি একই সূত্রে আবস্থা।

**৪** হ্যা, মুঘল শাসকের তথ্য সম্মাট আওরঙ্গজেবের এই নীতি তার বংশের পতনকে তুরাবিত করেছিল বলে আমি মনে করি।

সম্মাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তার গৃহীত দাক্ষিণ্যাত্য নীতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দাক্ষিণ্যাত্য নীতি ছিল তার পূর্ববর্তী শাসকদের অনুসৃত নীতির ধারাবাহিকতা মাত্র। এ নীতির ফলে সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটলোও মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সম্মাট আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য বিস্তারে আপত্ত জয়ী হলেও দাক্ষিণ্যাত্য নীতির সুন্দরসারী ফলাফল ছিল ডরানক। স্বার যদুনাথ পরকার বলেন, ‘আফগান যুদ্ধ রাজকোষকে যেমন ধ্বংস করেছিল, তেমনি এর রাজনৈতিক ফলাফল ছিল আরও অধিক।’ এ নীতির ফলে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ঠিকই, কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা ও সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়ে নি। উপরন্তু এর ফলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

দাক্ষিণ্যাত্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতেও সংকট দেখা দেয়। কৃষিব্যবস্থা বিপর্যস্ত এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের অধংগতিতে নিপত্তি হয়ে যাওয়ায় রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। এর ফলে সেন্যদের বকেয়া পড়ায় সাম্রাজ্য সেনা বিদ্রোহের পরিস্থিতি তৈরি হয়। এছাড়া উভয় ভারতে, সম্মাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সেখানে সম্মাটের প্রভাব স্বাস পায় এবং বিশ্বজলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়। মুঘলদের বিবুল্লে মারাঠাদের প্রতিরোধ যুদ্ধে উৎসাহিত হয়ে আফগান, শিখ, মেওয়াটি ও রাজপুতরা চারিদিক থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। মুঘলদের বিবুল্লে তাদের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলকে দুর্বল করে দেয়। উভয় ভারতে সম্মাটের অনুপস্থিতিতে বাংলায় ইংরেজ শক্তির উত্থান, নিষ্কটক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় মুঘল সাম্রাজ্যকে পতনের দিকে ধাবিত করে। সার্বিক দিক বিবেচনায় বলা যায়, দাক্ষিণ্যাত্য নীতি সম্মাট ও সাম্রাজ্যের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনেনি।

**প্রশ্ন ৫** উসমানের পূর্বপুরুষ গোবি মরুভূমির একটি কুন্দ রাজ্যের শাসক ছিলেন। সেখানে শত্রুপক্ষের শক্তির কারণে সুবিধা করতে না পেরে তারা এশিয়া মাইনে চলে আসেন। এশিয়া মাইনে বহুদিন ধরে সেলজুকুর শাসন করলোও উত্তরাঞ্চলে কুন্দ কুন্দ বেশিকিছু স্বাধীন ও শক্তিশালী প্রিক রাজ্য বিদ্যমান ছিল। উসমান শেখ সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিনের পতন ঘটিয়ে সেখানে উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শক্তিশালী প্রিক রাজাদেরও পরাজিত করে যে বিশাল উসমানীয় সাম্রাজ্য গঠন করেন তা কয়েক শতাব্দী স্থায়ী হয়েছিল।

(জ্ঞানসমষ্টি বলেজ, মধ্যযুগ)

**ক.** তাজমহলের প্রধান স্থাপতির নাম কী? ১

**খ.** সম্মাট আকবর রাজপুত নীতি গ্রহণ করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

**গ.** উদ্দীপকে উসমানীয়দের এশিয়া মাইনে গমনের সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন শাসকের ভারতে আগমনের সামগ্রস্য কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

**ঘ.** উদ্দীপকে বর্ণিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উসমানের কৃতিত্বের আলোকে পঠিত বইয়ের ইঙিতকৃত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

### ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** তাজমহলের প্রধান স্থাপতি ইরানের ওস্তাদ ইস্মাইলী।

**খ.** সম্মাট আকবর একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজপুত নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

সম্মাট আকবর তার দূরদৃষ্টি, রাজনৈতিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধশালী করতে হলে বীর ও ব্রজাত্যবোধে সচেতন জাতি রাজপুতদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই তিনি ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে রাজপুত নীতি গ্রহণ করেন।

**গ.** সূজনশীল ৮ এর ‘ব’ নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ.** সূজনশীল ৮ এর ‘ঝ’ নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ৬** পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসন সংস্কারের কিংবদন্তী বাধা ত্রিবিজয়। ছেলে বেলায় সে বিমাতার অঘঞ্জে পিতার চক্রশূলে পরিণত হয়। যুবক বয়সেই বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় নেয়। সেখানে সংস্কৃত ও পালি ভাষায় জ্ঞানপালসহ অনেক মূল্যবান পুস্তক অধ্যয়ন করেন। স্থানীয় জায়গীরদারের আনুকূল্য লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি জায়গীর লাভ করেন। তার সামরিক নৈপুণ্যের স্বারা উপজাতীয় আঞ্চলিক রাজার রাজত্ব লাভ করেন। তিনি সেখানে রাজস্ব ব্যাপারে সংস্কার সাধন করে রাজা ও প্রজার মাঝে এক সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেন। তাছাড়া সমতলে আবশ্যিক রাজপথের সাথে দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ পূর্বক রাজধানীর সাথে সংযোগ স্থাপন করে উপজাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেন।

ক. হুমায়ুন কোন শাসকের দরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন? ১

খ. সম্মাট আকবরের রাজপুত নীতির মূল্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? - ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উত্ত শাসকের শাসন সংস্কার তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

### ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** হুমায়ুন পারস্যের সাফাভী সম্মাট শাহ তাহমাসপের দরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

**খ.** ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধশালী করে তোলাই ছিল সম্মাট আকবরের রাজপুত নীতির মূল উদ্দেশ্য।

সম্মাট আকবরের লক্ষ্য ছিল একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণির প্রজাসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে তিনি রাজপুত নীতি গ্রহণ করেন।

**গ.** উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের শূর বংশীয় শাসক শেরশাহের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

শেরশাহের বাল্যনাম ফরিদ খান শূর। বিমাতার বিদ্বেষ ও দুর্বিবহারে অতিষ্ঠ হয়ে বাল্যকালে তিনি গৃহ ত্যাগ করেন। আসাধারণ যেধাৰী শেরশাহ জৌনপুরে এসে আৱবি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। স্বীয় যোগ্যতাবলে তিনি শূর আফগান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। অধ্যয়গীয় ভারতের শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন সংস্কার সাধন করে তিনি অক্ষয়কীর্তি রেখে গেছেন। যেমনটি উদ্দীপকের বাধা ত্রিবিজয় এর ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের বাধা ত্রিবিজয় পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসন সংস্কারের কিংবদন্তী। ছেলেবেলায় বিমাতার অঘঞ্জে বাধা হয়ে তিনি বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে সামরিক নৈপুণ্যের স্বারা উপজাতীয় আঞ্চলিক রাজার রাজত্ব লাভ করে সেখানে প্রশাসনিক, রাজস্ব ও প্রজাহিতৈষী নানা সংস্কার সাধন করেন। উদ্দীপকের উত্ত শাসকের ন্যায় শেরশাহের প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও প্রজাহিতৈষণার দৃষ্টিত্বে গ্রহণ করেন। প্রশাসনিক সংস্কারের পাশাপাশি রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করেন। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনীর গমনাগমন এবং ভাক্ষক ব্যবস্থার সুবিধার জন্য তিনি বহু প্রশংসন রাস্তা নির্মাণ করেন। তার নির্মিত রাস্তাসমূহের মধ্যে গ্রান্ট ট্রাঙ্ক রোড অন্যতম। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শাসকের বর্ণনার সাথে পাঠ্য বইয়ের শাসক শেরশাহের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

**৪** উক্ত শাসক অর্থাৎ শেরশাহ এর শাসন সংস্কার তাকে ইতিহাসে স্থাপনীয় করে রেখেছে।

শেরশাহ একজন সুশাসক। অভিজ্ঞ সেনাপতি এবং দুরদৃশী রাজনীতিবিদ ছিলেন। মাত্র ৫ বছরের রাজত্বকালে তিনি যে সুষ্ঠু, উদার ও জনকল্যাণমূলক শাসন সংস্কার বাস্তবায়ন করেছিলেন তা ভারতের ইতিহাসে তাকে অমরত্ব দান করে। উদ্দীপকের বাধা ত্রিবিজয়ের মধ্যেও এ বিষয়গুলোর প্রতিফলন দেখা যায়।

উদ্দীপকের বাধা ত্রিবিজয়ের শাসনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, প্রশাসন, রাজস্ব, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার আনয়ন করে তিনি একজন কিংবদন্তীতে পরিগত হয়েছেন। অনুরূপভাবে শেরশাহও তার শাসনামলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সংস্কার, রাজস্ব সংস্কার, ডাক ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার গুরুত্ব নানা প্রকার শাসন সংস্কার প্রণয়নের মাধ্যমে তার অপরিসীম বৃদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রজাসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প ও বাবসা-বাণিজ্যের বিকাশ সাধন, শুল্ক ও মুদ্রাব্যবস্থায় সংস্কার, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অসহায় দুষ্পদ্ধের সাহায্যদান ও লঙ্ঘনরখানা স্থাপন করেন। এছাড়া সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনার জন্য তিনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বিন্যস্ত করেন। সুলতানি যুগের প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার করে তিনি তার প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। রাজকর্মচারীদের দুনীতি এবং তাদের মধ্যে স্থানীয় প্রভাব প্রতিপত্তির বিষ্টার রোধের উদ্দেশ্যে তিনি সরকারি কর্মচারীদের বদলির নীতিগ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, শেরশাহ জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক বীভিন্নতির প্রবর্তনের জন্য একজন অনন্য শাসকের কৃতিত্বের দাবিদার।

**প্রদা ▶ ৩৮** অপরূপ সৌন্দর্য খচিত আজ-জাহরা প্রাসাদটি স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান নির্মাণ করেন। তিনি প্রিয়তমা পঞ্জী আজ-জাহরার প্রতি তার অত্যুজ্জ্বল ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সুনীর ৪০ বছর ধরে এর নির্মাণ কাজ চলে। আলজেরিয়া ও তারাগোনা থেকে এর প্রস্তরখন সংগৃহীত হয়। তাছাড়া মূল্যবান মুরবাও সরঞ্জামাদি কনস্টান্টিনোপল, রোম, কার্থেজ, স্যাফেরা, নারবোন ও এ্যাটিকা প্রভৃতি শহর হতে আমদানী করা হয়। প্রিয়তমা পঞ্জীর প্রতি শ্বাশত প্রেমের এক নির্দর্শন হিসেবে এটির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

- ক. কোন সম্রাটকে রেজুনে নির্বাসিত করা হয়? ১  
খ. সম্রাট আওরঙ্গজেব এর দাক্ষিণাত্য নীতির মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? ২  
গ. উদ্দীপকের স্থাপত্যের সঙ্গে তোমার বইয়ের কোন বিখ্যাত স্থাপত্যের মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. সংশ্লিষ্ট নির্মাতা/শাসকের স্থাপত্য শিল্পে অবদান তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

### ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সম্রাট হিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে রেজুনে নির্বাসিত করা হয়।

**খ** সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের বিষ্টার তথা দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বিজাপুর, গোলকুণ্ডাসহ দাক্ষিণাত্যের ক্ষেত্র কুসুম মুসলিম রাজ্যসমূহ মুঘল সার্বভৌমত্বের প্রতি ঝুঁকী হয়ে দাঙিয়েছিল। পাশাপাশি দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছিল। সুতরাং দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল।

**গ** উদ্দীপকের স্থাপত্যের সংগে আমার পঠিত মুঘল সম্রাট শাহজাহান নির্মিত অনন্য স্থাপত্য 'তাজমহল' এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সম্রাট শাহজাহানের অনবদ্য, অমর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো যমুনা নদীর তীরে আগ্রায় নির্মিত তাজমহল। এটি পৃথিবীর সম্মত আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম। ওস্তাদ ইশ্যা খা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তাজমহলের স্থপতি।

ইতিহাসিক হামিদ লাহোরের মতে, সম্রাট শাহজাহান ৫০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে দীর্ঘ বারো বছরে এবং ইতিহাসিক টোভানিয়ারের মতে, ২০ হাজার শিল্পী ও কারিগরের ২২ বছর পরিশ্রমে ও কোটি মুদ্রা ব্যয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

উদ্দীপকের স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান তার স্তুর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য প্রয়াসে একটি অনিল্দ্য সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ঠিক একইভাবে সম্রাট শাহজাহানও তার স্তুর মহত্ত্ব মহলের স্মৃতি ধরে রাখার উদ্দেশ্যে তার সমাধির উপর একটি সৃতিসৌধ নির্মাণ করেন যা ইতিহাসে তাকে অমরত্ব দান করেছে। হ্যান্ডেল বলেন, 'দেশ এবং বিদেশ শিল্পীগণ এ সমাধিসৌধটি নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন।' তিনি তাজমহলকে 'ভেনাস দ্য মিলো' বলে আখ্যায়িত করেন। ড. স্মিথের মতে, ইউরোপীয় ও এশিয় শিল্প রীতিতে, পার্সি ভ্রাউনের মতে, ইন্দো-পারসিক রীতির সংমিশ্রণে এটি তৈরি হয়। অপরাজেয় ও অনিল্দ্য সৌন্দর্যের আধার তাজমহলকে মধ্যযুগীয় পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য বস্তুসমূহের অন্যতম বলে পরিগণিত করে। আগ্রার এই তাজমহলের সৌন্দর্য অবরুদ্ধ। বিশ্বকবি রবিন্সন ঠাকুর তার 'শাহজাহান' কবিতায় তাজমহল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাজমহলকে হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা উল্লেখ করেছেন। ওপরের আলোচনার আলোকে বলা যায় উদ্দীপকের স্থাপত্য তথা আজ-জাহরা প্রাসাদের সাথে তাজমহলের মিল রয়েছে।

**৫** উদ্দীপকের খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের কর্মকাণ্ডের মতোই সম্রাট শাহজাহানও স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে অপরিসীম কৃতিত্বের অধিকারী। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা। ইতিহাসিগণ তাকে 'স্থাপত্যের রাজপুত' বলে অভিহিত করেছেন।

সম্রাট শাহজাহান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যশিল্প 'তাজমহল' নির্মাণ করেন। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস, অলংকরণের সৃজ্ঞতা ও নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। সম্রাট শাহজাহানের শিল্পানুরাগের আরেকটি অপূর্ব নিদর্শন হলো 'ময়ূর সিংহাসন'। সম্রাট শাহজাহান আগ্রা দুর্গে দেওয়ান-ই-আমের উত্তরে শ্রেতপথের হারা মতি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাছাড়া তিনি দিল্লিতে সুরক্ষিত লাল কেলা নির্মাণ করেন। দিল্লির জামে মসজিদ তার অন্যতম এক কীর্তি। সম্রাট শাহজাহানের সময় নির্মিত শিশমহল ও জুইমহল ছিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুশোভিত রাজকীয় আবাসগৃহ। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে তিনি সুসাম্যাম বুরুজ নামে অপূর্ব সুন্দর একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি করেন। তাছাড়া সম্রাট শাহজাহান আরও অন্যান্য স্থাপত্য দিল্লি, আগ্রা, লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর, আজমির ও আহমদাবাদের সুন্দর অঞ্চলিকা তৈরি করেন। এ ছাড়া নিজামউদ্দিন আউলিয়া মাজার, লঙ্ঘাল, খাওয়ারগাহ, শালিমার উদ্যান প্রভৃতি তার স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। তার এ স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষতার কারণে তার রাজত্বকালকে ইতিহাসিগণ মুঘল শাসনের 'স্বর্ণমূল' বলে আখ্যায়িত করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, আজ-জাহরা প্রাসাদের নির্মাতা খলিফা আব্দুর রহমানের মতো সম্রাট শাহজাহানও স্থাপত্য শিল্পে অনন্য অবদান রেখেছেন।

**প্রদা ▶ ৩৯** দিল্লিতে এক সময় শামস আফিফ নামক একজন ব্যক্তি ১৪২১ খ্রি: সংঘটিত এক ইতিহাসিক ঘূর্ম্বের মধ্যে দিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ক. সম্রাট আকবর কত খ্রি: দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন? ১  
খ. তুয়ুক-ই-বাবর সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ। ২  
গ. উদ্দীপকের শামস আফিফের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বাসনকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৩  
ঘ. শামস হিসেবে উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

### ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন।

**ব** বাবরনামা বা তুয়ুক-ই-বাবর সম্মাট বাবরের গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি তাঁর জীবনের নানা ঘটনাবলি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া এ গ্রন্থে বাবর তৎকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার এক মনোমুগ্ধকর বিবরণ প্রদান করেছেন। পরিশেষে বলা যায় যে, তুয়ুক-ই-বাবর ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত।

**গ** সৃজনশীল ১৭ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ১৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ৪০** আব্দুল মোমিন তালুকদার একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁর ছিল চার পুত্র। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবেন এ নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বন্ধ শুরু হয়। ফলে এক পর্যায়ে তা গৃহযুদ্ধে বৃপ্ত নেয় এবং আব্দুল মোমিন গৃহবন্দী হন। /জগতী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী/

ক. 'বাবর' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. The Prince of builders of Engineering king কাকে এবং কেন বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্দুল মোমিনের চরিত্রের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মুঘল সম্মাটের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত গৃহযুদ্ধে সম্মাটের কোন পুত্র জয়ী হন এবং সফলতার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

## ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাবর শব্দের অর্থ সিংহ।

**গ** স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাট শাহজাহানকে The prince of builders or Engineer King বলা হয়।

সম্মাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু এবং শৈলিক মনের মানুষ। তিনি স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁর আমলে তাজমহল, মতি মহল, শিশ মহল, দিউয়ান-ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, মুসাম্মার বুরুজ প্রভৃতি স্থাপত্য শৈলী নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব স্থাপত্য ছিল কারুকার্যবিচিত্র মূল্যবান শ্বেত পাথর দ্বারা নির্মিত। তাই তাঁকে The Prince of builders or Engineer king বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত আব্দুল মোমিনের চরিত্রের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের মুঘল সম্মাট শাহজাহানের সাদৃশ্য রয়েছে।

সম্মাট শাহজাহান মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম শাসক। তাঁর প্রকৃত নাম খুররঞ্জ। তাঁর শাসনামলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উত্তরাধিকার সংগ্রাম। ১৬৫৭ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চার পুত্র দারাশিকো, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ সিংহাসন লাভের জন্য আঘাতাতী সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। উদ্দীপকেও অনুরূপ ঘটনা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত আব্দুল মোমিন তালুকদার একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবেন এ নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বন্ধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে তিনি গৃহবন্দী হন। যা সম্মাট শাহজাহানের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে সম্মাট আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণ্যাত্মক সুবাদার পদে ইন্সুফা দিতে বাধ্য করেন এবং গোলকুন্ডা ও বিজয়পুর অভিযানে নিষিদ্ধ করেন। যা ভাতৃবন্দকে প্রকট করে তোলে। ফলশ্রুতিতে আওরঙ্গজেব, দারা ও মুরাদের মধ্যে ত্রি-শক্তিজোট গঠিত হয়। এক পর্যায়ে সম্মাট শাহজাহান গৃহবন্দী হন। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে আব্দুল মোমিনের সাথে মুঘল সম্মাট শাহজাহানের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ সম্মাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার বন্ধে আওরঙ্গজেব সফলতা লাভ করেছিলেন।

সম্মাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেব সব দিক থেকে উপর্যুক্ত ছিলেন। ইংরাজী প্রসাদ বলেন, 'প্রতিষ্ঠিন্দের এমন কেউই ছিলেন

না যিনি কৃটনেতৃত্ব, রাজনৈতিক এবং সেনাপতিত্বে আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ ছিলেন।' এছাড়া দারার সেনাবাহিনী অপেক্ষা আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী ছিল রণণীতিপূর্ণ এবং সুস্থল। তাঁর সেনাপতিরাও দারার সেনাধ্যক্ষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিল। মীর জুমলা, শায়েস্তা খান নিঃসন্দেহে দারার সেনাপতি খলিলুল্লাহ খান, যশোবন্ত সিংহ ও বৃন্দম খানের তুলনায় আওরঙ্গজেবের অন্তর্শাল্প তাঁর ভাতাদের চেয়ে উন্নত ছিল। এমনকি সম্মাট আওরঙ্গজেবের গোলাবারুদ, কামান, গোলন্দাজ বাহিনী তাঁর ভাতাদের তুলনায় উন্নত ছিল। তাছাড়া দারা শিয়া মতালম্বী ও হিন্দুদের প্রতি অনুরূপী হওয়ায় আওরঙ্গজেব সুন্নি জনগণের সমর্থন লাভ করেন। তাঁরা আওরঙ্গজেবকে ইসলামের বৃক্ষক হিসেবে মনে করে তাঁকে সমর্থন জানান। অধিকতু শাহজাহানের পক্ষপাতিত্ব নীতি ও দারার প্রতি মাত্রাধিক দুর্বলতা উত্তরাধিকারী হন্দ্রের সময় অসুস্থতার জন্য নির্দিষ্ট থাকা প্রভৃতি আওরঙ্গজেবের বিজয়কে সহায়তা করেছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, আওরঙ্গজেব তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতাসহ ওপরে আলোচিত কারণে ভাতাদের সঙ্গে উত্তরাধিকার সংগ্রামে সফলতা লাভ করেছিলেন।

**প্রশ্ন ৪১** আলম দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন বটে, সাহিত্য শিল্পের প্রতিও তিনি প্রগাঢ় অনুরূপী ছিলেন। তাঁর সরলতা, অক্ষতিমতা নিখুঁত বিচার বৃক্ষ, মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রজাহিতেষণা ন্যায় বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সরাইকে মৃৎ করত। তিনি কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, অতি অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে কাব্য প্রবণতা দেখা দেয়। তিনি একটি বংশের প্রতিষ্ঠাসহ তাঁর আঘাতরিতও রচনা করেন। /রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ/

ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১

খ. এই যুদ্ধ কার কার মধ্যে সংঘটিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে আলমের চরিত্রে জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আঘাতীবানী সাহিত্য সম্পদ ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ - বিশ্লেষণ করো। ৪

## ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

**ঘ** পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সম্মাট বাবর ও সুলতান ইব্রাহিম লোদির মধ্যে সংঘটিত হয়।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল বাবর ইব্রাহিম লোদির সাথে ঐতিহাসিক পানিপথ প্রত্নরে সমরে অবর্তী হয়। পানিপথ নামক স্থানটি ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে ৮০ কি.মি. উত্তরে হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত। এ যুদ্ধে বাবরের নিকট ইব্রাহিম লোদি পরাজিত ও নিহত হন।

**গ** উদ্দীপকে আলমের চরিত্রে জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের সাহিত্য ও শিল্পানুরূপী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

বাবর কেবল একজন শাসক ও সেনাপতি না— তিনি সুসাহিত্যিক, নিম্নুণ সমালোচক, অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা ও বিহ্বান ছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বিভিন্ন ভাষায় গদ্য ও কাব্য রচনা করেছেন। 'বাবুরনামা', তাঁর গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তুর্কি ভাষায়, তিনি 'দিউয়ান' নামক কাব্য সংকলন রচনা করেন। এছাড়া তিনি 'নুবাইয়া' নামক একটি পদ্যছন্দ ধারার স্বষ্টি। সাহিত্য ছাড়াও বাবর সংগীত, শিল্প ও ছন্দলিপির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। একজন সংগীতপ্রেমী হিসেবে তিনি ফারসি ও তুর্কি ভাষায় অনেক সংগীত রচনা করেছিলেন। তিনি একজন উত্তম বন্দুশিল্পী ছিলেন। বিশি বাজানো তাঁর প্রিয় স্থ ছিল। প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব, শিল্পসুলভ মানসিকতা ও রোমাঞ্চকর জীবন তাঁকে ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিগত করেছে।

একইভাবে উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়, আলম সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি প্রগাঢ় অনুরূপী ছিলেন। তিনি কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে কাব্য প্রবণতা দেখা দেয়। এছাড়া তিনি তাঁর আঘাতরিতও রচনা করেন। তাই বলা যায়, আলমের চরিত্রে জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের এই বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশিত হয়েছে।

**ঘ** উক্ত আজাজীবনী অর্থাৎ 'তৃযুক-ই-বাবরী' সাহিত্য সম্পদ ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— উক্তিটি যথার্থ।

মধ্যযুগের ইতিহাসে সম্মাট বাবরের সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তৃকি ভাষায় লিখিত আজাজীবনীমূলক গ্রন্থ 'তৃযুক-ই-বাবরী' সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে বাবরের 'তৃযুক-ই-বাবরী'। বা বাবরনামা এর গুরুত্ব অপরিসীম। স্যার-ই-গেনিস রস বাবরের আজাজীবনীকে সর্বযুগের সাহিত্যের মনোমুগ্ধকর ও রোমাঞ্চকর সৃষ্টিগুলোর অন্যতম বলে ঘনে করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে ঐতিহাসিকগণ মানুষ বাবর এবং সম্মাট বাবর সম্পর্কে সম্যক তথ্য আহরণ করতে পারেন।

এ গ্রন্থ সে যুগের আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বাবর তার বর্ণনায় ভারতের শহর ও গ্রামগুলোকে অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর বলেছেন। পাহাড়-পর্বত, জলপ্রপাত, ঝরনা ও ফুলের বাগান শোভিত বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ কাবুলের ডুলনায় তিনি উক্তর ভারত ও মধ্য ভারতের সমভূমিকে বৈচিত্র্যাত্মক এবং একযোগে বলে বর্ণনা করেছেন। বাবরের রচিত আজ্ঞাচরিত এমন একটি উৎকৃষ্ট ও বাস্তবধৰ্মী সাহিত্য যে এটি পাঠ করলে পাঠকের সম্মুখে আসল ঘটনা ভেসে ওঠে। সৈয়দী প্রসাদ যথাথৰ্থ বলেছেন 'পূর্বদেশীয় কোনো নৃপতি ই বাবরের ন্যায় এরূপ সুস্পষ্ট মনোমুগ্ধকর এবং সত্যনিষ্ঠ আজাজীবনী রচনা করেননি।'

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম্মাট বাবরের আজাজীবনী 'তৃযুক-ই-বাবরী' ভারতবর্ষের এক অনন্য ঐতিহাসিক দলিল।

**প্রশ্ন** ► ৪২. সম্মাট শাহ আলম তার সাম্রাজ্যের সকল শ্রেণির জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য একটি বিশেষ গোষ্ঠীর লোকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং নিজ পুত্রকে উক্ত গোষ্ঠীর এক কল্যাণ সাথে বিবাহ দেন। তিনি উক্ত গোষ্ঠীর লোকদের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে চাকরি দেন এবং তাদের ওপর নির্ধারিত কর ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন।

/রাজস্বামী সরকারী মহিলা কলেজ/

ক. চৌসার যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১

খ. মনসবদারি প্রথা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সম্মাট শাহ আলমের সাথে মুঘল সম্মাট আকবরের কোন নীতির সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সম্মাটের বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও সদাচারণ তার রাজ্যে এক নবযুগের সূচনা করে - উক্ত নীতির আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. চৌসার যুদ্ধ ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ. সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. সৃজনশীল ৩১ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৩১ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

#### প্রশ্ন ► ৪৩



/রাজস্বামী সরকারী মহিলা কলেজ/

ক. বাবরের আসল নাম কী? ১

খ. রাজপুত নীতি বলতে কী বোঝা? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চিত্রটি কোন শাসকের শাসনকাল নির্দেশ করে?

তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসককে 'Prince of Builders' বলার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাবরের আসল নাম হলো জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর।

খ. সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি তাজমহলের, যা মুঘল সম্রাট শাহজাহানের শাসনকাল নির্দেশ করে।

সম্মাট শাহজাহানের অনবন্য, অমর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো যমুনা নদীর তীরে আগ্রায় নির্মিত তাজমহল। এটি পৃথিবীর সপ্তম আঁচর্যের মধ্যে অন্যতম। জনৈক ফরাসি ওস্তাদ দেশা বী ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত তাজমহলের স্থপতি। যে স্থাপত্যশিল্প পত্রী প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টিক্রূপে আজও কোটি মানুষের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে থায়। উদ্দীপকে এ তাজমহলের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে নির্দেশকৃত স্থাপত্য শিল্প হলো তাজমহল। যেটি সম্মাট শাহজাহান তার প্রিয়তমা স্ত্রী মহতাজ মহলের নামানুসারে তার সমাধির ওপর নির্মাণ করেন। এটি সম্মাট শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি। যমুনা নদীর তীরে আগ্রায় নির্মিত এ তাজমহল শুধু মুঘল স্থাপত্য নির্দশন নয় বরং পত্রীপ্রেমের একটি উজ্জ্বল প্রতীকৰূপেও স্বীকৃত। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে এটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০ হাজার লোকের ২২ বছরের অন্তর্গত পরিশ্রমের ফলে প্রায় তিনি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তাজমহলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস অলংকরণের সূক্ষ্মতা ও নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। তবে তাজমহল শুধুমাত্র ইট-পাথরে নির্মিত এক স্থাপত্য নয় বরং এটি আজও মানুষকে পত্রীপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে। তাই বলা যায়, তাজমহল সম্মাট শাহজাহানের পত্রীপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টিত।

ঘ. স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করার জন্য শাহজাহানকে The Prince of Builders বলা হয়।

ডারতবর্ষে মুঘল শাসনামলে স্থাপত্যশিল্পে অত্যধিক উন্নতি সাধিত হয়। আর সম্মাট শাহজাহানের সময়ে স্থাপত্যশিল্প উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে যায়। এ শিখের উন্নতি সাধনের ফলে সমগ্র মুঘল যুগকেই উজ্জ্বল করেছে।

ঐতিহাসিকগণ সম্মাট শাহজাহানকে The Prince of Builders of Engineer King বলে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত স্থাপত্য শিল্পে অসামান্য অবদানের জন্য তাকে এ উপাধি প্রদান করা হয়েছে। তার নির্মিত স্থাপত্যসমূহের মধ্যে তাজমহল সর্বশীর্ষে। প্রিয়তমা পত্রী মহতাজ মহলের স্থিতিকে চির অঞ্চল করে রাখার জন্য তিনি এটি নির্মাণ করেন। তিনি রাজধানী আগ্রায় দিউয়ান-ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, শিশ মহল ইত্যাদি স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন। বহু মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত দিউরি জামে মসজিদ তার স্থাপত্য অনুরাগের একটি বিশেষ নির্দশন। পৃথিবী বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন সম্মাট শাহজাহানের নির্মিত অনুপম শিল্পকীর্তির অন্যতম একটি নির্দশন। বর্তমানে যা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। তার এ সকল অনবন্য অবদান শুধু তার রাজত্বকালকেই নয়, প্রকারান্তরে মুঘল যুগকেই উজ্জ্বল করেছে। আর এ কারণেই ঐতিহাসিকগণ তাকে 'স্থাপত্যের রাজপুত' বলে অভিহিত করেছেন, যা অত্যন্ত যৌক্তিক।

ঘ. সোহেল রানা যুদ্ধের ওপর নির্মিত ছবি দেখতে পছন্দ করেন। এরূপ একটি ছবিতে তিনি দেখলেন এক রাজা অসুস্থতার সুযোগে তার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে সবচেয়ে ঘোগ্যতম পুত্র অন্যান্য ভাইদের পরাজিত করে সিংহাসন দখল করেন এবং পিতাকে নজরবন্দী করেন। তবে তিনি রাজধানীতে অবস্থান কুরতে পারেননি। সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্রোহ ও গোলযোগ দেখা দিলে তিনি সেখানে গমন করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অবস্থান করেন।

/রাজপুত সরকারী মহিলা কলেজ/

ক. সম্মাট শাহজাহানের পত্রী মহতাজের প্রকৃত নাম কী? ১

খ. সম্মাট শাহজাহানকে 'The Prince of Builder of Engineer King' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্বীপকের আলোকে উত্তরাধিকার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা দখলের ঘটনা বর্ণনা করো।

ঘ. আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির শেষ পরিণতি কী হয়েছিল? বিশেষণ করো।

৪

#### ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সম্রাট শাহজাহানের ত্রু মহাজের প্রকৃত নাম আরজুমান বানু বেগম।

খ. স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য সম্রাট শাহজাহানকে The Prince of Builders or Engineer King বলা হয়।

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্য পিপাসু এবং শিল্প মনের মানুষ। তিনি স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। তার আমলে তাজমহল, মতি মহল, শিশ মহল, দিউয়ান-ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, মুসাম্মার বুরুজ প্রভৃতি স্থাপত্য শৈলী নির্মাণ করা হয়েছিল। তাই তাকে The Prince of Builders or Engineer king বলা হয়।

গ. উদ্বীপকের ন্যায় উত্তরাধিকার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা দখলের একই রূপ বিদ্যমান।

সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেব ছিল সবার থেকে যোগ্য। কিন্তু সম্রাট মেহের বশে তাকে উপেক্ষা করে দারাকে বেশি প্রাধান্য দেন, যা উত্তরাধিকার ঘন্টের সূচনা করে। এই ঘন্টের আওরঙ্গজেব নিজ যোগ্যতাবলে জয়লাভ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। উদ্বীপকেও অনুরূপ ঘটনা লক্ষণীয়।

উদ্বীপকে দেখা যায়, এক রাজার অসুস্থিতার সুযোগে তার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ শুরু হলে যোগ্যতম পুত্র অন্যান্য ভাইদের পরাজিত করে সিংহাসন দখল করেন। অনুরূপভাবে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি যোগ্যতম পুত্র আওরঙ্গজেবকে বাদ দিয়ে দারাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তখন দারা সাম্রাজ্যের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা চালায়। ফলে আওরঙ্গজেব, শাহ সুজা এবং মুরাদ সম্রাটের এই তিনিও চুক্তিবন্ধ হয়ে দারাশিকোর বিরুদ্ধে দিলি অভিযুক্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু দারাশিকোর পুত্র সুলায়মান শিকো বাহাদুরগড়ের যুদ্ধে সুজাকে পরাজিত করে। এরপর ধর্মাটের যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের ও মুরাদের যৌথ বাহিনীর নিকট রাজকীয় বাহিনী পরাজিত হয়। পরবর্তীতে সামুগড়ের যুদ্ধে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের বাহিনীর নিকট দারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুঘল সিংহাসন লাভ নিশ্চিত হয়। এরপর তিনি মুরাদ ও শাহ সুজাকে দমন করেন। এরপর দারাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে আওরঙ্গজেবের চূড়ান্তভাবে মুঘল সিংহাসন অধিকার করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্বীপকের সিংহাসনে আরোহণ এবং আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণের অধিকার একইরূপ ছিল।

ঘ. আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি তার দেহ ও সাম্রাজ্যের ধ্বনি তেকে এনেছিল।

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্পর্কে স্যার হনুমান্থ সরকার বলেন, 'আপাত দৃষ্টিতে স্কল কিছু লাভ করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সকল কিছুই হারালেন। এ সময় হতেই তার পতনের সূচনা হয়। তার জীবনের মর্মান্তিক এবং অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে।' দাক্ষিণাত্য বিজয়ের মাধ্যমে ১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট কাবুল হতে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর হতে কুমারিকা অস্তরীপ পর্যন্ত বিশাল ও বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের এক অপ্রতিবন্ধী নরপতির মর্যাদা লাভ করেন। এতদসত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দাক্ষিণাত্য জয়ের ফলে সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ইওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের অধিনীতিতেও সংকট দেখা দেয়। উত্তর ভারতে সম্রাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সেখানে সম্রাটের প্রভাব হ্রাস পায় ফলে আফগান, শিখ, জাঠ, মেওয়াটি ও রাজপুতরা চারদিকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এভাবে সম্রাটের জীবিতাবস্থায় মুঘল সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয় এবং এ অবস্থার বিবুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মতো ক্ষমতা সম্রাটের ছিল না। দাক্ষিণাত্য নীতির ব্যর্থতার ফলে দুশিঙ্গায় সম্রাটের মন ও শরীর

ভেঙে পড়ে এবং ভগ্নস্থান্ত্য নিয়ে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ ভারতের শেষ উল্লেখযোগ্য মুঘল সম্রাট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় দাক্ষিণাত্য সম্রাটের দেহের ও সাম্রাজ্যের সমাধিভূমি ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ জনাব হুরমত আলী সংসদ নির্বাচিত হয়েই তার নির্বাচনী এলাকায় শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং জনহিতকর কার্য সৃষ্টিভাবে পরিচালনার জন্য ধর্ম ও দলের লোকদের সহযোগিতা উপলব্ধি করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি অন্যান্য ধর্ম ও দলের লোকদের সাথে মিলনাঞ্চক নীতি গ্রহণ করেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও দলমত নির্বিশেষে সকলকে সমান চোখে দেখেন এবং জনহিতকর কার্যে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। তার এ পদক্ষেপের ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে শাস্তি ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।

/গজীগুর সরকারি মহিলা অক্সে/

ক. সম্রাট আকবর কাকে খান বাবা বলে ডাকতেন? ১

খ. মনসবদারি প্রথা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্বীপকে বর্ণিত গৃহীত নীতির সাথে সম্রাট আকবরের রাজপুতনীতির কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্বীপকের আলোকে সম্রাট আকবরের রাজপুতনীতি কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছিল - বিশেষণ করো। ৪

#### ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সম্রাট আকবর বৈরাম খানকে খান বাবা বলে ডাকতেন।

খ. সূজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সবার সহযোগিতা লাভের ক্ষেত্রে উদ্বীপকে বর্ণিত হুরমত আলীর মিলনাঞ্চক নীতি এবং সম্রাট আকবরের রাজপুতনীতির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

সম্রাট আকবর বিচক্ষণতা ও উদারতার সাথে রাজপুতদের ন্যায় এক সংগ্রামশীল জাতিকে মুঘলদের সাথে মিত্রতার সূত্রে আবন্ধ করার নীতি গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষায় সম্রাট আকবর ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম অবসরের রাজা বিহারীমলের কল্পা যোধবাটীকে বিবাহ করেন। ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিকানির রাজকন্যারও পাণি গ্রহণ করেন। এছাড়া ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে জয়পুরের রাজা ডগবান দাসের কল্পা সাথে পুত্র সেলিমের বিবাহ দেন। এভাবে আক্রীয়তার বন্ধনে আকবর শক্তিশালী রাজপুতদের সহায়তা লাভ করেন। তাছাড়া তিনি হিন্দুদেরকে তথা রাজপুতদের দেশের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে উচ্চ পদে নিয়োগ করে তাদের আনুগত্য লাভ করেন। ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট তীর্থযাত্রীদের ওপর অর্পিত কর এবং ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে জিজিয়া করের বিলোপ সাধন করে রাজপুতদের সাহায্য লাভ করে নৈতিক শক্তি গ্রহণ করেন। তদুপরি সম্রাট রাজপুতদের সাথে মিলনাঞ্চক নীতি গ্রহণ করলেও তাদের রাজনৈতিক স্থানতাকে সহ্য করেননি। প্রয়োজনবোধে যুদ্ধের মাধ্যমেও আকবর রাজপুত রাজন্যবর্ণের নিকট থেকে রাজা ছিনিয়ে নিতে স্থূলাবোধ করেননি। উদ্বীপকের হুরমত আলী সাম্রাজ্যের সকলকে সমান চোখে দেখেন। তার এরূপ নীতির উদ্দেশ্য ছিল শাসন কাজে সকলের সহযোগিতা লাভ করা।

তাই বলা যায় যে, হুরমত আলীর মিলনাঞ্চক নীতি এবং আকবরের রাজপুত নীতি শাসন কাজে সহযোগিতা লাভের দিকদিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি সর্বজ্ঞারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সম্রাট আকবর নিজ সাম্রাজ্যের ডিত সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করেন তথাক্ষে রাজপুত নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি রাজপুতদের সাথে মিলনাঞ্চক ও প্রয়োজনে দমনমূলক আবার কখনও সংস্কারমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এ সকল নীতি ভারতের আর্থ-সামাজিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মূলত রাজপুতদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে আকবর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করেন। এ নীতির ফলেই মুসলিম বিশ্বাসী রাজপুতরা মুঘল শক্তির গুরুত্বপূর্ণ স্তরে পরিণত হয়। রাজপুতদের

সহযোগিতায় মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল। মুঘলদের প্রতি আনুগত্য ও বিষ্ণুপ্রতিরোধ ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অধিকন্তু সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্য ছিল একাধারে মুঘল শোর্ষ-বীর্য, কৃটনীতি ও রাজপুতদের বীরত্ব ও কর্ম দক্ষতার ফসল। এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। তাছাড়া রাজপুতনীতি আকবরকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে উদারতার এক মূর্ত প্রতীকে পরিণত করে। এ নীতির সূত্র ধরেই তিনি 'মহান আকবর' উপাধিতে বিভূষিত হয়েছেন।'

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের উৎকর্ষ সাধনে রাজপুত নীতি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল।

**প্রশ্ন ৪৬** বাংলা একাডেমি প্রতি বছরই ক্ষেত্রব্যাপি মাস জুড়ে বই মেলার আয়োজন করে। উক্ত বই মেলায় মতিন একটি বই অনেক মূল্য দিয়ে ক্রয় করেন। মতিনের বৃন্দু তুহিন এত বেশি মূল্যে বই কেনার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মতিন উভয়ের বলেন- বইটিতে লেখা রয়েছে একজন শাসকের আত্মজীবনী, যাতে তিনি লিখেছেন নিজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, যুদ্ধে জয়-পরাজয়, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, দোষ-তুটিসহ তার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ইতিহাস। বইটির সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা আমাকে মৃগ্য করছে তাই আমি অধিক মূল্য দিয়ে বইটি কিনলাম।

/পাঞ্জুর সরকারী মহিলা কলেজ/

ক. বাবর শব্দের অর্থ কী? ১

খ. খানুয়ার যুদ্ধকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বইটি কোন মুঘল সম্রাটের লিখিত কোন গ্রন্থটির ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কতটুকু পুরুত্ব বহন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাবর শব্দের অর্থ সিংহ।

খ. খানুয়ার যুদ্ধকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ বলা হয়। কেননা এ যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়।

গ. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ অপেক্ষা খানুয়ার যুদ্ধ অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। এ যুদ্ধে রানা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে বাবর রাজপ্রতিদের কর্তৃত্ব বিনষ্ট হয় এবং ভারতে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিনষ্ট হয়। কে. কে. দত্ত তাই নিষ্পত্তিভাবে বলেন, 'খানুয়ার যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ।'

ঘ. উদ্দীপকের বইটি মুঘল সম্রাট বাবর রচিত 'বাবরনামা' গ্রন্থটির ইঙ্গিত বহন করে।

মধ্যযুগের ইতিহাসে সম্রাট বাবরের সাহিত্য প্রতিভাব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তুর্কি ভাষায় লিখিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'তুযুক-ই-বাবরী' সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে বাবরের 'তুযুক-ই-বাবরী'। বা বাবরনামা এর পুরুত্ব অপরিসীম। স্যার-ই-গেনিস রস বাবরের আত্মজীবনীকে সর্বযুগের সাহিত্যের মনোমুগ্ধকর ও রোমাঞ্চকর সৃষ্টিগুলোর অন্যতম বলে মনে করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে ঐতিহাসিকগণ মানুষ বাবর এবং সম্রাট বাবর সম্পর্কে সম্যক তথ্য আহরণ করতে পারেন।

এ গ্রন্থে সে যুগের আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বাবর তার বর্ণনায় ভারতের শহর ও গ্রামগুলোকে অপরিজ্ঞ ও অস্বাস্থ্যকর বলেছেন। পাহাড়-পর্বত, জলপ্রপাত, ঝরনা ও ফুলের বাগান শোভিত বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ কাবুলের তুলনায় তিনি উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের সমভূমিকে বৈচিত্র্যহীন এবং একঘেয়ে বলে বর্ণন করেছেন। বাবরের রচিত আত্মচরিত এমন একটি উৎকৃষ্ট ও বাস্তবধর্মী সাহিত্য যে এটি পাঠ করলে পাঠকের সম্মুখে আসল ঘটনা ভেসে ওঠে। স্ট্রাই প্রসাদ যথার্থই বলেছেন 'পূর্বদেশীয় কোনো নৃপতিই বাবরের ন্যায় এবং সুস্পষ্ট মনোমুগ্ধকর এবং সত্যনিষ্ঠ আত্মজীবনী রচনা করেননি।

**ব** মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পানিপথের যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে দীঘদিনের ক্ষমতাসীন লোদি শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ যুদ্ধের ফলে ইন্দ্রাধীম লোদি তার বহু সংখ্যক সৈন্যবাহিনীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয় লাভের ফলে বাবর দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে লোদি সাম্রাজ্যের ধ্রংসন্ত্বপের উপর মুঘল বংশের বুনিয়াদ বা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পানিপথের যুদ্ধান্তে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রভৃতি সম্পূর্ণ বৃপ্ত না হলেও আংশিকভাবে বাবরের হাতে চলে যায় এবং তাকে অনুসরণ করেই পরবর্তী মুঘলরা উপমহাদেশে প্রায় দুশ বহুব্যাপী রাজত্ব কায়েম করেন। পানিপথের যুদ্ধে বিজয়ী ইওয়ার পর বাবর মুঘল বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে ভারতে গোলম্বাজ বাহিনী প্রবর্তন করেন। পানিপথের ১ম যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘলদের উত্থানের পথ উন্মুক্ত হয়। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় এ যুদ্ধের ভূমিকা অনন্য।

**প্রশ্ন ৪৭** সম্রাট আশরাফ ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক। তিনি সকল ধর্মের সার্বজনীনতায় ও একেষ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি সব ধরনের সার নিয়ে 'ক'-নামক একটি জাতীয় ধর্ম প্রবর্তন করেন। এটি ছিল একটি ধর্মীয় মতবাদ। এ মতবাদ নামাজ, রোজা, হজ, আজান প্রদান, দাঢ়ি রাখা ও হাদিস শিক্ষা করা ইত্যাদির কোন অবকাশ ছিলনা।

/উজ্জু দাহী স্কুল এত কলেজ, চৰক/

ক. মহতাজ মহল কে ছিলেন? ১

খ. পানি পথের ছিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে যা জান লেখ। ২

গ. সম্রাট আশরাফের 'ক' ধর্মের সাথে সম্রাট আকবরের কোন ধর্মনীতির সামঞ্জস্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ভূমি কি মনে কর সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি ছিল ইসলামের প্রতি তুমকি? উভয়ের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মহতাজ মহল ছিলেন মুঘল সম্রাট শাহজাহানের স্তু।

খ. সম্রাট আকবর ও বৈরাম খানের নেতৃত্বে ২,০০০ মুঘল সৈন্য হিমু গতিকে রোধ করার জন্য ১৫৮৬ সালের ৫ নভেম্বর পানিপথের ঐতিহাসিক বৃণক্ষেত্রে যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ইতিহাসে সে যুদ্ধই পানিপথের ছিতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত।

এ যুদ্ধে হিমু পরাজিত, ধৃত ও নিহত হন। এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে আকবর দিল্লি ও আগ্রা দখল করে মুঘল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন এবং ভারতে দীর্ঘকাল স্থায়ী মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান।

গ. উদ্দীপকে সম্রাট আশরাফের 'ক' ধর্মের সাথে সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মাত্মকের সামঞ্জস্য আছে।

সম্রাট আকবর ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক। কবির, নানক, চৈতন্য প্রমুখ ধর্মাচার্যগণের ন্যায় আকবরও সকল ধর্মের সার্বজনীনতায় ও একেষ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম শাসক, যিনি রাজ্যীয় ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সমরূপ সাধনে উৎপর হন। উদ্দীপকে আশরাফ যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সব ধর্মের মূলকথা নিয়ে 'ক' নামক একটি সর্বজনীন ধর্মাত্ম প্রবর্তন করেন। একইভাবে মুঘল সম্রাট আকবরও সুলহি-ই-কুল নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে দীন-ই-এলাহী বা তৌহিদ-ই-ইলাহী (ঐশ্বী একেষ্বরবাদ) নামক ভারতের বুকে একটি জাতীয় ধর্ম প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক সৈয়দী প্রসাদ বলেন, "সব ধর্মের উৎকৃষ্ট নীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত এটি একটি সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম।" বস্তুত এটিকে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম না বলে ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে অভিহিত করাই সমীচীন। এই মতবাদের অনুসারীবুন্দকে সম্রাটের নামে তাদের সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম এই চারটি জিনিস উৎসর্গ করতে হতো। এ ধর্মের বিধান অনুযায়ী, সম্রাটকে সিজদাহ করতে হতো। তবে এ ধর্মাত্ম মাত্র ১৮ জন গ্রহণ করেছিলেন। আর সম্রাট আকবরের মৃত্যুর সাথে এ ধর্মাত্মের বিলোগ ঘটে।

**য** হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ সম্মাট আকবরের ধর্মনীতি ছিল ইসলামের প্রতি কুমকিরূপ।

মূলত সম্মাট আকবরের প্রবর্তিত দীন-ই-এলাহী ধর্মমতানুসারে সম্মাটের নামে সম্পত্তি, জীবন, সম্যান ও ধর্ম- এ চারটি জিনিস উৎসর্গ করা হতো এবং সম্মাটকে সেজাহাহ দিতে হতো, যা ছিল ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থ। এছাড়াও দীন-ই-এলাহী ধর্মমতের অনুসারীদের শূকর, কুকুর ইত্যাদি প্রতিপালন এবং সিন্ধু ও সোনালি কারুকার্যখচিত পোশাক পরিধান করতে উৎসাহ প্রদান করা হতো। এ মতবাদে নামাজ, রোজা, হজ, আজান প্রদান, দাঢ়ি রাখা, কুরআন ও হাদিস শিক্ষা করা ইত্যাদির অবকাশ ছিল না। ফলে এটি ছিল ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মমত। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, “আকবর তার পূর্বপুরুষদের এবং প্রথম যৌবনের ধর্মের প্রতি তিক্ত বিরোধিতা প্রদর্শন করেন এবং প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অবমাননা করেন।” দীন-ই-এলাহী ধর্মমতে বিশ্বাসীগণকে মৃত্যুর পূর্বেই পাথের সংগ্রহের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করতে হতো। এটি ছিল ইসলামের পরিপন্থ। তথাপি এ ধর্মের অনুসারীরা পরম্পরারের সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে তারা আসসালামু আলাইকুম না বলে ‘আরাহ আকবর’ এবং প্রত্যুভাবে ‘ওয়া আলাইকুমস সালাম’ না বলে ‘জাল্ল জালালুহু’ বলতেন, যা ছিল ইসলাম ধর্মের অবমাননার শামিল।

উপর্যুক্ত ‘আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম্মাট আকবরের প্রবর্তিত দীন-ই-এলাহী ধর্মমত ছিল ইসলাম ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

**প্রশ্ন** ▶ ৪৮ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন একজন বিখ্যাত শাসক। রাজ্য জয় ছিল তার নেশা। তিনি স্পেনসহ অনেক দেশ জয় করেন। কিন্তু স্পেন জয় ছিল তার প্রতনের অন্যতম ক্ষয়ণ। যার জন্য তার এই জয়কে স্পেনীয় ক্ষত বলা হয়। নেপোলিয়ন বলেছিলেন স্পেনীয় ক্ষত আমার ধ্রংস সাধন করেছিল।

(প্রেস্ট বোরহানউক্সিন প্রেস্ট গ্রাঞ্জেট কলেজ, চৰকাৰ)

ক. কাকে জিন্দাপির বলা হয়? ১

খ. মুঘল আমলে দেওয়ানের দায়িত্ব কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের স্পেন জয়ের সাথে মুঘল শাসকের দাক্ষিণ্য জয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দাক্ষিণ্য সম্মাটের দেহের ও সাম্রাজ্যের সমাধি ছিল -  
ঐতিহাসিক স্থিথ-এর উক্তি বিশ্লেষণ করো। ৪

## ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপির বলা হয়।

**খ** মুঘল আমলে দেওয়ানের (রাজস্ব আদায়কারী) দায়িত্ব ছিল সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করা।

দেওয়ান ছিলেন সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিষয়ক দণ্ডনের প্রধান। দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতার দিক হতে বাদশাহের পর প্রথম ক্ষমতাশালী অফিসার ছিলেন দেওয়ান। তিনি সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের বেতন, যুদ্ধসরঞ্জাম ক্রয়, আদায়কৃত ও বকেয়া রাজস্বের হিসাব, সরকারের সাধারণ ব্যয় ইত্যাদি হিসাব রক্ষা করতেন। এছাড়া আমলা বা কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, শাস্তি, পুরস্কার ইত্যাদির দায়িত্বও দেওয়ানকে পালন করতে হতো।

**গ** উদ্দীপকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের স্পেন বিজয়ের সাথে মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণ্য জয়ের সাদৃশ্য রয়েছে।

দাক্ষিণ্য নীতি সম্মাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালের (১৬৫৮-১৭০৭) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করে সম্মাট দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দেন। ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণ্যের মারাঠা দমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুন্ডা দখল করেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান (১৭০৭)। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন একজন বিখ্যাত বীর এবং যোগ্য শাসক। তিনি স্পেনসহ অনেক দেশ জয় করেন। কিন্তু স্পেন জয় ছিল তার প্রতনের অন্যতম ক্ষয়ণ। নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের মধ্যে মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণ্য জয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। নেপোলিয়নের মতো আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। তার সময় ভারতীয়

মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এত বেশি হয়েছিল যে এ বিশাল সাম্রাজ্যকে সুস্থিতভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না। আর দাক্ষিণ্যত্য বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা পরিচালনা ও সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। উপরন্তু এর ফলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এ বিজয় তার প্রতনের পথ প্রশস্ত করে। তাই বলা যায়, নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের মধ্যে মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণ্যত্য বিজয়ের সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

**ঘ** দাক্ষিণ্যত্য সম্মাটের দেহের ও সাম্রাজ্যের সমাধিভূমি ছিল ঐতিহাসিক স্থিথ এর উক্তি হথার্থ।

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণ্যত্য নীতি সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, ‘আপাতদৃষ্টিতে সকল কিছু লাভ করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সকল কিছুই হারালেন। এ সময় হতেই তার প্রতনের সূচনা হয়। তার জীবনের মর্মান্তিক এবং অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে।’ দাক্ষিণ্যত্য বিজয়ের মাধ্যমে ১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে সম্মাট কাবুল হতে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মির হতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিশাল ও বিস্তীর্ণ ভূভূজের এক অপ্রতিচ্ছন্দী নৃপতির মর্যাদা লাভ করেন। এতদসন্দেশে আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণ্যত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঢ়ায়।

দাক্ষিণ্যত্য জয়ের ফলে সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। দাক্ষিণ্যত্য দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতেও সংকট দেখা দেয়। উত্তর ভারতে সম্মাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সেখানে সম্মাটের প্রভাব ত্রাস পায়। ফলে আফগান, শিখ, জাঠ, মেওয়াটি ও রাজপুতরা চারদিকে মাথা তুলে দাঢ়ায়। এভাবে সম্মাটের জীবিতাবস্থায় মুঘল সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয় এবং এ অবস্থার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মতো ক্ষমতা সম্মাটের ছিল না। উদ্দীপকে বণিত নেপোলিয়ন বলতেন, ‘স্পেনীয় ক্ষত আমার ধ্রংস সাধন করেছিল।’ ঠিক তেমনি দাক্ষিণ্যত্য ক্ষত আওরঙ্গজেবের সর্বনাশ তেকে এনেছিল। দাক্ষিণ্যত্য নীতির ব্যর্থতার ফলে দুর্চিন্তায় সম্মাটের মন ও শরীর ভেঙে পড়ে এবং ভগ্নাবস্থা নিয়ে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ ভারতের শেষ উল্লেখযোগ্য মুঘল সম্মাট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, দাক্ষিণ্যত্য আওরঙ্গজেবের দেহের ও সাম্রাজ্যের সমাধিভূমি ছিল।

**প্রশ্ন** ▶ ৪৯ সম্মাট আমানত মুহাম্মদ মুসার রাজত্বকাল ছিল মাত্র ৫ বছর। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর। দয়া দাক্ষিণ্যে তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত।

বিচান ও পক্ষিতদের তিনি নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়ার জন্য এবং শিক্ষকদের আলাদা বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুর্ঘটনের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

(বেগজা প্রবলিক মৃত্যু ও করেজ, চট্টগ্রাম)

ক. কত সালে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ কী? ২

গ. সম্মাট আমানত মুহাম্মদ মুসার কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পঠিত মুঘল যুগের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডে সাথে সামঝস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার পঠিত শাসকের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ কী আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সংজ্ঞাপূর্ণ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

## ৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৫২৬ সালে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

**খ** হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট সিংহলরাজের প্রেরিত আটটি জাহাজ সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যুদের দ্বারা লুক্ষিত হওয়াই ছিল আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ।

অট্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে সিংহলরাজ আনুগত্যের নির্দর্শনস্বরূপ আটটি জাহাজে করে খলিফা আল ওয়ালিদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট উপটোকন প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে লুক্ষিত হলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরের নিকট এর ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। রাজা দাহির তা আদায়ে অধীক্ষিত জানান। ফলে তিনি তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য খলিফার অনুমতি নিয়ে সিন্ধুতে অভিযান পরিচালনা করেন।

গ. সম্মাট আমানত মুহম্মদ মুসার কর্মকাণ্ডের সাথে আমার পঠিত মুঘল যুগের শাসক শেরশাহের কর্মকাণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মূলত ৫ বছরের স্বরকালীন রাজত্বকালে শেরশাহ অথবা করারোপ করে অথবা সেনাবাহিনী কর্তৃক উৎপন্ন শস্য নষ্ট করে প্রজাসাধারণের মেরুদণ্ড ভেঙে দেননি। গ্রিতাহাসিক ইংৰাজী প্রসাদ বলেন, “দয়া-দাঙ্কিপোর ব্যাপারে শেরশাহ মুক্তহস্তে দান করতেন এবং এগুলোর ব্যবস্থাপনা তিনি ব্যক্তিগতভাবে তদারক করতেন।” শেরশাহ মনে করতেন, সাধু ও সাধক পুরুষের ওপরই সাম্রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। এ বিশ্বাসে তিনি তাদেরকে নিয়মিত ভাতাদান ও লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমিদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি এবং মসজিদ, মাদ্রাসা এমনকি মন্দিরকেও নিয়মিত মঙ্গুরি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া তিনি দুর্মুখ ব্যক্তিদের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লজরখানা স্থাপন করেন। এভাবে শেরশাহ তার জনহিতকর কার্যাবলির মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান করেছিলেন।

উদ্দীপকে সম্মাট আমানত মুহম্মদ মুসার কর্মকাণ্ডে মুঘল যুগের শাসক শেরশাহের এ সকল কর্মকাণ্ডই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি ও শেরশাহের মতো তার সাম্রাজ্যের সুখ-শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মুক্তহস্তে দান করেন; বিহান ও পশ্চিমদের ভাতার ব্যবস্থা করেন, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, শিক্ষকদের বেতন এবং দুর্মুখদের বিনামূলে খাদ্য বিতরণ করেন। আর এগুলোর মধ্যে মূলত শেরশাহের কর্মকাণ্ডের দৃশ্যপট অঙ্গিত হয়েছে।

ঘ. হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকে বর্ণিত শাসক অর্ধাং আমার পঠিত শাসক শেরশাহের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ।

আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর জনকল্যাণমুখিতা। যে শাসনব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণের দিকে যত বেশি নজর দেওয়া হয় সে শাসনব্যবস্থায় তত উন্নত। ফলে আধুনিক শাসনব্যবস্থা মাত্রই এর জনকল্যাণের দিকটি সর্বপ্রথম বিবেচনায় আনা হয়। কেননা, একটি শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জনগণ। ফলে জনগণের সুখ-শাস্তি, সমৃদ্ধি প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর আধুনিক শাসনব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অন্যতম উপাদান। যা সকল ধর্মের জনগণকে একই শাসনাধীনে সমাজীন করে। ফলে সমাজে শাস্তির ফোয়ারা প্রবাহিত হয়।

আধুনিক শাসনব্যবস্থায় শিক্ষা একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা, শিক্ষিতদের দ্বারাই শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষতা সাধিত হয়। ফলে শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি নিয়োগ করা আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া সমাজের নিপীড়িত, দুর্মুখ বা আর্তের সেবায় আকৃতিযোগ করা হচ্ছে আধুনিক শাসনব্যবস্থার উরেখযোগ্য দিক। শেরশাহ শিল্পাতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন, নিপীড়িত ও দুর্মুখদের দান করেন এবং সকল ধর্মের জনগণের প্রতি উদার দৃষ্টি পোষণ করেন। ফলে শেরশাহের শাসনব্যবস্থা আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, শেরশাহ ছিলেন প্রজারঞ্জক ও জনহিতীয় শাসকদের মধ্যে অন্যতম।

**প্রশ্ন ৫০** ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মার্কোস আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তার চরিত্রে দোষ ও গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি একই সাথে কোমল ও কঠোর ছিলেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন করেন এবং ন্যায়বিচারও প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তার শাসনামলে তার স্তৰী ইমেলদা মার্কোস এতই প্রভাবশালী হয়ে উঠেন যে, সমস্ত প্রশাসন যন্ত্র তাকে প্রেসিডেন্টের চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করে।

/বেণজা পার্লিমেন্ট স্কুল এত কলেজ চট্টগ্রাম/

- ক. নূরজাহানের প্রকৃত নাম কী? ১
- খ. ‘জিল্দাপির’ কাকে বলা হয়? ২
- গ. উদ্দীপকে প্রেসিডেন্ট মার্কোসের সাথে কোন মুঘল সম্মাটের তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইমেলদার কার্যাবলির সাথে সম্মাজী নূরজাহানের কার্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

ক. নূরজাহানের প্রকৃত নাম মেহের-উন-নেসা।

খ. ইসলামি অনুশাসনের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হওয়ার কারণে মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবকে জিল্দাপির বলা হতো।

সম্মাট আওরঙ্গজেব ছিলেন খাঁটি সুন্নি মুসলমান। বাস্তিগত জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান পূজ্যানন্দপূর্ণভাবে মেনে চললেও তিনি পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। আকবরের শাসনামলে যে ধর্মের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছিল আওরঙ্গজেব তা জীবিত করেন। এটা করতে গিয়ে হিন্দুদের কাছে অগ্রিয় হলেও মুসলমানদের নিকট হতে তিনি ‘জিল্দাপির’ উপাধি লাভ করেন।

গ. সৃজনশীল ৯ এর ‘গ’ নং প্রশ্নের উত্তর।

ঘ. সৃজনশীল ৯ এর ‘ঘ’ নং প্রশ্নের উত্তর।

**প্রশ্ন ৫১** ফ্রান্সের সম্মাট নেপোলিয়ন তার রাজত্বের শেষের দিকে স্পেন আক্রমণ করে জয় করেছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। এজন্য নেপোলিয়নের স্পেন আক্রমণকে ‘স্পেনীয় ক্ষত’ বলা হয়।

/স্টি গড় চিটি কলেজ রাজশাহী/

ক. শেরশাহ কীভাবে মারা যান? ১

খ. তাজমহলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ২

গ. নেপোলিয়নের স্পেন আক্রমণের সাথে কোন মুঘল সম্মাটের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের দাঙ্কণাত্য নীতিকে নেপোলিয়নের স্পেনীয় ক্ষতের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? ৪

### ৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৫৪৫ সালের ২২ মে অস্ত্রাগার পরিদর্শনকালে বাবুদ বিম্ফেরাণে শেরশাহ মারা যান।

খ. সৃজনশীল ৩১ এর ‘খ’ নং প্রশ্নের উত্তর।

গ. সৃজনশীল ৪৮ এর ‘গ’ নং প্রশ্নের উত্তর।

ঘ. সৃজনশীল ৪৮ এর ‘ঘ’ নং প্রশ্নের উত্তর।

**প্রশ্ন ৫২** সম্মাট ‘ফ’ তার সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। তিনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা পরিবারের সাথে নিজে ও তার সন্তানকে বৈবাহিক সম্পর্কে আবন্ধ করেন। তাছাড়া তিনি উক্ত গোষ্ঠীর লোকদের তার সাম্রাজ্যের সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রদান করেন। এর ফলে সাম্রাজ্য সুবাতাস বইতে থাকে।

/স্টি গড় চিটি কলেজ রাজশাহী/

ক. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? ১

খ. বাবরনামা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সম্মাট ‘ফ’ এর সাথে মোগল সম্মাট আকবরের কোন নীতির সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি সম্মাট আকবরের বন্ধুত্বমূলক মনোভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে” - বিষ্ণেণ করো। ৪

### ৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫৬ সালে সংঘটিত হয়।

খ. সৃজনশীল ৬ এর ‘ঘ’ নং প্রশ্নের উত্তর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সম্মাট ‘ফ’ এর সাথে মুঘল সম্মাট আকবরের রাজপুত নীতির সামঞ্জস্য রয়েছে।

সম্মাট আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী করতে হলে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী রাজপুত জাতিগোষ্ঠীর সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন অপরিহার্য। এ জন্য তিনি রাজপুত বংশের সাথে বৈবাহিক মিত্রতা স্থাপন করেন। এভাবে তিনি রাজপুতদের বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি লাভে সক্ষম হন। আবুল ফজলের

‘ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ’ ହତେ ପାଞ୍ଚା ଯାଯା ଆକବର ରାଜପୁତଦେର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାମରିକ ବିଭାଗେ ଉଚ୍ଚପଦଗୁଲୋତେ ନିୟନ୍ତ୍ର କରେ ତାଦେର ସହାନୁଭୂତି ଓ ସହସ୍ରାଗିତା ଲାଭ କରେନ । ଅପରଦିକେ, ବିଜିତ ରାଜ୍ୟଗୁଲୋର ଶାସନଭାର ରାଜପୁତଦେର ହତେ ହେତେ ଦିଯେ ତାଦେର ସହସ୍ରାଗିତା ଲାଭ କରେ ।

ଉଦ୍ଦୀପକେ ଦେଖା ଯାଯା, ସମ୍ଭାଟ ‘ଫ’ ଏକଟି ବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ଲୋକଦେର ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ-ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେନ । ତିନି ନିଜେ ଏବଂ ତାର ପୁତ୍ର ଏହି ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନାକେ ବିବାହ କରେନ । ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଲୋକଦେର ସାମରିକ ଓ ବେସାମରିକ ବିଭାଗେ ଚାକରି ଦେନ ଏବଂ ତାଦେର କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଲୋପ ସାଧନ କରେନ । ତାଇ ବଲା ଯାଯା, ‘ଫ’ ଏର ଏହି ନୀତିର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ଭାଟ ଆକବରେର ରାଜପୁତ ନୀତିରଟି ପ୍ରତିକଳନ ଘଟେଛେ ।

ସ ଉଦ୍ଦୀପକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାଟ ଆକବରେର ରାଜପୁତଦେର ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଓ ସଦାଚରଣ ତାର ରାଜ୍ୟ ଏକ ନବ ସୁଗେର ସୂଚନା କରେ— ଉତ୍କଳ ସ୍ଥାର୍ଥ ।

ରାଜପୁତଦେର ପ୍ରତି ସମ୍ଭାଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱମୂଳକ ମନୋଭାବ ଓ ସଦଯ ଆଚରଣ ଭାବରେ ମୁସଲମାନ ଶାସନେର ଇତିହାସେ ଏକ ନବସୁଗେର ସୂଚନା କରେ । Muslim Rule in India ପ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଡି ଡି ମହାଜନ ବଲେନ, Thus by a policy of conciliation, Akbar was able to win over the affection of the Rajput and thereby Solidify the foundation of Mughal Empire in the country. ରାଜ୍ୟବିନ୍ଦ୍ରାବ ଓ ରାଜ୍ୟଶାସନେର ବ୍ୟାପାରେ ଏବଂ ଏ ଦେଶେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମରିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ତରିତି ଓ ପ୍ରଗତିର କ୍ଷେତ୍ରେ ହିନ୍ଦୁ ଥଥେ ରାଜପୁତରା ଯେ ଅବଦାନ ରେଖେଛେ ତା ଅନ୍ୟାକାର୍ଯ୍ୟ ।

ରାଜପୁତଦେର ପ୍ରତି ଆକବରେ ଉଦାର ଆଚରଣେ ଫଳେ ଭାରତେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ହିନ୍ଦୁଜାତି ଆକବରେ ଶାସନକେ ବିଦେଶି ଶାସନ ବଲେ ମନେ କରେନନ୍ତି । ତାଦେର ସାହାଯ୍ୟେଇ ଆକବର ବିଜ୍ଞାଣ ମେବାର ଅଧିକାର କରତେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେହିସେ ଏବଂ ରାଜପୁତ ଶେନାନିଦେର ସାହାଯ୍ୟେଇ ଆକବରେ ବିଶାଳ ସାମାଜିକ ସ୍ଥାପିତ ହେଲିଲ । ସମ୍ଭାଟ ଆକବର କଥନଇ ସଂକ୍ଷିର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଭିତ୍ତି ନିଯେ କିଂବା ଧର୍ମନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଯେ ରାଜପୁତନାୟ ହତ୍ତକ୍ଷେପ କରେନନ୍ତି । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସମ୍ଭାଟ ଆକବର ସମ୍ପର୍କ ରାଜପୁତଦେର ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ଧୀଦାର କରେ ନେଇଯାଯ ସମ୍ପର୍କ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପଦାବ ମୁହଲ ସାମାଜିକ ଅନୁଗତ ହେଲେ ପଡ଼େଛିଲ । ରାଜପୁତ ନୀତିଇ ଆକବରକେ ମଧ୍ୟ ସୁଗେର ଭାରତବର୍ଷେ ଇତିହାସେ ଉଦାରତାର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ ବିଶେଷ ପରିଣତ କରେଛେ । ଏ ନୀତିର ସ୍ଵର୍ଗ ଧରେଇ ତିନି ମହାନ ଆଖ୍ୟାୟ ବିଭିନ୍ନିତ ହେଲେହେ ।

ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହତେ ଏକଥା ସୁଲ୍ପଟ୍ ଯେ, ସମ୍ଭାଟ ଆକବରେର ରାଜପୁତ ନୀତିର କାରଣେ ମୁହଲ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଶତାବ୍ଦିକ ବହୁର ସମ୍ଭାଷୀ ହେଲିଲ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ▶ ୫୩ ସାଦିଯା ଓ ମାଧ୍ୟମ ମୁହଲ ସାମାଜିକ ନିଯେ କଥା ବଲିଲି । ସାଦିଯା ମାଧ୍ୟମକେ ଜାନାଯ ଏଇ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କୌଣସିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ‘କ’ ଏର ସାଥେ ଅନ୍ୟ ବଂଶେର ଶାସକ ‘ଖ’ ଏର ‘ଖ’ ନାମକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ‘ଖ’ ନାମକ ଶାସକ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜ୍ୟ ବରଣ କରେନ ଏବଂ ‘ଖ’ ନାମକ ଶାସକେର ବଂଶେର ଶାସନେର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ । ମାଧ୍ୟମ ବିଶ୍ୱାସିର ସାଥେ ଏକମତ ପୋଷଣ କରେ ଏବଂ ବଲେ ଏହି ସୁନ୍ଦରେ ଜୟାଲାଭ କରାର ଫଳେ ଭାରତବର୍ଷେ ମୁହଲ ରାଜତ୍ରେ ସୂଚନା ହେ ।

କ. ପାନିପଥେର ପ୍ରଥମ ସୁନ୍ଦର ୧୫୨୬ ମାଲେ ସଂଘଟିତ ହେ ? ୧

ଖ. ଦୀନ-ଇ-ଏଲାହୀ ବଲତେ କୀ ବୋକାଯ ? ୨

ଘ. ଉଦ୍ଦୀପକେ ସାଦିଯା କୋନ ସୁନ୍ଦରେ କଥା ବଲେଛେ ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୋ । ୩

ଘ. ଉଦ୍ଦୀପକେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ମାଧ୍ୟମର ମତାମତଟିର ସ୍ଥାର୍ଥତା ନିରୂପଣ କରୋ । ୪

#### ୫୩ ନଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର

କ. ପାନିପଥେର ପ୍ରଥମ ସୁନ୍ଦର ୧୫୨୬ ମାଲେ ସଂଘଟିତ ହେ ।

ଖ. ସୂଜନଶୀଳ ୧୧ ଏର ‘ଖ’ ନଂ ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ମକ ଦେଖୋ ।

ଘ. ଉଦ୍ଦୀପକେ ସାଦିଯା ପାନିପଥେର ପ୍ରଥମ ସୁନ୍ଦରେ କଥା ବଲେଛେ ।

୧୫୨୬ ଟିପ୍ପାଦିନେ ବାବର ଓ ଇତାହିମ ଲୋଦୀର ମଧ୍ୟେ ପାନିପଥେର ସୁନ୍ଦର ପିତୃପୁରୁଷଦେର ଆବାସ ଭୂମି ସମରଖନ ବାର ବାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଯେଥିଲା ଏବଂ କରତେ ବାର୍ଷିକ ହେ ତଥା ନାରାଯଣ-ପୂର୍ବ ଭାରତେ ଆକ୍ରମଣ କରତେ ମନ୍ତ୍ରିତର କରେନ । ଏହାଙ୍କ ଭାରତେ ରାଜନୈତିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟାକାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଲୋଦୀ ଓ ଆଲମ ଖାନ ଲୋଦୀର ଆଦର୍ଶନ ବାବରକେ ଭାରତ ବିଜ୍ଯେ ଉତ୍ସୁକ କରେ ।

ଉଦ୍ଦୀପକେ ଦେଖା ଯାଯା ‘କ’-ଏର ସାଥେ ‘ଖ’-ଏର ଯୁଦ୍ଧେ ‘କ’ କାମାନ ବ୍ୟବହାର କରେ ‘ଖ’-କେ ପରାଜିତ କରେ ତାର ବଂଶେର ପତନ ଘଟାଯ । ଅନୁରୂପଭାବେ ବାବର ୧୨ ହାଜାର ଦୈନ୍ୟ ନିଯେ ୧୫୨୬ ଟିପ୍ପାଦିନେ ଇତାହିମ ଲୋଦୀର ବିରୁଦ୍ଧେ ଏତିଥିପକେ ପାନିପଥେର ପ୍ରାକ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେ । ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ଇତାହିମ ଲୋଦୀର ଦୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଛିଲ ୧ ଲକ୍ଷ । କିନ୍ତୁ ଅଭିଜତ ଓ ସୁଶ୍ରୁତ ମୁହଲ ବାହିନୀର କାମାନ ଓ ଆମ୍ରେଷ୍ଟର ଆଧାତେ ଇତାହିମ ଲୋଦୀର ବାହିନୀ ବିପର୍ଯ୍ୟ ହେ ପଡ଼େ । ବୀରତ୍ତ ସହକାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ ଓ ଇତାହିମ ଲୋଦୀ ପରାଜିତ ହେ । ସୁତରାଂ ଉଦ୍ଦୀପକେର ସାଦିଯା ପାନିପଥେର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ କଥା ବଲେଛେ ।

ଘ. ‘ଏଇ ଅର୍ଥାତ୍ ପାନିପଥେର ଯୁଦ୍ଧେ ଜୟାଲାଭ କରାର ଫଳେ ଭାରତବର୍ଷେ ମୁହଲ ରାଜତ୍ରେ ସୂଚନା ହେ ।’ ଉଦ୍ଦୀପକେର ମାଧ୍ୟମେ ମତାମତଟି ସ୍ଥାର୍ଥ ।

୧୫୨୬ ଟିପ୍ପାଦିନେ ସଂଘଟିତ ପାନିପଥେର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧେ ବାବର ଲୋଦୀ ବଂଶେର ଶାସକ ଇତାହିମ ଲୋଦୀକେ ପରାଜିତ କରେ ଭାରତେ ମୁହଲ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେନ । ଏର ଫଳେ ଲୋଦୀ ବଂଶେର ଶାସନେର ଅବସାନ ଘଟେ । ତାଇ ଉଦ୍ଦୀପକେ ମାଧ୍ୟମେ ମତାମତଟି ସେଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ ।

ଉଚ୍ଚାଭିଲାସୀ ଶାସକ ବାବର ମଧ୍ୟ ଏଶ୍ୟାର ସମରଖନ ଦଖଲେ ବ୍ୟବସାୟ, ଉତ୍ତାବେକଦେର ଆଶ୍ୟାସନ, ସର୍ବୋପରି ଭାରତେର ରାଜନୈତିକ ଅବମ୍ବା ବାବରକେ ଭାରତ ଭାରତ ବିଜ୍ଯେ ଉତ୍ସୁକ କରେ । ଏହାଙ୍କ ଇତାହିମ ଲୋଦୀର ଚାଚା ଆଲମ ଖାନ ଲୋଦୀ ଓ ପାଞ୍ଚାବର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଦୌଲତଖାନ ଲୋଦୀ ବାବରକେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣେ ଆମତ୍ରଣ ଜାନାଯ । ଏହି ସୁର୍ବନ୍ଧ ସୁଯୋଗ ହାତହାଙ୍କ ନା କରେ ୧୫୨୬ ଟିପ୍ପାଦିନେ ୧୨ ହାଜାର ଦୈନ୍ୟ ନିଯେ ଇତାହିମ ଲୋଦୀର ବିରୁଦ୍ଧେ ଅଭିଯାନ ଚାଲାନ । ବାବରେ ଦୈନ୍ୟର ବାହିନୀ ଏହି ଯୁଦ୍ଧେ ସର୍ବପରିଷଦ କାମାନ ଓ ଗୋଲାର ବ୍ୟବହାର କରେ । ଫଳେ ଇତାହିମ ଲୋଦୀର ୧ ଲକ୍ଷ ଦୈନ୍ୟର ବିଶାଳ ବାହିନୀ ବାବରେ ବାହିନୀର ନିକଟ ପରାଜିତ ହେ । ଇତାହିମ ଲୋଦୀ ଓ ବୀରତ୍ତ ସହକାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେଲେ ପରାଜିତ ହେ । ଏରଇ ସାଥେ ଆଫଗନ ଲୋଦୀ ବଂଶେର ଶାସନେର ଅବସାନ ଘଟେ ଏବଂ ମୁହଲ ବଂଶେର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ▶ ୫୪ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର

କ. ହାଜାର ଦିନାରୀ କାକେ ବଲା ହେ ମାଲିକ କାମରକେ ।

ଖ. କରୁଲିଯତ ଓ ପାଟ୍ଟା ବଲତେ ଭୂମିର ଓପର ପ୍ରଜାଦେର ସ୍ଵତ୍ତ (ଅଧିକାର) ରକ୍ଷାର ଜଳ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷେ ମହାଯୁନେର କୋନ ଅଭିଯାନେର ସାଦୃଶ୍ୟ ରହେଛେ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୋ । ୩

ଘ. ଉଦ୍ଦୀପକେ ଆଲୋକକେ ତେବେଳେ କୋନ ଅଭିଯାନେର ସାଥେ ମହାଯୁନେର ପରାଜାତିତ ମହାଯୁନେର ସାଦୃଶ୍ୟ ରହେଛେ? ୪

ପ୍ରଶ୍ନ ▶ ୫୫ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର

କ. ହାଜାର ଦିନାରୀ ବଲା ହେ ମାଲିକ କାମରକେ ।

ଖ. କରୁଲିଯତ ଓ ପାଟ୍ଟା ବଲତେ ଭୂମିର ଓପର ପ୍ରଜାଦେର ସ୍ଵତ୍ତ (ଅଧିକାର) ରକ୍ଷାର ଜ

শক্তিকৃত হয়ে বাংলায় অভিযান পরিচালনা করেন। তৈমুর লঙ্ঘ-এর ঘটনায়ও এ অভিযানের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

তৈমুর লঙ্ঘ সিস্তান অভিযানের মাধ্যমে নির্বিপ্রে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। সিস্তান অধিপতি রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। তৈমুর লঙ্ঘ এর সিস্তান অভিযানের মতো মুঘল সম্রাট হুমায়ুনও শেরশাহের বিরুদ্ধে বাংলায় অভিযান প্রেরণ করেন। হুমায়ুন যখন গুজরাটে বাহাদুর শাহর বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত তখন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আফগানরা মুঘলদের জন্য প্রচণ্ড হুমকি হয়ে দেখা দেয়। শেরশাহের বিহার দখল ও বঙ্গদেশে ২টি সফল অভিযান প্রেরণ করার ফলে হুমায়ুন শক্তিকৃত হয়ে ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চুনার দুর্গ আক্রমণ ও দখল করেন। এরপর হুমায়ুন গৌড় (১৫৩৮ সালে) অবরোধ করে বাংলা বিজয় সম্পন্ন করে এখানে প্রায় ৬ মাস অলস সময় পার করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত তৈমুর লঙ্ঘ-এর সিস্তান অভিযানে এই ঘটনার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

**ব** চৌসার যুদ্ধে শেরশাহের কাছে হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ ছিল সম্রাটের কৌশলগত দুর্বলতা। উদ্দীপকে বর্ণিত তৈমুর লঙ্ঘের সাময়িক পরাজয়ের ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রেক্ষাপট পরিলক্ষিত হয়।

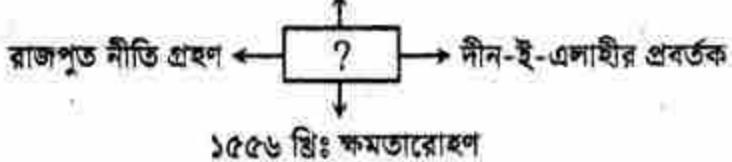
মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চুনার দুর্গ আক্রমণ ও দখল করে বাংলা বিজয় সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি বাংলায় প্রায় ৬ মাস আমোদ-প্রমোদে লিঙ্গ থাকেন। এই সময়ে শেরশাহ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। তৈমুর লঙ্ঘ-এর পরাজয়ের ক্ষেত্রেও হুমায়ুনের অদুরদর্শিতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

তৈমুর লঙ্ঘ সিস্তান দখল করে যখন নিশ্চিতে রাজধানীতে বিশ্রামরত হিলেন, তখন সিস্তানের সৈন্যরা তাকে চারদিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে। ফলে তৈমুর লঙ্ঘ পরাজিত হন এবং কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। একইভাবে হুমায়ুনও শেরশাহকে চুনার দুর্গে পরাজিত করে আমোদ-প্রমোদে লিঙ্গ হয়ে পড়েন, যা চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯) তার পরাজয়কে ভূরাবিত করে। হুমায়ুন চুনার দুর্গ অধিকার করে এবং বাংলা জয় করে সেখানে ছয় মাস অতিবাহিত করেন। কৌশলগত দিক থেকে এটি ছিল হুমায়ুনের বিরাট ভূল সিদ্ধান্ত। কেননা এর ফলে শেরশাহ নিজের ক্ষমতা সুসংহত করার সুযোগ পান এবং বাংলা দখল করেন। এ অবস্থায় হুমায়ুন ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে গৌড় অবরোধ করেন। কুশলী শের খান মুঘল বাহিনীর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়িয়ে গৌড় ত্যাগ করেন। হুমায়ুন গৌড় দখল করে সেখানে ছয় মাস আলস্য ও আমোদে সময় কাটান। সে সময়ে শেরশাহ চুনার দুর্গসহ বিহার, বারানসী, জৈনপুর ও কনৌজ দখল করেন। এভাবে হুমায়ুনের আলস্য ও ঝুটিপূর্ণ কৌশলের কারণে শেরশাহ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এর ফলে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

পরিশেষে বলা যায়, হুমায়ুনের অলসপ্রবণতা ও দূরদর্শিতার অভাবই চৌসার যুদ্ধে তার পরাজয়ের দৃশ্যপট তৈরি করে রেখেছিল।

পুরা ▶ ৫০

### মনসবদারি প্রথার প্রচলন



### ৫৫ মৎপ্রশ্নের উত্তর

- ক. ‘?’ চিহ্নিত স্থানের শাসকের নাম আকবর।

**ব** তুরাইনের প্রথম যুদ্ধের ফলানি মুছে ফেলার জন্য অদম্য মনোভাবের অধিকারী মুহাম্মদ ঘুরী ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে ১,২০,০০০ সৈন্য নিয়ে তুরাইনের প্রান্তরে পুনরায় পৃথিবীজের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন, যা তুরাইনের ২য় যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত।

এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নিকট পৃথিবীজের সম্প্রতি বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। পৃথিবীজ যুদ্ধ ফেরি থেকে পলায়নকালে বন্দি ও নিহত হন। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয় ভারতে স্থায়ী মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভিত তৈরি করে।

**গ** উদ্দীপকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক সম্রাট আকবরের কার্যপ্রণালী উল্লিখিত হয়েছে।

সম্রাট আকবর ভারতের মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ঐতিহাসিক লেনপুল তাকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। কেননা মুঘল সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত করায় সম্মাট আকবরের অবদান সর্বাধিক।

উদ্দীপকেও মহামতি সম্রাট আকবর এর গৃহীত নীতিসমূহেরই আলোকপাত করা হয়েছে। ১৫৫৬ সালে তিনি জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর উপাধি নিয়ে মুঘল সিংহসনে অভিষিঞ্চ হন। তার অধিষ্ঠানাধীন রাজত্বকালে গৃহীত নীতিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজপুত নীতি। মনসবদারি প্রথার প্রচলন ও দীন-ই-এলাহী ধর্ম প্রবর্তন। আকবরের লক্ষ্য ছিল একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। উদারপরিক্ষিত ও অসাম্প্রদায়িক শাসক আকবর তার দুরদৃষ্টি ও প্রত্তা দ্বারা উপলক্ষ্য করতে পেরেছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, স্থিতিশীল করতে হলে রাজপুত সমর্থন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে তিনি রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব দেন। এছাড়া সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্গার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ‘মনসবদারি’ প্রথার প্রচলন করেন। ১৫৮২ সালে তিনি দীন-ই-এলাহী নামে একটি নতুন ধর্মসমূহ প্রবর্তন করেন। উদ্দীপকে সম্রাট আকবর কর্তৃক গৃহীত এ সকল নীতির উল্লেখ করা হয়েছে।

**ঘ** উক্ত সম্রাটের অর্থাৎ সম্রাট আকবরের ‘রাজপুত নীতি’ ছিল তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার এক অন্য পরিচায়ক।

সম্রাট আকবর উপলক্ষ্য করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও সম্মিলিত করতে হলে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী রাজপুতদের সত্ত্বে সহযোগিতা ও সমর্থন অপরিহার্য। এ জন্য তিনি রাজপুত বংশের সাথে বৈবাহিক মিত্তা স্থাপন করেন। এভাবে তিনি রাজপুতদের বন্ধুত্ব ও সম্মতি লাভ করেন। আবুল ফজলের ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, আকবর রাজপুতদের প্রশাসনিক ও সামরিক বিভাগের উচ্চপদগুলোতে নিযুক্ত করে তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করেন। আবার, বিজিত রাজ্যগুলোর শাসনভাব রাজপুতদের হাতে হেতু দিয়ে সাম্রাজ্যের ভিত্তকে শক্তিশালী করেন।

রাজপুতদের প্রতি সম্রাটের বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস এক নবযুগের সূচনা করে। এর ফলে রাজ্যবিস্তার ও রাজশাসনের বাপারে এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, অধীনেতৃক উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে হিন্দু তথা রাজপুতরা অনুরোধ অবদান রাখে। রাজপুতদের প্রতি আকবরের উদার আচরণের ফলে ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজাতি আকবরকে বিদেশি শাসক বলে মনে করেন নি। তাদের সাহায্যেই আকবর বিস্তীর্ণ মেবার অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং রাজপুত সেনানিদের সাহায্যেই আকবরের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। সম্রাট আকবর কখনই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গ নিয়ে কিংবা ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে রাজপুতনায় হস্তক্ষেপ করেননি। প্রকৃতপক্ষে সম্রাট আকবর সমস্ত রাজপুতদের নিজরাজ্যের অংশীদার করে নেওয়ায় সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় মুঘল সাম্রাজ্যের অনুগত হয়ে পড়েছিল। রাজপুত নীতিই আকবরকে মধ্য যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে উদারতার এক গৃহ্ণ বিহৃত হিসেবে পরিণত করেছে। এ নীতির সুতৰেই তিনি ‘মহামতি’ আখ্যায় বিভূষিত হয়েছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে একটা সুলভ যে, সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় ও শার্তাধিক বছর স্থায়ী হয়েছিল।

**প্রশ্ন** ▶ ৫৬ সরাইল উপজেলার চেয়ারম্যান পদে সামাদ পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে নির্বাচিত হয়ে আসছে। কদম আলী পরিবার ভাগ্যাধীনে সরাইলে এসে বসতি স্থাপন করে। কদম আলীর সহজ সরল জীবনযাপন, সাহসিকতা, নীতি-নৈতিকতা, সত্যবাদিতা, বিচক্ষণতা ও চারিত্রিক মাধুর্য উপজেলাবাসীর নজর কাঢ়তে সক্ষম হয়। সরাইল উপজেলার অভাবনীয় উন্নয়ন করেন। উপজেলার আইন শৃঙ্খলা, সুশাসন, জননিরাপত্তা, বিচার ও সালিশ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাজস্ব আদায়সহ সকল ক্ষেত্রে আসামান্য উন্নয়ন করেন, যা ইতোপূর্বে অন্য কোনো চেয়ারম্যানই করতে পারেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আবার উপজেলা চেয়ারম্যানের পদটি সামাদ পরিবারের হাতে চলে যায়।

/চাকা কলেজ, চাকা/

ক. ইতিহাসে কাকে জিন্দাপির বলা হয়? ১

খ. সম্মাট শাহজাহানকে 'The Prince of Builders' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কদম আলীর সাথে ভারতীয় উপমহাদেশে কোন আফগান শাসকের শাসন ক্ষমতা দখলের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কদম আলীর চেয়ে উক্ত আফগান শাসক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও বেশি বিচক্ষণ ও দুরদশী ছিলেন - বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপির বলা হয়।

**খ** স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাট শাহজাহানকে The prince of builders or Engineer King বলা হয়।

সম্মাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু এবং শৈলিক মনের মানুষ। তিনি স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। তার আমলে তাজমহল, মতি মহল, শিশ মহল, দিউয়ান ই-আম, দিউয়ান-ই-ধাস, মোতি মসজিদ, মুসাম্মার বুরুজ প্রভৃতি স্থাপত্য শৈলী নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব স্থাপত্য ছিল কানুকার্যবৃত্তি মূল্যবান ক্ষেত্র পাথর স্বারা নির্মিত। তাই তাকে The Prince of builders or Engineer king বলা হয়।

**গ** সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন** ▶ ৫৭ আবু ইউসুফ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে আমূল পরিবর্তন করেন। শাসনকার্যের সুবিধার্থে তিনি রাজ্যকে ১৫ ভাগে ভাগ করে প্রতি রাজ্যে খাজাঞ্চি, কতোয়াল ও মুসেফ নিযুক্ত করেন। কর্মচারীরা যাতে দুর্নীতিমূল্য থাকতে পারে সেজন্য ৩ বছর অন্তর তাদের বদলীর ব্যবস্থা করেন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে তার শাসন সংস্কারের জন্য মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

/চাকা কলেজ, চাকা/

ক. দীন-ই এলাহী কে প্রবর্তন করেন? ১

খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আবু ইউসুফের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের মিল রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের ভূমিনীতি কেমন ছিল ব্যাখ্যা করো। ৪

### ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দীন-ই-এলাহী প্রবর্তন করেন মুঘল সম্রাট আকবর।

**খ** কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে ভূমির ওপর প্রজাদের স্বত্ত্ব (অধিকার) রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সম্মাট শেরশাহের (১৪৭২-১৫৪৫) প্রবর্তিত এক অভিনব ব্যবস্থাকে বোঝায়।

পাট্টা ছিল জমির অধিকার সংক্রান্ত দলিল। জমির ওপর কৃষকের অধিকার স্বীকার করে সরকারের পক্ষ হতে পাট্টা দেওয়া হতো। অন্যদিকে প্রদেয় করসহ ভূমিতে নিজের দায় ও কর্তব্য বর্ণনা করে কৃষক রাস্তাকে কবুলিয়ত নামক দলিল সম্পাদন করে দিতেন।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত আবু ইউসুফের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের আফগান শাসক শেরশাহ শুরের মিল রয়েছে।

একজন শাসক হিসেবে শেরশাহ অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে শুধু একটি রাজবংশই প্রতিষ্ঠা করেন নি, মাত্র পাঁচ বছরের শাসনকালে নিজ যোগ্যতা বলে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। সৃষ্টিত্বে রাজকর্ম পরিচালনার জন্য তিনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বিন্যস্ত করেন। উদ্দীপকেও শেরশাহের শাসনব্যবস্থার এ দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, আবু ইউসুফের তার নির্বাচিত এলাকাকে কল্পনালো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করেন এবং উপযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করে সেগুলোর কার্যাবলি পরিচালনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব প্রদান করেন। অনুরূপভাবে শেরশাহ ও শাসন কাজের সুবিধার জন্য প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করেন। তিনি তার বিশাল সাম্রাজ্যকে 'সরকার' নামক ৪৭টি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেন। সরকারের প্রধান দুজন কর্মকর্তা ছিলেন 'শিকদার-ই-শিকদারান' এবং 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান'। সরকারের প্রবর্তী প্রশাসনিক ইউনিট ছিল 'পরগনা'। শিকদার ছিলেন প্রধান সামরিক অধিকর্তা এবং সর্বোচ্চ বেসামরিক কর্তা ছিলেন আমীন। আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন ইউনিট ছিল গ্রাম। গ্রাম প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল পঞ্চায়েতের ওপর। মুখিয়া ও মুকাদ্দম ছিলেন গ্রাম প্রধান। তাই বলা যায়, আবু ইউসুফের এলাকা বিভাজনের সাথে শেরশাহের প্রাদেশিক শাসন সামৃদ্ধ্যপূর্ণ।

**ঘ** উদ্দীপকে নির্দেশকৃত শাসক শেরশাহ ভূমি সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

শেরশাহ এর বাল্য নাম ফরিদ খান শুর। মধ্যযুগীয় ভারতের শাসন ব্যবস্থায় তিনি অক্ষয়কীর্তি রেখে গিয়েছেন। মাত্র ৫ বছরের শাসনামলে ফজলজানক সংস্কারের ফলে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ভূমি রাজ্য সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। তার প্রবর্তিত নীতি প্রবর্তীতে অনেক শাসক অনুসরণ করেছিল। উদ্দীপকেও শেরশাহের কর্মকাণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক মাত্র পাঁচ বছর শাসন করলেও তার সংস্কারসময় প্রবর্তী অনেক শাসক অনুসরণ করেছেন। এই শাসকের সাথে শুরু বংশীয় শাসক শেরশাহের কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। শেরশাহ ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদ্ভাবনী চিন্তার পরিচয় দেন। শেরশাহ ভূমি রাজ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ভূমি জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কেননা পূর্বে এ নীতি প্রচলিত না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে রায়ত অবিচারের সম্মুখীন হতেন। শেরশাহ ফসল বপনের সময় ভূমি জরিপ এবং ফসল কাটার পর শস্যের পরিমাপ করে উৎপাদিত শস্যের গড়পরতা তিনি ভাগের একভাগ রাজস্ব ধার্য করেন। রাজস্ব নগদ অর্থ ও শস্যের মাধ্যমে পরিশোধ করা যেত। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল চৌধুরী, মুকাদ্দম, আমীন, কানুনগো এবং পাটোয়ারী প্রভৃতি কর্মচারীর উপর। অবশ্য কৃষক ইচ্ছা করলে সরাসরি রাজকোষে রাজস্ব জমা দিতে পারত। এভাবে শেরশাহ ভূমি রাজ্য ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেছিলেন।

**ঘ** ▶ ৫৮ সালমান সাহেব মেষ্টার নির্বাচিত হওয়ার পর অনুভব করেন যে, তার চারপাশে শত্রু ভরপুর। সালমান সাহেব অঞ্চল বয়সে মেষ্টার হলেও এলাকা সম্পর্কে অনেক উচু ধারণা পোষণ করতেন। এ লক্ষ্যে তিনি এগিয়ে গেলেও বারবার ব্যর্থ হন কিন্তু সফলতাও করে ছিল না। প্রবর্তীতে তিনি অন্যত্র গিয়ে আধিপত্য বিস্তার করেন। /চাকা কলেজ, চাকা/

ক. পানিপথের ছিটীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে? ১

খ. বাবুরের পশ্চিমের পরিবর্তে পূর্বে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে কোন মুসলিম শাসকের ঘটনার মিল আছে? ৩

ঘ. এলাকা সম্পর্কে উচু ধারণা সত্ত্বেও সালমান সাহেব বার বার ব্যর্থ হন কেন? ৪

## ৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পানিপথের ছিটীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫৫৬ সালে।

**খ** বাবরের পশ্চিমের পরিবর্তে পূর্বে রাজ্য প্রতিষ্ঠার পিছনে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দায়ী ছিল।

পূর্বপুরুষদের আবাস ভূমি হস্তচ্যুত ও এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্ভাবনা সুন্দর পরাহত হয়। এ কারণে বাবর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সাম্রাজ্য স্থাপনে মনস্থির করেন। তদানীন্তন পূর্ব ভারতের অনুকূলে রাজনৈতিক অবস্থা এবং কাবুল, কাম্পাহারে বাবরের তীব্র সংকট এবং তুর্কি আক্রমণসহ নানা কারণে বাবর পশ্চিমের পরিবর্তে পূর্বে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন।

**গ** উদ্দীপকের ঘটনার সাথে মুঘল সম্রাট বাবরের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বশিত সালমান সাহেবের অন্যত্র গমনের সাথে বাবরের ভারতে আগমনের সামঞ্জস্যের দিক হলো উভয়েই শত্রুপক্ষের কবলে পড়ে এলাকা ত্যাগ করেছিলেন।

১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে ফারগানার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন বাবর। সিংহাসন লাভের পরপরই তিনি আজীয়-বজন ও উজবেক নেতা সাইবানি খানের বিরোধিতার মুখ্য পড়েন। ১৪৯৭ সালে তিনি সমরথন্দ দখল করেন। কিন্তু ভাগাবিপর্যয়ে পতিত হয়ে সমরথন্দ হারান। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফারগানা হস্তচ্যুত হয়। তিনি আবার ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ফারগানা এবং ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে সমরথন্দ অধিকার করেন। পরবর্তীকালে ১৫০৩ সালে সাইবানি খানের কাছে পরাজিত হয়ে ফারগানা ও সমরথন্দ থেকে বিভাড়িত হন। এর ফলে তিনি ভারতবর্ষের দিকে নজর দেন। ১৫২৬ সালে বাবর ইত্তাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি খানুয়ার যুদ্ধে ও গোগরার যুদ্ধে জয়লাভ করে তার ক্ষমতাকে সুন্দর করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

একইভাবে উদ্দীপকেও সালমান সাহেব মেম্বার হলো তার উচ্চাকাঙ্গী মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু চারপাশে শক্তি থাকার পরও সফলতা কম ছিল না। তারপরও আরো বেশি আধিপত্য বিস্তারের আশায় অন্যত্র গমন করেন। তাই বলা যায়, সালমানের এ ঘটনার সাথে বাবরের ভারতে আসার ঘটনার মিল বিদ্যমান।

**ঝ** উদ্দীপকে সালমান সাহেব মুঘল সম্রাট জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের প্রতিজ্ঞিব নিজ এলাকা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা থাকা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধ ও বাহ্যিক আক্রমণ নানা কারণে বাবর বাবর ব্যর্থ হন।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যিনি গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সূচনা করেন তিনি সম্রাট বাবর। মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি ফারগানার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তবে সিংহাসনে আরোহণের পর তাকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। উদ্দীপকে তা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের সালমান সাহেবের অল্প বয়সে মেম্বার নির্বাচিত হবার পর নানা প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হন। নিজ এলাকা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করলেও নানা অভিযানে বাবর বাবর তিনি ব্যর্থ হন। যেমনটি আমরা সম্রাট বাবরের ক্ষেত্রেও লক্ষ করি। পিতৃরাজ্য ফারগানায় অধিষ্ঠিত হবার পর বাবর প্রথম থেকেই দুই পিতৃব্য আজীয়-বজন এবং উজবেক নেতা সাইবানি খানের বিরোধীতার মুখ্য পড়েন। ১৪৯৭ সালে মধ্য এশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধের মুখ্য সমরথন্দ অধিকার করেন। কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে সমরথন্দ হস্তচ্যুত হয়। সমরথন্দ ও ফারগানা হারিয়ে তিনি স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়েন। পরবর্তীতে ১৫০০ ও ১৫০২ সালে যথাক্রমে ফারগানা ও সমরথন্দ পুনরুদ্ধার করলেও তা স্থায়ী হয় নি। অবশেষে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে ১৫০৪ সালে কাবুল অধিকার করে পুনরায় সমরথন্দ ও ফারগানা অধিকারের প্রচেষ্টা করলেও সাইবানি খানের পুত্রের নেতৃত্বে বিবেকদের নিকট গাজদাওয়ানের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়ে কাবুলে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত সাংগঠনিক অভিযানের অভাব, অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রাসাদ বড়বড় প্রভৃতি কারণে সালমান সাহেব তথা বাবর বাবর বাবর অভিযানে ব্যর্থ হন।

**প্রশ্ন ১৫** বাদশ শ্রেণির ইসলামের ইতিহাস ছান্সে তাহেব সাহেব মুঘল বংশের ইতিহাস আলোচনা করেছিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজত্বকাল। ছাত্রাঙ্গীরা তাহেব সাহেবকে প্রশ্ন করেছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী কী। তাহেব সাহেব তাদেরকে জাহাঙ্গীরের শাসনামল বিস্তারিত তুলে ধরেন।

**ক**. সম্রাট জাহাঙ্গীর কী উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

**খ**. সম্রাট জাহাঙ্গীর এর আমলে শিখ গুরু অর্জুনকে কেন হত্যা করা হয়েছিল?

**গ**. শাহজাদা খুররম কেন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন?

**ঘ**. সম্রাট জাহাঙ্গীরকে একজন সফল শাসক বলার পক্ষে যুক্তি দাও।

## ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সম্রাট জাহাঙ্গীর 'নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

**খ** শিখ সম্প্রদায়ের গুরু অর্জুন সিং বিদ্রোহী খসরুকে সমর্থন ও সহযোগিতা করায় সম্রাট তাকে জরিমানা করেন। গুরু অর্জুন জরিমানা প্রদানে অঙ্গীকার জনালে সম্রাট তাকে প্রাণদণ্ড দেন।

**গ** সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে অন্যতম ঘটনা শাহজাদা খুররমের বিদ্রোহ।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ কৃটনীতিবিদ ও বৃদ্ধিমান শাসক। তার জীবনের শেষ দিনগুলো ছিল বিদ্রোহে পরিপূর্ণ।

জাহাঙ্গীরের আমলে সিংহাসন দখল করার জন্য তার পুত্রগণ বাস্ত হয়ে পড়েন এবং পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তার তৃতীয় মধ্যে পারভেজ ও শাহরিয়ার ছিলেন যোগ্য ও প্রতিশ্রুতিবান। নানামুখী বৃদ্ধমত্ত্বে খুররম উত্তরাধিকার বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা লক্ষ করেন। সম্রাট নূরজাহান খুররমের পরিবর্তে শাহজাদা শাহরিয়ারকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করতে তৎপর হয়ে উঠেন। ফলে খুররম পিতার আদেশ অমান্য করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তার বিদ্রোহে সম্রাট মর্মান্ত হন। অবশেষে দাঙ্গিগাত্য ও বাংলায় কিছুকাল অবস্থান করে খুররম পুনরায় পিতার নিকট আস্তসমর্পন করেন। এভাবেই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

**ঘ** শাসক হিসেবে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে সফল বলা যায়।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন মুঘল ইতিহাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাস্তিত্রে অধিকারী। তার চরিত্র ছিল প্রকল্পরবিরোধী গুণাবলীর সমষ্টি। শিখ-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তিনি উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পিতা আকবরের মতো বিচক্ষণ না হলেও শাসক হিসেবে জাহাঙ্গীর মোটামুটি সফল ছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদের মতো, জাহাঙ্গীর একজন বৃদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ কৃটনীতিবিদ ছিলেন এবং অতি সহজেই তিনি সাম্রাজ্যের সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করতে পারতেন। তার কোনো উপদেষ্টা বা মন্ত্রিসভা না থাকায় সম্রাট নিজেই রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ মীমাংসা করতেন। শাসনসংস্কারে তিনি কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি, তবে তিনি তার পিতার শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন। ফলে খুররম ও মহকৃত থানের বিদ্রোহ বাদ দিলে তার সময়ে বড় রকমের কোনো অঘটন দেখা যায় না।

সম্রাট জাহাঙ্গীর একজন সাহসী এবং নিপুণ সমরনায়ক ছিলেন। তিনি নিজে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতেন এবং যুদ্ধ বিষয়ে সেনাপতিদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতেন। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এই যে, তিনি বিজেতা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। তার সময়ে কাংডা ও মেবার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করা ছাড়া মুঘল সেনাবাহিনী আর কোনো বড় বিজয় অর্জন করতে পারেনি।

ন্যায়বিচারক হিসেবে সম্রাট জাহাঙ্গীর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মজলুম বিচারপ্রাপ্তী যাতে সম্রাটের কাছে সরাসরি তার অভিযোগ পেশ

করতে পারেন, সেজান্য তিনি বিচার ঘন্টা স্থাপন করেন। জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল বিচারপ্রাধীই ঘন্টার সাথে যুক্ত শিকল টেনে সম্বাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। তিনি অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। তিনি 'দন্তবুল আমল' নামক ১২ টি আইন বিধিও প্রবর্তন করেছিলেন।

তিনি 'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী' নামক একটি আঙ্গীরনী গ্রন্থ রচনা করেন। এটি মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের একটি অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। ঐতিহাসিকগণ সম্মাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালকে ভারতীয় সাহিত্যের 'অগাস্টাস যুগ' বলে অভিহিত করেন।

**প্রশ্ন ▶ ৬০** আসামের শাসনকর্তা সালাদীন খান রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে অনেক বাধা-বিপ্লব অভিক্রম করে বিহারের শাসনকর্তা ইউসুফকে পরাজিত করে উক্ত রাজ্য অধিকার করেন এবং খান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার জীবনের কাহিনী নিয়ে সালাদীননামা রচনা করেন।

/সরকারি আশেক মহমুদ কলেজ, জামালপুর/

- ক. দিল্লীর শেষ সুলতান কে ছিলেন? ১  
খ. আলম খান লোদী ও দৌলত খান লোদী বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কেন? ২  
গ. উদ্দীপকের সাথে কোন শাসকের মিল রয়েছে বুঝিয়ে লেখ। ৩  
ঘ. উক্ত শাসকের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দিল্লীর শেষ সুলতান ছিলেন ইত্তাহীম লোদী।

খ. আলম খান লোদী ও দৌলত খান লোদী ইত্তাহীম লোদীর বংশীয় লোক হলেও তাদের সাথে ইত্তাহীম লোদীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো ছিল না। সুলতান ইত্তাহীম লোদী জনপ্রিয় শাসক ছিলেন না। উপরতু অভিজাত ও প্রাদেশিক পর্বতন্ত্রদের সাথে তার সম্পর্ক ভালো ছিল না। তাই পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী ও অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধি আলম খান লোদী বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। মূলত, এটা ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল।

গ. সৃজনশীল ১৬ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ১৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ৬১** নান্দিনার শাসনকর্তা আলী শাহ জামালপুরের শাসনকর্তা হুসাম উদ্দিনকে পরাজিত করে তার সাম্রাজ্য অধিকার করেন। তিনি শাসনব্যবস্থা ও ভূমিব্যবস্থার সংস্কার করেন। জামালপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিশাল রাস্তা নির্মাণ করেন। /সরকারি আশেক মহমুদ কলেজ, জামালপুর/

- ক. বৈরাম খান কে ছিলেন? ১  
খ. দীন-ই-এলাহী কী প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্ম ছিল? ২  
গ. উদ্দীপকের সাথে কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. কাকে সিংহাসনের পঞ্চাতের শাস্তি বলা হতো, কেন বলা হতো— ব্যাখ্যা করো। ৪

### ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বৈরাম খান সম্মাট আকবরের তত্ত্বাবধায়ক ও সেনাপতি ছিলেন।

খ. ভারতের মুঘল শক্তির স্থায়িত্ব বিধানের জন্য হিন্দু-মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলাই ছিল 'দীন-ই-এলাহী' এর প্রকৃত উদ্দেশ্য।

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য আলোচিত ও সমালোচিত বিষয় হলো সম্মাট আকবরের 'দীন-ই-এলাহী' এর ধর্মসম্মত প্রচার। সম্বাটের এ ধর্মসম্মত প্রচারের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা তিনি মনে করেন যে, হিন্দুদের সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য উদার ধর্মীয় নীতি গ্রহণ করা উচিত। তাই তিনি তার সাম্রাজ্যের সকলকে একটি কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবন্ধ করেন এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য নতুন ধর্মসম্মত প্রচার করেন। এটি ছিল 'দীন-ই-এলাহী' প্রবর্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

গ. উদ্দীপকের সাথে দিল্লীর শাসক শেরশাহ এর মিল রয়েছে। শেরশাহ মুঘল সম্মাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। এছাড়া তার নতুন উদ্ভাবন ছিল ভূমি রাজ্য ব্যবস্থার সংস্কার। শেরশাহ পূর্ববর্জনের সোনারগাঁ হতে সিন্ধু নদ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করেন।

ঘ. এর নাম ছিল 'সড়ক-ই-আজম' বা 'গ্রান্ট ট্রাঙ্ক রোড'। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, নান্দিনার শাসনকর্তা আলী শাহ জামালপুরের শাসনকর্তা হুসাম উদ্দিনকে পরাজিত করে তার সাম্রাজ্য অধিকার করেন। তিনি শাসনব্যবস্থা ও ভূমিব্যবস্থার সংস্কার করেন। জামালপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিশাল রাস্তা নির্মাণ করেন। সুতৰাং দেখা যাচ্ছে যে, দিল্লীর শুরু বংশীয় শাসক শেরশাহ এর সাথে উদ্দীপকের মিল রয়েছে।

ঙ. মুঘল সম্মাট জাহাঙ্গীরের ওপর প্রভাব ও প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য নূরজাহানকে সিংহাসনের পঞ্চাতের শক্তি বলা হত। নূরজাহান যেমন অসাধারণ বৃদ্ধিমত্তা ও বহুমুখী প্রভিউর অধিকারী ছিলেন। তিনি কবিতা পছন্দ করতেন এবং কবিতা লিখতে পারতেন। তার বৃদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক সিস্থান্তের নিকট উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা মাথা নোওয়াতে বাধ্য হত। বিপদে তিনি অসীম সাহস ও ধৈর্য ধারণ করতে পারতেন। নূরজাহান মুঘল প্রশাসনে একজন শক্তিশালী সম্মাট হিসেবে আবির্ভূত হন। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ তার অনুকূল্য পাওয়ার চেষ্টা করতেন। ঐতিহাসিক স্থানে তাকে 'Power behind the throne' বা সিংহাসনের পঞ্চাতের শক্তি বলে অভিহিত করেছেন। নূরজাহানের ক্ষমতার চৰ্চা দেখে জনগণ তাকে অধিক সমীক্ষ করতেন। রাজদরবারের রাজনীতি তিনি দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করতেন। বৃদ্ধিক্ষেত্রেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। সম্মাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি মুদ্রার অপর পিঠে নিজের নামাঙ্কনের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজকীয় ফরমানে তার সাক্ষর দেয়া অত্যন্ত জনুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি নিজের আর্থীয়-জ্বজনকে উচ্চপদ দিতে কার্পণ্য করেননি। পরিশেষে বলা যায়, সম্মাট জাহাঙ্গীর তার আঙ্গীরনীতে বলেছেন, "এক প্লাস মদ ও এক ডিশ সুপের বিনিময়ে আমি আমার রাজ্যকে আমার প্রিয়তমা রানির কাছে বিক্রয় করেছি।"

**প্রশ্ন ▶ ৬২** স্পেনের শাসনকর্তা তৃতীয় আব্দুর রহমান সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি তার বেগমের নামানুসারে ইতিহাস বিখ্যাত আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন- যা এখনও বর্তমান থেকে তার পৌরী প্রেমের নির্দর্শন বহন করছে। /সরকারি আশেক মহমুদ কলেজ, জামালপুর/

- ক. মনসর শান্দের অর্থ কী? ১  
খ. রাজপুতদের সাথে সম্মাট আকবরের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মূল কারণ কী? ২  
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে কোন শাসকের কার্যাবলীর মিল রয়েছে? বুঝিয়ে লিখ। ৩  
ঘ. উক্ত শাসকের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার ছন্দের কারণ ও ফলাফল লিখ। ৪

### ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মনসর শান্দের অর্থ পল বা পলমর্যাদা।

খ. রাজপুতদের সাথে সম্মাট আকবরের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মূল কারণ রাজনৈতিক। সম্মাট আকবর তারতের শক্তিশালী রাজপুতদের তার সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি মনে করেছিলেন। তাই তিনি তাদের সাথে সত্ত্বাব স্থাপনের মাধ্যমে তাদের বন্ধুত্ব প্রত্যাশা করেন। তাই তিনি তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়ন করেন। আকবর রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সক্ষম হন।

ঘ. উজীপকের শাসকের সাথে সম্মাট শাহজাহানের কার্যাবলীর মিল রয়েছে।

ঘ. তারত মুঘল শাসক সম্মাট শাহজাহান ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক। তার সময়কালকে মুঘল রাজবংশের ইতিহাসে বর্ণিত বলা হয়। তিনি

তার স্তু মমতাজ মহলের সমাধির উপর তার নামের সাথে মিল রেখে 'তাজমহল' নির্মাণ করেন। এই তাজমহল এখনও বর্তমান এবং তা শাহজাহানের স্তুর প্রতি অমর প্রেমের নির্দশন বহন করছে। এটি পৃথিবীর মানবসৃষ্টি সম্পত্তি আশ্চর্যের অন্যতম ইমারত।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, স্পেনের শাসনকর্তা আব্দুর রহমান সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি তার বেগমের নামানুসারে ইতিহাস বিখ্যাত আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। যা আজও বর্তমান। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, উপর্যুক্ত সম্মাট শাহজাহানের সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত আব্দুর রহমানের কার্যাবলীর মিল রয়েছে।

**৭** উক্ত শাসকের অর্থাৎ সম্মাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার হস্তের কারণ ছিল শাহজাহানের মনোনয়ন, আওরঙ্গজেব কর্তৃক মনে না নেয়। এবং এর ফলে আওরঙ্গজেব পরবর্তী মুঘল শাসক হলেন।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন আওরঙ্গজেব শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন কিন্তু সম্মাট আওরঙ্গজেবের বড় ভাই দারাশিকোর প্রতি বেশি স্বেচ্ছা পোষণ করতেন। দারাশিকো ছিলেন উদারমন্ত্রী ও শিয়া মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। ফলে কট্টরপন্থী দুর্লভ মুসলিমগণ আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করতে থাকেন। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "প্রতিষ্ঠানীদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি কৃটনেতিক, রাজনৈতিক ও সেনাপতিতে আওরঙ্গজেবের সমরক্ষ ছিলেন। রক্তকর্মী উত্তরাধিকার যুদ্ধে নিজ কৃতিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে আওরঙ্গজেব প্রতিষ্ঠানী ভাইদের পরাজিত করে এবং পিতা সম্মাট শাহজাহানকে আগ্রার দুর্গে বন্দি করে ১৬৫৮ সালে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তী খাজওয়ার যুদ্ধে ভাই শাহ সুজাকে এবং দেওরাইয়ের যুদ্ধে প্রধান প্রতিষ্ঠানী বড় ভাই দারাশিকোকে পরাজিত করে তিনি দিল্লি অধিকার করেন। এবং ১৬৫৯ সালে ছিটীয় অভিষ্ঠেক অনুষ্ঠিত হয়। 'আলমগীর পাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে আওরঙ্গজেব দুর্গ মুঘল সম্মাট হিসেবে সিংহাসনে সমাপ্ত হন।

**প্রশ্ন** **৬৩** ফরাসি সম্মাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাপতির অন্যতম। তিনি স্পেনসহ পৃথিবীর অনেক দেশ এশিয়া, রোম, পর্তুগাল, সিসিলি প্রভৃতি জয় করেন। কিন্তু স্পেনে অভিযান ও উপর্যুক্তের যুদ্ধেই ছিল তার পতনের অন্যতম কারণ। নেপোলিয়ন বলেছিলেন স্পেনের ক্ষত আমার ক্ষেত্রে সাধন করেছিল।

- ক. নূরজাহান কে ছিলেন? ১  
খ. জাত ও সওয়ার কী? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্দীপকের চরিত্রের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের যে শাসকের মিল রয়েছে তার কৃতিত্ব সংক্ষেপে লিখ। ৩  
ঘ. নেপোলিয়নের উক্তিটির সাথে উক্ত শাসকের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

### ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নূরজাহান ছিলেন সম্মাট জাহাঙ্গীরের স্তু।

খ. মুঘল সম্মাট আকবরের আমলে নিয়োগকৃত মনসবদার গণের 'জাত' ও 'সওয়ার' নামের দুটি মর্যাদা ছিল।

মনসবদার নিয়োগ, পদোন্তি ও পদচুক্তি সম্পূর্ণভাবে সম্মাটের ইচ্ছাধীন ছিল। একজন ব্যক্তির সামরিক যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সম্মাট তাকে মনসবদার হিসেবে নিয়োগ দিতেন। এই মনসবদারদের দুটি মর্যাদা ছিল 'জাত' ও 'সওয়ার'।

গ. উদ্দীপকের চরিত্রের সাথে আমার পাঠ্য বইয়ের শাসক আওরঙ্গজেবের মিল রয়েছে। আওরঙ্গজেব ছিলেন মুঘল বংশের সর্বশেষ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। দাক্ষিণ্যাত্ত্বের সুবাদার থেকে শুরু করে পরবর্তীতে সম্মাট হিসেবে প্রায় অধিশতাব্দীকাল তিনি যোগ্যতা ও কৃতিত্বের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। যা উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের ফরাসি সম্মাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাপতির অন্যতম। তিনি স্পেনসহ পৃথিবীর অনেক দেশ যেমন, এশিয়া, রোম, পর্তুগাল, সিসিলি প্রভৃতি জয় করেন। অনুরূপভাবে

সম্মাট আওরঙ্গজেবও ছিলেন একজন সুদৃঢ় রাজনীতিক, সুনিপুণ সমরনীতিবিদ ও সাহসী যোদ্ধা। উত্তরাধিকার যুদ্ধ, বিজ্ঞাহ দমন ও দাক্ষিণ্যাত্ত্বের অভিযানে সৈনিক ও সেনাপতি হিসেবে তার কৌশল ও বুদ্ধিক পরিচয় পাওয়া যায়। তার সময় মুঘল সাম্রাজ্য উত্তরে কাশ্মীর হতে দক্ষিণে তাজোর পূর্বে বাংলা ও পশ্চিমে কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তার আমলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দাক্ষিণ্যাত্ত্ব জয়। শাসনকার্যের সুবিধার্থে এ বিশাল সাম্রাজ্যকে ২১ টি সুবায় বিভক্ত করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক, ধর্মতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা, আরবি ভাষা ও ফার্সি সাহিত্যে তার অসাধারণ প্রভিত্য ছিল। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, সম্মাট আওরঙ্গজেব ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম শাসক।

**৮** উদ্দীপকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের স্পেন বিজয়ের সাথে মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণ্যাত্ত্ব জয়ের সাদৃশ্য রয়েছে। দাক্ষিণ্যাত্ত্বে নীতি সম্মাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালের (১৬৫৮-১৭০৭) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করে সম্মাট দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দেন। ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণ্যাত্ত্বের মারাঠা দমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুন্ডা দখল করেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান (১৭০৭)। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন একজন বিখ্যাত বীর এবং যোগ্য শাসক; তিনি স্পেনসহ অনেক দেশ জয় করেন। কিন্তু স্পেন জয় ছিল তার পতনের অন্যতম কারণ। নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের মধ্যে মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণ্যাত্ত্ব জয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। নেপোলিয়নের মতো আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। তার সময় ভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এত বেশি হয়েছিল যে, এ বিশাল সাম্রাজ্যকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না। আর দাক্ষিণ্যাত্ত্বের প্রতিফলিত হয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা পরিচালনা ও সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। উপর্যুক্ত এর ফলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এ বিজয় তার পতনের পথ প্রশংস্ত করে। তাই বলা যায়, নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের মধ্যে মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণ্যাত্ত্ব বিজয়ের সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

**প্রশ্ন** **৬৪** মহামহিম সুলায়মানের মৃত্যুর পর তার পুত্র ছিটীয় সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার চরিত্রে দোষ ও গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি ছিলেন কাব্যাসিক এবং তার সময়ে অনেকগুলো জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন হয়। আবার মদ্যপান ও হেরেমপ্রিয়তার ফলে রাজকার্য পরিচালনার কোন দায়িত্বই তিনি গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন না। তার শাসনামলে তার স্তু সুলতানা নূরবানূর প্রভাব এত বেশি যে সুলতান কার্যতঃ তার ইঞ্জা-অনিষ্টার পুতুল ছিলেন।

- ক. 'মনসব' শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা কী? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্দীপকের সাথে মুঘল আমলের যে শাসকের মিল রয়েছে তার কৃতিত্ব সংক্ষেপে লিখ। ৩  
ঘ. উক্ত শাসকের চরিত্রে ছিল বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ— ব্যাখ্যা কর। ৪

### ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা।

খ. সূজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকের ছিটীয় সেলিমের সাথে মুঘল আমলের শাসক সম্মাট জাহাঙ্গীরের মিল রয়েছে।

ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, সম্মাট জাহাঙ্গীর ছিলেন মুঘল ইতিহাসে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারক, সহানুভূতিশীল ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। উদ্দীপকেও তা লক্ষ করা যায়।

সম্মাট জাহাঙ্গীর তার পিতার শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন এবং যুদ্ধ বিষয়ে

সেনাপতিদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতেন। ন্যায়বিচারক হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মঙ্গলুম বিচারপ্রাথী যাতে সম্ভাটের কাছে সরাসরি তার অভিযোগ পেশ করতে পারে। সেজন্য তিনি বিচারঘর্ষণ করেন। যার মাধ্যমে তিনি সহজে জনগণের অভিযোগের পূর্ণ সমাধান করতে পারতেন। তিনি অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারেও কঠোর ছিলেন। এ সম্মের্দ্দয়ে তিনি দস্তরুল আমল নামক ১২টি বিধি প্রবর্তন করেছিলেন। এছাড়া সম্ভাট জাহাঙ্গীর ছিলেন শির, সাহিত্য, সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক। তার সময় চিকিৎসার ব্যাপক উন্নতি ঘটে। সুতরাং শাসক হিসেবে জাহাঙ্গীরকে সফল বলা যায়।

**৪** উদ্দীপকের দ্বিতীয় সেলিমের সাথে মুঘল সম্ভাট জাহাঙ্গীরের তুলনা করা যায়।

উদ্দীপকের দ্বিতীয় সেলিমের চরিত্রে দোষ ও গুণের সংমিশ্রণ ছিল। তিনি একই সাথে কোমল ও কঠোর ছিলেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। ঠিক একইভাবে জাহাঙ্গীরের চরিত্রেও বৈপর্যাত্তির সংমিশ্রণ দেখা যায়।

ঐতিহাসিকগণও কেউ প্রশংসা, আবার কেউ তীব্র সমালোচনা করেছেন। ইশ্বরী প্রসাদ জাহাঙ্গীরের প্রশংসা করে বলেন, ‘মুঘল ইতিহাসের একটি অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র হচ্ছে জাহাঙ্গীর।’ আরুয়া-বজনের প্রতি অনুরাগপ্রবণ, মহানুভব, নির্ধারণের প্রতি প্রচণ্ড বিত্তস্থা এবং সুবিচারের প্রতি প্রগাঢ় মোহ তার চারিত্রিক গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার তার চরিত্রের তীব্র সমালোচক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, ‘জাহাঙ্গীরের চরিত্রে নমনীয়তা ও নৃশংসতা, সুবিচার ও খামখেয়ালিপনা, বুচিবোধ, বর্বরতা সুবৃদ্ধি ও জ্ঞানসুলভ গুণাবলির সমাবেশ দেখা যায়। তাকে একদিকে যেমন অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন বলে অভিহিত করা হয়েছে, অন্যদিকে, প্রজাদের মজলার্থে ১২টি প্রজামঞ্চলকর আইন প্রণয়ন করেন। অত্যধিক আফিম ও মাদকাস্তি ছিল তার চরিত্রের বড় ভূটি। অন্যের প্রভাবে প্রভাবাব্ধি হওয়া তার চরিত্রের অন্যতম দোষ ছিল।’ তাই বলা যায়, দ্বিতীয় সেলিমের চরিত্রে মুঘল সম্ভাট জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

**প্রশ্ন ৬৫** ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) পুরো সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। প্রদেশগুলো প্রাদেশিক পর্বত বা ওয়ালি শাসিত হতো। উমর (রা) বাস্তিগতভাবে ওয়ালিদের নিযুক্ত করতেন। তিনি ন্যায়বিচারের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। বিচারকাজে তিনি কোনো আপন-পর ভেদাভেদ করতেন না। মদ্যপানের অপরাধে তিনি তার পুত্র শাহমাকে বেত্রাধাত করে এবং এর ফলে পুত্র মৃত্যুবরণ করে। মহানুভব ও ন্যায়পরায়ণ’ এ খলিফা ইসলামের ইতিহাসে ন্যায়বিচারের জন্য এই অধিক দিকটির স্বরূপীয় হয়ে আছেন। /দেবিজ্ঞান সুজাত জালী সরকারি কলেজ ক্লিয়ার্ক, ‘দীন-ই-এলাহী’ নামক ধর্মের প্রবর্তক কে? ১

২. আকবরের গুজরাট বিজয় অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩. উদ্দীপকে সম্ভাট আকবরের শাসনব্যবস্থার কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।

৪. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় স্মৃতি আকবর এবং হযরত উমর (রা) একে অপরের সার্থক প্রতিচ্ছবি— স্মৃতিবিশেষণ কর। ৪

#### ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ‘দীন-ই-এলাহী’ নামক ধর্মের প্রবর্তক মুঘল সম্ভাট আকবর।

**খ** সম্ভাট আকবরের গুজরাট বিজয়ের (১৫৭২-১৫৭৩) ফলে সমুদ্র এবং পশ্চিম ‘উপকূলের সমৃদ্ধিশালী বন্দরগুলোর ওপর মুঘলদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই গুজরাট বিজয় অতি গুরুত্বপূর্ণ। গুজরাট বিজয়ের মাধ্যমে মুঘলরা ইউরোপীয় পার্তুগিজ শাস্তির সংস্পর্শে আসে। সমুদ্র উপকূল অধিকৃত হওয়ায় তারা নৌবাহিনী গঠনের সুযোগ লাভ করে। গুজরাট বিজয়ের ফলে মুঘলদের নিকট দাক্ষিণ্যাত্ত্বের স্বার উন্মোচিত হয়। তাহাড়া এ বিজয়ের কারণে নিরাপদে মুঝায় হজস্ত পালনের সুযোগ তৈরি হয়। এসব কারণে গুজরাট বিজয়কে ঐতিহাসিকেরা অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

**গ** উদ্দীপকে মুঘল সম্ভাট আকবরের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

কোনো অঞ্চল আয়তনে বড় হলে এককভাবে সেই অঞ্চলটি শাসন করা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ রকম সমস্যার প্রেক্ষিতে শাসনকার্যের সুবিধার্থে অঞ্চলটিকে যদি ছোট ছোট কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয় তবে তাকে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা বলা যায়। প্রাদেশিক শাসনের এরূপ চিত্তই হযরত উমর (রা) এবং সম্ভাট আকবরের শাসনব্যবস্থার মধ্যে সামুদ্র্য স্থাপন করেছে।

হযরত উমর (রা) তার পুরো সাম্রাজ্যকে ১২টি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি প্রতিটি প্রদেশে গৱর্নর বা ওয়ালি নিয়োগ করেছিলেন। অন্যদিকে, সম্ভাট আকবর তার বিশাল সাম্রাজ্যকে সৃষ্টিভাবে পরিচালনার জন্য ১৫টি সুবা বা প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রদেশগুলো হচ্ছে বাংলা (উড়িষ্যাসহ), বিহার, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা, দিল্লি, আজমির, মুলতান (সিন্ধুসহ), লাহোর (কাশ্মীরসহ), কাবুল, গুজরাট, মালব, খান্দেশ, বেরার ও আহমদনগর। একেকে সুবাৰ সামরিক এবং বেসামরিক শাসন বিষয়ে সর্বোচ্চ কর্তৃ ছিলেন সুবাদার। পদমর্যাদায় সুবাদারের পর গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী ছিলেন দেওয়ান। সম্ভাট আকবরই তাদেরকে সরাসরি নিয়োগ দিতেন। প্রদেশের রাজস্ব আদায় এবং বায় নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল দেওয়ানের ওপর। তিনি তার কাজের জন্য কেন্দ্রীয় দেওয়ানের নিকট জবাবদিহি করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে— প্রদেশের গঠন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় উমর (রা) এবং সম্ভাট আকবরের শাসনব্যবস্থার মধ্যে সুম্পর্চ মিল বিদ্যমান।

**ঘ** ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সম্ভাট আকবর এবং হযরত উমর (রা) দুজনেই আন্তরিকভাবে কৃতব্যপ্রাপ্তিগতার পরিচয় দিয়েছেন।

সমাজে শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল নেই। ইতিহাসে যে সকল শাসক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক হয়েছেন এবং সম্ফলতা লাভ করেছেন তারা সকলেই প্রজারঞ্জক হিসেবে খ্যাত হয়ে আছেন। উদ্দীপকে উল্লিখিত হযরত উমর (রা) এবং মুঘল সম্ভাট আকবর এমনই দুজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ শাসক।

উদ্দীপক থেকে দেখা যায়, হযরত উমর (রা) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অনুপম দৃষ্টিত্ব স্থাপন করে গেছেন। বিচারকাজে তিনি কোনো আপন-পর ভেদাভেদ করতেন না। এর বাস্তব প্রমাণ হলো মদ্যপানের অপরাধে তিনি নিজ পুত্রকে বেত্রাধাত করেন এবং এর ফলে তার পুত্রের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, সম্ভাট আকবরও ন্যায়বিচারক ছিলেন। তিনি নিজে বিচার প্রশাসনের সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন। সপ্তাহের নিদিষ্ট একটি দিনে তিনি বিচারপ্রার্থীদের অভিযোগ শুনতেন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজল তার ‘আকবরনামা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ‘বিচারের ক্ষেত্রে তিনি আরুয়া-অনারুয়া, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি ও রাস্তার জীৰ্ণ ভিক্ষুকের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না।’ সম্ভাট নিজেও আইনের উৎরে ছিলেন না। তিনি বলতেন, ‘ব্রহ্ম তিনি যদি কোনো অন্যায় কার্য করেন, তাহলে তিনি নিজেকেও শাস্তি দিতে কৃতিত্ব হবেন না।’ তার সময়ে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) অপরাধীকে শাস্তি দান অপেক্ষা অপরাধ নির্বারণ ও দমনের প্রতি বেশ গুরুত্ব দেওয়া হতো। তার বিচার ব্যবস্থার আকর্ষণীয় নিকটে হিসেবে সহজলভ্যতা এবং ক্ষিপ্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হযরত উমর (রা)-এর মতো সম্ভাট আকবরও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আপোসাইন ছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় উমর (রা) এবং সম্ভাট আকবর একে অপরের সার্থক প্রতিচ্ছবি।

**প্রশ্ন ৬৬** আবিরের পিতা রাজশাহী জেলার এক ক্ষুদ্র উপজেলার অধিপতি ছিলেন। তার ধর্মনীতে দুজন প্রথ্যাত সমর নায়কের বা রাজনীতিবিদের রক্ত প্রবাহিত ছিল। খুব অল্প বয়সে আবির পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সততা ও ধৈর্য তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বার বার বিভিন্ন যুদ্ধে প্রার্জিত হয়েও নিজের চেষ্টায় একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

ক. হুমায়ুন শদের অর্থ কী?

৪. শেরশাহ কীভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন? ২

৫. উদ্দীপকের আবিরের সহিত তোমার পাঠ্যবইয়ের যে একজন শাসকের মিল রয়েছে তার প্রাথমিক জীবন বর্ণনা কর। ৩

৬. উক্ত শাসক ছিলেন একজন সফল শাসক- মূল্যায়ন কর। ৪

#### ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. হুমায়ুন শব্দের অর্থ ভাগ্যবান।

ব. মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে প্রাইজিত করে শেরশাহ ভারতীয় উপমহাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন।

শেরশাহ ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বৰুজের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে হুমায়ুনকে প্রাইজিত করেন। হুমায়ুন কোনো রকমে জীবন বাঁচিয়ে নিজাম নামক মাঝির সাহায্যে গঙ্গা পাড়ি দিয়ে আগ্রায় পৌছান। সেখান থেকে হুমায়ুন ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় শেরশাহকে আক্রমণ করেন। কিন্তু এবারও হুমায়ুন কনৌজের বিলগ্রামে শেরশাহের নিকট শোচনীয়ভাবে প্রাইজিত হন। শেরশাহ দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন এবং ভারতীয় উপমহাদেশে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন।

গ. উদ্দীপকের আবিরের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সম্মাট বাবরের মিল রয়েছে।

ডাক্ষিণ আবির জীবনের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের মুঘল শাসক সম্মাট বাবরের জীবনের সাদৃশ্য রয়েছে।

জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানের ফারগানায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ওমর শেখ মির্জা এবং মা কুতুব নিগার খানম। তিনি পিতার দিক থেকে চাঘতাই তুর্কি বীর তৈমুর লঙ্ঘ এবং মাতার দিক থেকে মোঝাল নেতা চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন। শৈশবে বাবর বিদ্যুৰী মাতামহী আয়সন দৌলত বেগম এবং পৃথিবীক শেখ মজিদের নিকট তুর্কি, আরবি ও ফারসি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

উদ্দীপকে আবির মাত্র ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেই পিতৃব্য আজীয়ন্তজন এবং অন্যান্য শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হন। একইভাবে সম্মাট বাবরও ১১ বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি যখন ফারগানার দায়িত্ব লাভ করেন তখন ফারগানা রাজ্য চতুর্দিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করে বাবর মধ্য এশিয়ার পূর্বপুরুষ তৈমুরের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। তিনি পরপর দুবার সমরখন্দ অধিকার করে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলেও ধৈর্য হারাননি। ১৫০৪ সালে তিনি খোরাসানের রাজার সহায়তায় হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে কাবুল ও গজনি অধিকার করেন। উদ্দীপকের আবিরের মতোই সম্মাট বাবরও তার মাতামহীর সাহচর্যে সাহসী ও আক্ষন্তিরশীল হয়ে উঠেছিলেন।

ঢ. শাসক হিসেবে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্মাট বাবরের কৃতিত্ব ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবর ছিলেন অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী। মধ্যমণ্ডের ইতিহাসে বাবর ছিলেন সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্ক নরপতি। কৃতিত্ব ও চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কালী কিংকর দক্ষ যথাথৰ্থই বলেন, "Babar is one of the most romantic and interesting personalities in the History of Asia". জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর মাত্র ১১ বছর বয়সে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন। শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি প্রথমে কাবুল এবং পরে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। শুধু প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার ভিত্তি সুদৃঢ় করে একে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

লেনপুল বলেন, তার ভারত বিজয় তাকে ইতিহাসে স্থায়ী আসন দিয়েছে, যা একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয়। বাবর প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে ওয়ালি, একজন দিওয়ান, শিকদার এবং কোতোয়াল নিয়োগ করেন। তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ১৫ মাইল অন্তর ডাক টৌকির ব্যবস্থা করেন। তিনি দিল্লি ও আগ্রার ২০টি উদ্যান, বহু পাকা নর্মা, সেতু, অট্টালিকা নির্মাণ

করেন। বাবর একজন সুসাহিত্যিক, নিপুণ, সমালোচক ও ইন্তশির বিশারদ হিসেবে কৃতিত্বের দাবিদার। বাবরনামা তার গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ নির্দশন। রাশত্বক উইলিয়াম বাবরের চরিত্রের আটটি মৌলিক গুণের উল্লেখ করেন। যেমন- নিখুত বিচারবৃন্দি, উচ্চভিলাষ, যুদ্ধ নৈপুণ্য, সুদৃঢ় শাসন-কোশল, প্রজাহিতেষীলণ, উদার প্রশাসনিক আদর্শ, সৈন্যদের মন জয় করার ক্ষমতা এবং ন্যায়বিচারের মানসিকতা।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্রহ্ম সময়ের মধ্যেই বাবর নিজেকে একজন দক্ষ শাসক হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন।

প্রশ্ন ৬৭. ফ্রাসের সম্মাট নেপোলিয়ন তার রাজত্বের শেষ দিকে স্পেন আক্রমণ করে জয় করেছিলেন। কিন্তু এটা ছিল নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। এ জন্য নেপোলিয়নের স্পেন আক্রমণকে 'স্পেনীয় ক্ষত' বলা হয়।  
/স্পেনীয় ক্ষত স্পেন স্পেনীয় ক্ষতের সাথে কেন? ব্যাখ্যা কর।

ক. 'দন্তুরুল আমল' কী?

খ. পানিপথের যুদ্ধের বর্ণনা দাও।

গ. নেপোলিয়নের আক্রমণের সাথে কোন মুঘল সম্মাটের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত শাসকের দাক্ষিণ্য নীতিতে নেপোলিয়নের স্পেনীয় ক্ষতের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর।  
ব্যাখ্যা কর।

#### ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুঘল সম্মাট জাহাঙ্গীর শাসনব্যবস্থায় শুভলা জননিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে ১২টি বিধি জারি করেন তা 'দন্তুরুল আমল' নামে পরিচিত।

ব. ভারতীয় ইতিহাসে দিল্লির অদূরে হরিয়ানা বুজোর পানিপথ প্রান্তের উল্লেখযোগ্য একটি জায়গা। কারণ সাম্রাজ্যের ভাগ্যনির্ধারণকারী শুভত্বপূর্ণ তিনটি যুদ্ধ এখানে সংঘটিত হয়। পানিপথ প্রান্তে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় বিধায় এগুলোকে পানিপথের যুদ্ধ বলা হয়।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ সালে বাবর ও ইত্তাহিম লোদীর মধ্যে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বাবর বিজয়ী হয়। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ মুঘল সম্মাট আকবর ও হিমুর মধ্যে সংঘটিত হয়। উক্ত যুদ্ধে হিমু প্রাইজিত ও নিহত। পরবর্তীতে ১৭৬১ সালে আহমদ শাহ আবদালী ও মারাঠাদের মধ্যে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে আবদালী মারাঠাদের প্রাইজিত করে মারাঠা অধিকৃত অঞ্চল দখল করে নেয়।

ঢ. উদ্দীপকে নেপোলিয়ন বোনাপাটের স্পেন বিজয়ের সাথে মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণ্য জয়ের সাদৃশ্য রয়েছে।

দাক্ষিণ্য নীতি সম্মাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালের (১৬৫৮-১৭০৭) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উক্ত ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করে সম্মাট দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দেন। ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণ্যের মারাঠা দমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুড়া দখল করেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান (১৭০৭)। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

নেপোলিয়ন বোনাপাট ছিলেন একজন বিখ্যাত বীর এবং যোগ্য শাসক। তিনি স্পেনসহ অনেক দেশ জয় করেন। কিন্তু স্পেন জয় ছিল তার পতনের অন্যতম কারণ। নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের মধ্যে মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। তার সময় ভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এত বেশি হয়েছিল যে এ বিশাল সাম্রাজ্যকে সুরক্ষাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না। আর দাক্ষিণ্য বিজয়ের মধ্যে দিয়ে যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা পরিচালনা ও সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। উপরন্তু এর ফলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এ বিজয় তার পতনের পথ প্রশস্ত করে।

তাই বলা যায়, নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের মধ্যে মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণ্য বিজয়ের সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

ঘ. নেপোলিয়নের শেষেষ্ঠ উক্তি আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণ্য জয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, দাক্ষিণ্য সম্মাটের দেহের ও সাম্রাজ্যের সমাধি ভূমি ছিল।

আওরজাজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, 'আপাতদৃষ্টিতে সকল কিছু লাভ করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সকল কিছুই হারালেন। এ সময় হতেই তার পতনের সূচনা হয়। তার জীবনের মর্মান্তিক এবং অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে।' দাক্ষিণাত্য বিজয়ের মাধ্যমে ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কাবুল হতে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর হতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিশাল ও বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের এক অপ্রিবৰ্ত্তনীয় নূরপতির মর্যাদা লাভ করেন। এতদসঙ্গেও আওরজাজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্তক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দাক্ষিণাত্য জয়ের ফলে সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সংকট দেখা দেয়। উভর ভারতে সম্রাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সেখানে সম্রাটের প্রভাব হ্রাস পায়। ফলে আফগান, শিখ, জাঠ, মেওয়াটি ও রাজপুতরা চারিদিকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এভাবে সম্রাটের জীবিতাবস্থায় মুঘল সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয় এবং এ অবস্থার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা প্রস্তুতের মতো ক্ষমতা সম্রাটের ছিল না। উদ্দীপকে বর্ণিত নেপোলিয়ন বলতেন, 'স্পেনীয় ক্ষতি আমার খ্রিস্ট সাধন করেছিল।' ঠিক তেমনি দাক্ষিণাত্যের ক্ষতি আওরজাজেবের সর্বনাশ ভেকে এনেছিল। দাক্ষিণাত্য নীতির ব্যর্থতার ফলে দুশ্চিন্তায় সম্রাটের মন ও শরীর ভেঙে পড়ে এবং ডগ্রাম্বাস্থ্য নিয়ে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ ভারতের শেষ উরেখযোগ্য মুঘল সম্রাট শেষ নিঃশ্঵াস ত্যাগ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, আওরজাজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের শেষ উন্নিটির সত্যতা রয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ৬৮** জনাব হায়দারি আলী সাহেব শাস্তিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার পর এলাকায় শাস্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করতে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি এলাকার প্রভাবশালী পরিবারগুলোকে বশে আনতে তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তার কার্যালয়ে ঐ পরিবারের বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেন, তাহাত তাদের ওপর ধার্যকৃত করসমূহ বৃদ্ধি না করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ফলে এলাকায় শাস্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং তিনি নির্বিশেষ দীর্ঘদিন ধরে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

/মন্তব্যোহন কলেজ, সিলেট/

ক. বৈরাম খান কে ছিলেন?

১

খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হায়দার আলী সাহেবের পদক্ষেপগুলো সম্রাট আকবরের কোন নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত পদক্ষেপ ছাড়া সম্রাট আকবর তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে সক্ষম হয়েছিলেন? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৪

#### ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বৈরাম খান ছিলেন একজন তুর্কি যোদ্ধা ও আকবরের অভিভাবক।

খ. সূজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব হায়দার আলী সাহেবের পদক্ষেপের সাথে সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির সাদৃশ্য রয়েছে।

আকবরের রাজত্বকালের উরেখযোগ্য কীর্তি ছিল তার রাজপুতনীতি। ভারতবর্ষে সকল শ্রেণির জনগণের শুভেচ্ছা, সদিচ্ছা ও সম্প্রীতির ওপর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার মানসে সহিষ্ণু, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের হিন্দু জাগরণের নেতৃত্ব দানকারী রূপদক্ষ ও নিউক রাজপুতনীতের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভে সচেষ্ট হন। সম্রাট আকবর ভারতে বিভিন্ন রাজপুত বংশের সাথে বৈবাহিক মিত্তা স্থাপনে যত্নবান হন। তিনি সর্বপ্রথম অঘরের রাজা বিহারীমলের কল্যা যোধাবাজকে বিবাহ করেন। ১৫৬৩ সালে তিনি তীর্থযাত্রাদের ওপর অর্পিত কর এবং জিজিয়া কর ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন। এর ফলে রাজপুতনীতে শুধু নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার ও স্থায়িত্বে রাজপুতনীতের সহযোগিতা লাভ সম্ভব হয়।

উদ্দীপকেও জনাব হায়দার আলী এলাকায় শাস্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও তার ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে প্রভাবশালী পরিবারগুলোর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তার কার্যালয়ে ঐ পরিবারের বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত করেন। তাই বলা যায়, জনাব হায়দার আলী পদক্ষেপে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

**ব** ইয়া, উক্ত পদক্ষেপ অর্থাৎ রাজপুত নীতি দ্বারা আকবর তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে আমি মনে করি।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন রাজপুতনীতের সাথে আকবরের উদার ব্যবহার তার উক্ত রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। ঐতিহাসিক মোরল্যাঙ্ক বলেন, "এই নীতির ফলে রাজপুতনীতের অধিকাংশ সুনির্দিষ্টভাবে সম্রাটের অনুগত হয়ে পড়েন। যার ফলে তিনি ভারতের সর্বশেষ ৫০,০০০ অঞ্চলের বাহিনীর সেবালাভের অধিকারী হয়েছিলেন।" তি এ স্থিতি বলেন, "আকবরের বিভিন্ন পদক্ষেপ রাজপুতনীতের স্তুতি করতে সক্ষম হয় এবং তারা বাবরের নিকট পরাজয়ের আঘাত সহজেই ভুলে যায়। বিদেশি নয় বরং আকবরকে 'জাতীয় নূরপতি' হিসেবে মেনে নিয়ে রাজপুতরা মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানে সহযোগিতা করে।"

রাজপুতনীতের প্রতি সম্রাটের বন্ধুত্বমূলক মনোভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। এর ফলে রাজ্য বিস্তার ও রাজ্য শাসন-এর ব্যাপারে এবং এদেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে রাজপুতনীতের অবদান অনুরীকার্য। প্রকৃতপক্ষে রাজপুতনীতের প্রতি উদার আচরণের দ্বারাই সম্রাট আকবর প্রজাদের সর্বজনীন আতিথ্য পেয়েছিলেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করেছিলেন। এ নীতির সূত্র ধরেই তিনি 'মহান' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, সম্রাট আকবর রাজপুত নীতির মাধ্যমে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

#### প্রশ্ন ▶ ৬৯

#### হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা

যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্ৰধনুছটা

যায় যদি লুণ হয়ে যাক।

শুধু থাক,

একবিন্দু নয়নের জল

কালের কপোল তলে শুড় সমুজ্জল

এ তাজমহল।

/দেবিহার সুজাত আপী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা/

ক. সংনামী কারা?

১

খ. নাদির শাহ ভারত আক্রমণে উচ্চুন্ধ হয়েছিলেন কেন?

২

গ. উল্লিখিত কবিতাংশটুকু কোন মুঘল সম্রাটের কথা মনে করিয়ে দেয়? নিরূপণ করো।

৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উল্লিখিত কবিতাংশটুকু উক্ত শাসকের স্থাপত্যকীর্তির সার্বিক দিক তুলে ধরে? বৌক্তিক মত দাও।

৪

#### ৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভারতের পাতিয়ালা ও মেওয়াট অঞ্চলের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় সংনামী নামে পরিচিত।

খ. সুনিপুণ যোদ্ধা ও দক্ষ কুটনীতিবিদ পারস্য সম্রাট নাদির শাহ সম্রাট আওরজাজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের দৈনন্দিন সম্পর্কে অবহিত হয়েই ভারত আক্রমণ করেন।

সম্রাট আওরজাজেবের মৃত্যুর পর কঙিপয় দুর্বল শাসক (বাহাদুর শাহ, জান্দাহার শাহ, মুহাম্মদ শাহ, আহমদ শাহ, বিজয় শাহ আলম প্রমুখ) মুঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তারা ছিলেন অকর্মণ্য এবং সামরিক দিক দিয়ে খুবই দুর্বল। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নাদির শাহ ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে কান্দাহার দখল করেন। পরে গজনি ও কাবুল অধিকারের পর তিনি বিখ্যাত পানিপথের সন্নিকটে আসেন। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট

মাহমুদ শাহ নাদির শাহকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সৈন্যের অভাব, রসদ ও সরঞ্জামের স্থলাভ, সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে তিনি পরাজিত হন।

১. উল্লিখিত কবিতাখণ্টকু মুঘল সম্রাট শাহজাহানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু শিল্পীদের মানুষ। স্থাপত্য শিল্পে তার অবদান অপরিসীম। তার স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে তাজমহল সবচেয়ে বেশি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। তার নির্মিত এ স্থাপত্য শিল্পটি তাকে অমর করে রেখেছে। উদ্দীপকের কবিতাখণ্টে সম্রাট শাহজাহানের এ স্থাপত্য কীর্তিরই উল্লেখ রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত,

‘এক বিন্দু নয়নের জল,

কালের কপোল তলে শুধু সমুজ্জল এ তাজমহল’। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এ কবিতাখণ্ট মুঘল সম্রাট শাহজাহানের অমর কীর্তি তাজমহলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি এ তাজমহল। সম্রাট তার প্রিয়তমা পঞ্জী মমতাজমহলের সমাধির ওপর জগত্ত্বিদ্যাত এ ইমারতটি নির্মাণ করেন। এটি শুধু মুঘল স্থাপত্য নির্দশনই নয় বরং পঞ্জীপ্রেমের একটি উজ্জ্বল প্রতীকরূপেও ছাঁকৃত। বিশ হাজার দক্ষ শিল্পী ও কারিগরের বাইশ বছরের পরিশ্রমের ফসল তাজমহলের রূপদৃষ্টা সম্মাট নিজেই। এর মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন শিল্পী ইসফানানদিয়ার বুমী এবং প্রধান স্থপতি ইরানের ওস্তাদ ইস্মাইল সিরাজী। বাঙালি শিল্পী বলদে দাসও এর অন্যতম স্থপতি ছিলেন। ঘর্মর পাথরে নির্মিত তাজমহলকে ঐতিহাসিক হ্যাতেল, ভারতের ‘ভেনাস দ্য গ্লো’ বলে অভিহিত করেছেন। আর উদ্দীপকে এ তাজমহলেরই গুণকীর্তন করা হয়েছে, যা মূলত মুঘলদের মধ্যে সবচেয়ে শিল্পানুরাগী সম্রাট শাহজাহানের নামটাই আমাদের মানসপটে সমুজ্জ্বল করে তোলে।

২. না, উল্লিখিত কবিতাখণ্টকু উক্ত শাসকের অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যকীর্তির সার্বিক দিক তুলে ধরে না বলে আমি মনে করি।

মুঘল সম্রাট শাহজাহান ললিতকলা বিশেষ করে স্থাপত্য শিল্পে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন, যা শুধু তার রাজ্যত্ব কালকেই নয় প্রকারান্তরে মুঘল যুগকেই উজ্জ্বল করেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাকে ‘স্থাপত্যের রাজপুত’ বলে অভিহিত করেছেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত কবিতাখণ্টে সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত তাজমহলের কথা বলা হয়েছে, যা কোনোভাবেই সম্রাটের স্থাপত্যকীর্তির সার্বিক দিককে তুলে ধরে না। কেননা তাজমহল ছাড়াও স্থাপত্য শিল্পে তার আরও অনেক অবদান রয়েছে। তিনি স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বৈশ্঵বিক পরিবর্তন সাধন করেন। রাজধানী আগ্রায় সম্রাট দিউর্যান-ই-আম, দিউর্যান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, শিশ মহল ইত্যাদি স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে দিউর্যান-ই-খাস ছিল সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্য মণ্ডিত এবং পাথরখচিত মার্বেলের তৈরি। বহু মূল্যবান পাথর ছাড়া নির্মিত দিউর্যান তার স্থাপত্য অনুরাগের একটি বিশেষ নির্দশন। পৃথিবী বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত অনুপম শিল্পকীর্তির মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে ত্রিতীশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এটি শিল্পী বেবাদাল খানের তত্ত্বাবধানে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সাত বছর ধরে নির্মাণ করা হয়। এ সিংহাসনের বৃণনিমিত্ত চারটি স্তরের ওপর একটি কারুকার্য খচিত চন্দ্রান্তপ রয়েছে। প্রতিটি স্তরের শীর্ষে মুখোমুখি বসানো একজোড়া ময়ূর স্থাপন করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, শুধু তাজমহল সম্রাট শাহজাহানের সমগ্র স্থাপত্য শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ স্থাপত্য শিল্পে তার অবদান আরও অনেক বেশি। উদ্দীপকের কবিতাখণ্টে তার স্থাপত্যকীর্তির আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রবা ▶ ৩০. জামাল সাহেব একটি বিশাল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছেন। কিন্তু উক্ত ইউনিয়নটির বেশিরভাগ এলাকা হিন্দু ধর্মাবলিত চরাঞ্চল। সেজান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের আনুগত্য ও সমর্থন লাভের জন্য তাদের সাথে এক ধরনের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং ব্যক্তিগত

দেহরক্ষা হিসেবে বিজয় কৃষকে নিয়োগ দেন। ফলে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে জনগণের সেবা করতে সক্ষম হন।

বিদ্রোহ শাস্তি করেজ, চাকা।

ক. বাবর শব্দের অর্থ কী?

খ. রাজমহলের যুদ্ধের উপর টীকা লিখ?

গ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের হিন্দুদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন সম্মাট আকবরের যে নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার স্বীকৃত ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চেয়ারম্যান সাহেবের ন্যায় সম্মাট আকবরেরও এ ধরনের নীতি উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা— মূল্যায়ন কর।

### ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাবর শব্দের অর্থ সিংহ।

খ. ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই রাজমহলে মুঘল বাহিনী ও দাউদ খানের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেটিই ইতিহাসে রাজমহলের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

মুঘলদের নিকট নত ছীকার করে দাউদ খান নতি ছীকার করে কটক সন্ধি ব্রাহ্মণ করলেও অনেক আফগান নেতা এ চুক্তি মেনে নেননি। তারা বিক্ষিক্তভাবে মুঘলদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সময় মুনিম খান প্রেগ রোগে মৃত্যুবরণ করলে সুযোগ বুঝে দাউদ খান সন্ধি ভঙ্গ করে বাংলা পুর্নদখল করেন। এ পরিস্থিতিতে সম্মাট আকবরের নির্দেশে মুঘল বাহিনী ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে দাউদ খানকে আক্রমণ করেন এবং দাউদ খান পরাজিত হলে বাংলায় বাধীন সুলতানি যুগের অবসান ঘটে।

গ. সূজনশীল ৩১ এর ‘গ’ নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৩১ এর ‘ঘ’ নং প্রশ্নের দেখো।

প্রবা ▶ ৩১. মুঘল যুগের একজন যুবরাজ ভাতৃহন্তে ভাইদের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করে নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। বিভিন্ন কারণে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু উক্ত যুবরাজ তার যোগ্যতা, দক্ষতা, আক্ষণ্য অভিনব যুদ্ধ কৌশল এবং কৃটনৈতিক মেধার ছাড়া জয়লাভ করে সিংহাসনে বসেন। তিনি একজন গোড়া সুন্নি মুসলমান ছিলেন তবে কখনই অন্য ধর্ম বিহেষী ছিলেন না। আলেকজান্ডার হ্যামিলটন ভারত পরিদর্শনে এসে বলেন “প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে কাজ করত এবং নিজ নিজ ধর্ম পালন করত।”

/প্রত্যন্ত পৰ্যটক উক্ত মুঘল যুগে আন্দোলন গুরুত্ব করেজ

ক. কোথাকার অধিবাসীরা মারাঠা নামে পরিচিত?

খ. ভারতবর্ষে সম্মাট নাদির শাহের আক্রমণ সম্পর্কে কী জান?

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবই এর কোন মুঘল শাসকের মিল আছে? তার ধর্মীয় নীতি আলোচনা কর।

ঘ. উক্ত শাসকের ধর্মীয় নীতির বিবৃত্যে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

### ৭১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা মারাঠা নামে পরিচিত।

খ. সুনিপুর যোদ্ধা ও দক্ষ কুটনীতিবিদ পারস্য সম্মাট নাদির শাহ ১৭৩৮ সালে ভারত আক্রমণ করেন।

সম্মাট আওরঙ্গজেবের সময় দুর্বল মুঘল শাসকের সুযোগ নিয়ে নাদির শাহ কান্দাহার, গজনি ও কাবুল অধিকার করে নেন। একপর্যায়ে মুঘল সম্মাট মুহাম্মদ শাহ এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে মুঘল কাহিনীর পরাজয় ঘটলে নাদির শাহ সিন্ধু, কাবুল ও পশ্চিম পাঞ্জাব অধিকার করে নেন।

গ. উদ্দীপকের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবের মিল রয়েছে। তার ধর্মীয় নীতি মূলত সুন্নি ধর্মমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেব একজন ধর্মপ্রাপ্ত মুসলিম ছিলেন। আওরঙ্গজেবের জীবনে ধর্ম বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল। সমসাময়িক মুসলিম সমাজে তিনি ‘জিম্বাপীর’ কিংবা ‘বাদশাহর ছন্দবেশধারী’ দরবেশ হিসেবে পরিগণিত। তিনি শাসনব্যবস্থায় ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন করেছিলেন। উদ্দীপকেও আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে আওরঙ্গজেব সম্পর্কে বলা হয়েছে। সম্মাট একজন নিষ্ঠাবান সুন্মি মুসলমান ছিলেন। তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিতে পরিশূল্য জীবন ব্যাপন করতেন সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তিনি ইসলাম ধর্মানুমোদিত বিধান জারি করেন। দরবারে প্রচলিত ইসলামের বিধি বিধান ও মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যহীন আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি বন্ধ করেন। তিনি ইসলামি আচার-আচরণ বিরোধী উৎসবাদি বন্ধ করেন। নওরোজ উৎসব ও রাজদরবারে নৃত্যগীত বন্ধ করেন। বারোশ দর্শন রহিত করা হয়। মুস্তার উপর কালেমা অঙ্কন, রাজসভায় অনৈসলামিক জ্যোতিষশাস্ত্রের চৰ্চা এবং মহররমের উৎসবে শরিয়ত গহিত কার্যকলাপ রহিত করা হয়। মদ ও মাদকদ্রব্য প্রস্তুত ও ব্যবহার, ভুয়া খেলা এবং বিলাসী পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়। এভাবে আওরঙ্গজেব ইসলাম ধর্মীয় নীতির অধীনে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আওরঙ্গজেব ইসলাম ধর্মীয় নীতির পুনৰ্প্রতিষ্ঠা করেন।

**৩** উক্ত শাসক অর্থাৎ সম্মাট আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক ব্যাপক অংশে চরম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন খাঁটি সুন্মি মুসলমান ও ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। শাসনব্যবস্থায় তিনি অনেক ধর্মীয় রীতিনীতির প্রবর্তন করেছিলেন। যা তার ধর্মনীতি নামে খ্যাত।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে মুঘল যুগের একজন যুবরাজ গোড়া সুন্মি মুসলমান ছিলেন তবে কখনোই ধর্মবিদ্রোহ ছিলেন না। মুঘল সম্মাট আওরঙ্গজেবের সাথে বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি যে ধর্মনীতি প্রয়োগ করেন তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সামাজিক বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এর মধ্যে সংস্কারী বিদ্রোহ অন্যতম। বলা হয় আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পাতিয়ালা ও মেওয়াট অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায় বিদ্রোহ করেছিল। শিখদের নবম গুরু তেগ বাহাদুর ও সম্মাট প্রবর্তিত নীতি অমান্য করতে কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে তাকে হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল। এছাড়া এ সময় কৃষ্ণজীবী জাঠ সম্প্রদায় গোকলা নামে এক জমিদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিল। তারা ছিল আঞ্চলিক জমিদার। অনেকে মনে করেন হিন্দুদের প্রতি আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তারা বিদ্রোহ করেছিল। জাঠদের পাশাপাশি বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলা রাজপুতরাও সম্মাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

উপরিউক্ত আলোচনার পুরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় সংস্কারে পিছনে হিন্দু বিদ্রোহ মূল কারণ না হলেও তার এ ধর্মীয় নীতি সবাই সানন্দে গ্রহণ করেন। ফলে সামাজিকের সর্বত্র এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

**প্রশ্ন** ▶ ৭২ বায়েজিদ ছিলেন দুর্বল যোদ্ধা। সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিও তার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তার সরলতা, উদারতা, নিখুত বিচার বৃদ্ধি, মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রজাহিতেষণা, ন্যায়বিচারের প্রতি শুদ্ধাবোধ সবাইকে মৃৎ করত। তিনি নিজে কবি শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অতি অন্ত বয়সেই তার মধ্যে কাব্য প্রবর্গতা দেখা দেয়। তিনি আব্রাচিতের জন্য উচ্ছিপিত প্রশংসা লাভ করেন। তিনি তার বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসক।

/পাহাড় বীর উত্তম সে, আনন্দার পাস্স কলেজ/

ক. কোন শব্দ হতে মুঘল শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে? ১

খ. তাজমহল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে বায়েজিদের ‘দুর্বল যোদ্ধা’- চরিত্রটির সাথে সম্মাট বাবরের চরিত্রের যোগসূত্র স্থাপন কর। ৩

ঘ. বাবরের আব্রাজীবনী সাহিত্য সম্পদ ও ঐতিহাসিক তথ্য ভাস্তব হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মোজাল শব্দ হতে মুঘল শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে।

খ. সূজনশীল ৩১ এর ‘খ’ নং প্রশ্নের দেখো।

**৪** উদ্দীপকে বয়েজিদের ‘দুর্বল যোদ্ধা’ চরিত্রটির সাথে সম্মাট বাবরের সুন্মুগ্ন সমর কুশলতার বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্মাট বাবর তার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পিতৃরাজ্য ফারগানা ও বিজিত সমরবন্দে হতে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় ও সহায় সম্ভাবনার অবস্থায় ঘূরে বেড়ালেও তিনি কখনো হতাশ হননি। অজেয় মনোবল, দুর্দশনীয় ইচ্ছা ও নিভীক সাহসিকতার সাথে তিনি নিজ যোগ্যতাবলে তারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। উদ্দীপকের বায়েজিদের ক্ষেত্রেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, বায়েজিদ ছিলেন একজন দুর্বল যোদ্ধা। তিনি তার বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসক। যা মুঘল সম্মাট বাবরকেই নির্দেশ করে। তিনি ভারতে লোদি সুলতানদের পতন ঘটিয়ে মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পর রাজ্যের দুর্গ, ভোরা, কুশাব, চেনাব নদীর অববাহিকা অঞ্চল, কাল্দাহার সাথের, দিপালপুর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে মুঘল সম্রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তার প্রতিষ্ঠিত এ সম্রাজ্য কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভারতে মুঘল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বাবরকে ইতিহাসে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, যা একই শাসক গোষ্ঠীর পথ উন্মুক্ত করেছিল।

**৫** উক্ত আব্রাজীবনী অর্থাৎ ‘ত্যুক-ই-বাবরী’ সাহিত্য সম্পদ ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— উক্তিটি যথার্থ।

মধ্যযুগের ইতিহাসে সম্মাট বাবরের সাহিত্য প্রতিভাব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তুর্কি ভাষায় লিখিত আব্রাজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘ত্যুক-ই-বাবরী’ বা বাবরনামা সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। স্যার-ই-গেনিস রস বাবরের আব্রাজীবনীকে সর্বযুগের মনোমুর্দ্ধকর ও রোমাঞ্চকর সৃষ্টিগুলোর অন্যতম বলে মনে করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে ঐতিহাসিকগণ মানুষ বাবর এবং সম্মাট বাবর সম্পর্কে সম্যক তথ্য আহরণ করতে পারেন।

এ গ্রন্থে সে যুগের আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বাবর তার বর্ণনায় ভারতের শহর ও গ্রামগুলোকে অপরিজ্ঞান ও অস্বাস্থ্যকর বলেছেন। পাহাড়-পর্বত, জলপ্রপাত, ঝরনা ও ফুলের বাগান শোভিত বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ কাবুলের তুলনায় তিনি উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের সমভূমিকে বৈচিত্র্যহীন এবং একমেয়ে বলে বর্ণনা করেছেন। বাবরের রচিত আত্মরিত এমন একটি উৎকৃষ্ট ও বাস্তবধৰ্মী সাহিত্য যে এটি পাঠ করলে পাঠকের সম্মুখে আসল ঘটনা ডেসে ওঠে। ইংরেজ প্রসাদ যথার্থই বলেছেন ‘পূর্বদেশীয় কোনো নৃপতিই বাবরের ন্যায় এবং সুস্পষ্ট মনোমুর্দ্ধকর এবং সত্যনিষ্ঠ আব্রাজীবনী রচনা করেননি।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম্মাট বাবরের আব্রাজীবনী ‘ত্যুক-ই-বাবরী’ ভারতবর্ষের এক অনন্য ঐতিহাসিক দলিল।

**প্রশ্ন** ▶ ৭৩ ফারুক শাহ অসাধারণ যোগ্যতা সম্পদ একজন ব্যক্তি।

সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায় তিনি প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। প্রতিষ্ঠানী বংশের প্রায় ৩০০ বছরের শাসনকালের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য স্থায়ী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থায় নতুন রীতি নীতি প্রবর্তন করেন। ভূমি মালিকানায় শুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত হয়ে আছেন হাজার কি. মি. এর অধিক দৈর্ঘ্যের একটি রাস্তা তৈরি করেন।

ক. সম্মাজী নূরজাহানের পিতার নাম কী? ১

খ. দিল্লীর লালকেরার অভ্যন্তরের স্থাপত্যগুলো সম্পর্কে কী জান-সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের ফারুক শাহের সাথে তোমার পঠিত শাসকের সংস্কার সম্পর্কে লেখ। ৩

ঘ. অসাধারণ সব জনকল্যাণমূলক কাজ ও প্রশাসনিক রীতি নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সময়ের উক্ত শাসক ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন— পাঠ্যবই এর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

## ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সম্মাজী নূর জাহানের পিতার নাম মির্জা গিয়াস বেগ।

**খ** মুঘল সম্রাট শাহজাহান দিয়ির অদৃরে শাহজাহানবাদে লাল কেরা নামক একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এ দুর্গের অভাস্তুরে দিউয়ান-ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস ও মমতাজমহল নামে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তবে এসব ইমারতের মধ্যে দিউয়ান-ই-খাস ছিল সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত বহু মূল্যবান পাথর খচিত সার্কেলের তৈরি। এই ইমারতটিকে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের ঐশ্বর্য ও খ্যাতির মূর্তি প্রতীক হিসেবে গণ্য করা যায়। সম্রাট একে ভূ-রূপ মনে করতেন।

**গ** উদ্দীপকের ফারুক শাহের সাথে আমার পঠিত শেরশাহের ক্ষমতা দখল, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও জনকল্যাণমূলক কাজের মিল রয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন অনেক শাসকের 'সম্মান পাওয়া যায়, যারা নিজেদের দক্ষতা বলে শূন্য থেকে শূরু করে বিশাল সম্মাজের অধিকারী হয়েছিলেন। আবার অনেকে ক্ষমতায় এসে অল্প সময় শাসন করলেও তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পৃথিবীতে তাদেরকে অমর করে রাখে। উদ্দীপকের ফারুক শাহ বা আমার পাঠ্যবইয়ের শেরশাহের মধ্যেও এ বিষয়গুলোর প্রতিফলন সম্ভব করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, ফারুক শাহ নিজের যোগ্যতায় প্রতিপক্ষকে পরাজিত ও দেশ ত্যাগে বাধ্য করে তাদের ৩০০ বছরের শাসনকালের মধ্যে সাময়িক সময়ের জন্য হীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে শেরশাহও নিজ যোগ্যতা দক্ষতা বলে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এর ফলে মুঘলদের প্রায় ৩৩০ বছরের শাসনকালের মধ্যে মাত্র পাঁচ বছরের জন্য নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আবার ফারুক শাহ তার শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার নতুন রীতিনীতি প্রবর্তন করেন এবং হাজার কি.মি. দৈর্ঘ্যের একটি রাস্তা তৈরি করেন। ঠিক একইভাবে শেরশাহ তার শাসনকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় কঠগুলো কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি আইনের শাসন বলবৎ রাখা জননিরাপত্তা বিধান এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পুলিশ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা জোরদার করেন। এছাড়া তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' নামের ১৫০০ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মাণ করেন।

**ঘ** অসাধারণ সব জনকল্যাণমূলক ও প্রশাসনিক রীতিনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য উল্লেখ সময়ের উত্তোলন করে আছেন— উক্তি যথার্থ।

পৃথিবীতে এমন অনেক শাসকের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা খুব অল্প সময়ের জন্য শাসন ক্ষমতায় থেকেও তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তারা তাদের শাসনকালে বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও জনগণের কল্যাণ সাধন করেছিল। এমনটি একজন শাসক হলেন শেরশাহ। তিনিও তার স্বল্পকালের শাসনকালে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করেন এবং প্রশাসনিক রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকের ফারুক শাহের কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন প্রশাসনিক রীতিনীতির প্রবর্তন ও জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি সম্ভব করা যায়। অনুরূপভাবে শেরশাহও তার মাত্র পাঁচ বছরের শাসনকালে অসাধারণ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি প্রজাসাধারণের অথবান্তিক জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ সাধন, শুল্ক ও মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অসহায় দুর্ঘটনের সাহায্যদান ও লঙ্ঘনরোধ স্থাপন করেন। এছাড়া সুস্থিতাবাদে রাজকার্য পরিচালনার জন্য তিনি প্রশাসনিক বিকেন্দুরণের মাধ্যমে প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বিন্যস্ত করেন। সুলতানি যুগের প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার করে তিনি তার প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি এবং তাদের মধ্যে স্থানীয় প্রভাব প্রতিপন্থির বিষ্টার রোধের উদ্দেশ্যে তিনি সরকারি কর্মচারীদের বদলির নীতি গ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, শেরশাহ জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক রীতিনীতির প্রবর্তনের জন্য একজন অনন্য শাসকের কৃতিত্বের দাবিদার।

**প্রশ্ন ▶ ৭৪** সম্রাট 'ক' ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক। তিনি সব ধর্মের সর্বজনীনতায় ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি সব ধর্মের সার নিয়ে ভারতের বুকে X নামক একটি জাতীয় ধর্ম প্রবর্তন করেন। বস্তুত এটি স্বতন্ত্র ধর্ম না বলে ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে অভিহিত করাই সমীচীন। এ মতবাদে নামাজ, রোজা, হজ, আযান প্রদান, দাঢ়ি রাখা, কুরআন ও হাদিস শিক্ষা ইত্যাদির কোন বিধান ছিল না। /বেগম বন্দুজেসা সরকারি হাসিলা কলেজ, ঢাকা/ ক, মমতাজমহল কে ছিলেন?

১. পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধে সম্পর্কে যা জান লিখ।

২. সম্রাট ক-এর X ধর্মের সাথে সম্রাট আকবরের কোন ধর্মনীতির সামঞ্জস্য আছে? ব্যাখ্যা কর।

৩. তুমি কি মনে কর, সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি ছিল ইসলামের প্রতি তুমকি? উত্তরের স্বপ্নক্ষেত্রে যুক্তি দাও।

## ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মমতাজমহল ছিলেন মুঘল সম্রাট শাহজাহানের জ্ঞী।

**খ** সম্রাট আকবর ও বৈরাম খানের নেতৃত্বে ২,০০০ মুঘল সৈন্য হিমুর গভিকে রোধ করার জন্য ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর পানিপথের প্রতিহাসিক রণক্ষেত্রে যে যুদ্ধে অবর্তীণ হয় ইতিহাসে সে যুদ্ধই পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত।

এ যুদ্ধে হিমু পরাজিত, ধৃত ও নিহত হন। এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে আকবর দিল্লি ও আগ্রা দখল করে মুঘল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন এবং ভারতে দীর্ঘকাল স্থায়ী মুঘল-আফগান স্বর্ণের অবসান ঘটে।

**গ** উদ্দীপকে সম্রাট 'ক'-এর প্রবর্তিত ধর্মের সাথে সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মমতের সামঞ্জস্য আছে।

সম্রাট আকবর ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক। কবির, নানক, চৈতন্য প্রমুখ ধর্মাচার্যগণের ন্যায় আকবরও সকল ধর্মের সর্বজনীনতায় ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম শাসক যিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে তৎপর ছিলেন।

উদ্দীপকে সম্রাট 'ক' যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সব ধর্মের সার নিয়ে একটি সর্বজনীন ধর্মঘত প্রবর্তন করেন একইভাবে মুঘল সম্রাট আকবরও সুলতি-ই-কুল নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে দীন-ই-এলাহী বা তৌহিদ-ই-ইলাহী (ঐশ্বরী একেশ্বরবাদ) নামক ভারতের বুকে একটি জাতীয় ধর্ম প্রবর্তন করেন। প্রতিহাসিক ইংলো-ফ্রেন্স প্রসাদ বলেন, "সব ধর্মের উৎকৃষ্ট নীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত এটি একটি সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম।" বস্তুত এটিকে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম না বলে ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে অভিহিত করাই সমীচীন। এই মতবাদের অনুসারীবৃন্দকে সম্রাটের নামে তাদের সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম এই চারটি জিনিস উৎসর্গ করতে হতো। এ ধর্মের বিধান অনুযায়ী, সম্রাটকে সিজদাহ করতে হতো। তবে এ ধর্মমত মাত্র ১৮ জন গ্রহণ করেছিলেন। আর সম্রাট আকবরের মৃত্যুর সাথে সাথে এ ধর্মমতের বিলোপ ঘটে।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকের সাথে সামুদ্ধাপূর্ণ বিষয় অর্ধেৎ সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি ছিল ইসলামের প্রতি তুমকিরূপ।

মূলত সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত দীন-ই-এলাহী ধর্মমতানুসারে সম্রাটের নামে সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম- এ চারটি জিনিস উৎসর্গ করা হতো এবং সম্রাটকে সেজদাহ দিতে হতো, যা ছিল ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। এছাড়াও দীন-ই-এলাহী ধর্মমতের অনুসারীদের শূকর, কুকুর ইত্যাদি প্রতিপালন করতে এবং সিন্ধু ও সোনালি কারুকার্যাবলী পোশাক পরিধান করতে উৎসাহ প্রদান করা হতো। এ মতবাদে নামাজ, রোজা, হজ, আজান প্রদান, দাঢ়ি রাখা, কুরআন ও হাদিস শিক্ষা করা ইত্যাদির অবকাশ ছিল না। ফলে এটি ছিল ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মমত। অনেক প্রতিহাসিক মনে করেন, "আকবর তার

পূর্বপুরুষদের এবং প্রথম যৌবনের ধর্মের প্রতি তিন্ত বিরোধিতা প্রদর্শন করেন এবং প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অবমাননা করেন।" দীন-ই-এলাহী ধর্মতে বিশ্বাসীগণকে মৃত্যুর পূর্বেই পাথেয় সংগ্রহের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করতে হতো। এটি ছিল ইসলামের পরিপন্থ। তথাপি এ ধর্মের অনুসারীরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে তারা আসসালামু আলাইকুম না বলে 'আলাই আকবর' এবং প্রত্যুভাবে 'ওয়া আলাই কুমুস সালাম' না বলে 'জাঙ্গা জালালুহু' বলতেন, যা ছিল ইসলাম ধর্মের অবমাননার শামিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম্মাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত দীন-ই-এলাহী ধর্মত ছিল ইসলাম ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

**প্রশ্ন** ▶ ৭৫. সম্মাট আমানত মোহাম্মদ মুসার রাজত্বকাল ছিল মাত্র ৫ বছর। তার সাম্রাজ্য ছিল সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরপুর। দান দাক্ষিণ্যে তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত, বিহান ও পক্ষিতদের তিনি নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করতেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়ার জন্য এবং শিক্ষকদের আলাদা বেতন কাঠামো প্রদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। তার আমলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুর্ঘটনের মাঝে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। /বেগম বন্দুজেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা/

ক. বাবর শব্দের অর্থ কী?

১

খ. পানি পথের প্রথম যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়েছিল?

২

গ. সম্মাট আমানত মোহাম্মদ মুসার কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পঠিত মুঘল যুগের কোন শাসকের কর্মকাণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. তোমার পঠিত শাসকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কি আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? উভয়ের সমক্ষে তোমার খুঁতি দাও।

৪

### ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাবর শব্দের অর্থ সিংহ।

খ. সম্মাট বাবরের দিঘি সাম্রাজ্যকে নিজের হস্তগত করার উচ্চাকাঞ্চার কারণে দিঘির শাসনকর্তা ইত্তাহিম লোদি এবং বাবরের মধ্যে পানি পথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বাবর নিজ মাতৃভূমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি দেন তার উচ্চাক্ষিলাষ চরিতার্থ করার জন্য। এছাড়াও ইত্তাহিম লোদীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দৌলত খান লোদী, আলম খান এবং অপরাধের আফগান প্রাদেশিক শাসকরা বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণের আর্হান জানালে বাবর অনন্তিবিলম্বে ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। যার ফলগুরুত্বে সংঘটিত হয় ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের পানিপথের প্রথম যুদ্ধ।

গ. সূজনশীল ৪৯ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৪৯ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন** ▶ ৭৬. হাসান 'চ' রাজ্যের রাজা নির্বাচিত হন। রাজা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শাসনকার্যে পরিচালনা করেন। তার দীর্ঘ ১০ বছর শাসনামলে রাজ্যের সমৃদ্ধি চরম পর্যায়ে পৌছে। রাজনীতিবিদ, সমরকুশলী ও ধর্মভীরু হাসান শেষে রাজ্যের শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। বিদ্রোহ দমন করে ঐক্য ও নিরাপত্তা কার্যে করে এবং সীমানা সম্প্রসারণ করেন। /বেগম বন্দুজেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা/

ক. বারো ভূইয়াদের নেতা কে ছিলেন?

১

খ. দাউদ শাহ কররানী কে ছিলেন?

২

গ. উদ্দীপকের রাজা হাসান শেখের মধ্যে বাংলার কোন সুবেদারের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়? উক্ত সুবেদার আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা বিবরণ দাও।

৩

ঘ. তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত সুবেদারের রাজত্বকালের বর্ণনা কর।

৪

খ. দাউদ খান কররানী ছিলেন বজের শেষ স্বাধীন আফগান শাসক। দাউদ খান কররানী আকবরের আনুগত্য অঙ্গীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে খুতুবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করেন। ১৫৭৬ সালের জুলাই মাসে রাজমহলের মুদ্রে রাজা টোডরমল তাকে প্রাজিত ও নিহিত করে বাংলায় মুঘল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। দাউদের প্রাজয়ের মধ্য দিয়ে বজেদেশের ইতিহাসে আফগান যুগ শেষ হয়।

গ. উদ্দীপকের রাজা হাসান শেখের মধ্যে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

ঘ. মীর জুমলার মৃত্যুর পর আওরজাজের শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবেদার নিয়োগ করেন। বাংলার সুবেদার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালের তার অন্যতম কৃতিত্ব ছিল দুর্বল মণ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যদের অত্যাচার থেকে দক্ষিণ বাংলাকে রক্ষা করা। তার সময় বাংলা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চরম শিখরে উন্নিত হয়। যা উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। মীর জুমলার মৃত্যুর পর আওরজাজের শায়েস্তা খানের সুদীর্ঘ ৩০ বছরের শাসনামলেও অনুরূপ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তিনি তার শাসনামলে বাংলার অর্থনীতি ও কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করেন। জনহিতকর কাজের জন্য তিনি শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শায়েস্তা খানের আমলে মুবায়ুল্য এত সন্তা ছিল যে, টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। এ সময় বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। কৃষিকাজের সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শায়েস্তা খান ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী বণিকদিগকে উৎসাহ প্রদান করতেন। সুতরাং সার্বিক আলোচনার প্রক্ষিতে বলা যায় যে, শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার সমৃদ্ধি অর্থনীতির পরিচয় বহন করেন।

ঘ. উদ্দীপকের আলোচিত সুবেদার হলেন বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান।

একজন দক্ষ সুবেদার হিসেবে শায়েস্তা খানের নাম সর্বজন স্বীকৃত। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও দূরদর্শি শাসক। কুচবিথার, তিপুরা, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলে মুঘল শাসক প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি তিনি সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে হাসান একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ, সমরকুশলী শাসক। তিনি তার রাজ্যের শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন এবং রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণে অবদান রাখেন। যা শায়েস্তা খানের সুদীর্ঘ রাজত্বকালেও পরিলক্ষিত হয়। মীর জুমলার পর আওরজাজের কর্তৃক শায়েস্তা খান বাংলার নিযুক্ত হন। তিনি ত্রিশ বছর বাংলার সুবেদার ছিলেন। জয়বর্জের মৃত্যুর পর চক্রবর্জ ক্ষমতায় এসে আসাম কামরূপ পুনঃদখল করেন। মুঘল বাহিনী তাদের অধিকৃত অঞ্চল পূর্ণদখলে ব্যর্থ হলেও শায়েস্তা খান এই অঞ্চলে শক্তি বৃদ্ধিতে সক্ষম হন। তিনি নোশক্তি বৃদ্ধি করে আরাকানের মণ পতুরগি জলদস্যদের ক্ষমতা খর্ব করেন। সন্দীপ দখল করে নেন। তার রাজত্বকালেই আরাকান রাজ্য থেকে চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়। তার রাজত্বকালেই বাংলা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চরম সীমায় পৌছায়। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুবেদার শায়েস্তা খানের রাজত্বকালকে সফল বলা যায়।

### ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বারো ভূইয়াদের নেতা ছিলেন সৈসা খান।

### ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

#### অধ্যায়-৩: ভারত উপমহাদেশে মুঘল শাসন (১৫২৬—১৮৫৮ খ্রি.)

১২৮. মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কে? (জ্ঞান)  
 ① সম্রাট বাবর      ② সম্রাট হুমায়ুন  
 ③ সম্রাট আকবর      ④ সম্রাট জাহাঙ্গীর
১২৯. বাবরের প্রকৃত নাম কী? (জ্ঞান) [সরকারি শহীদ সোহরাওয়ানী কলেজ, ঢাকা]  
 ① সিরাজউল্লাহ মুহাম্মদ  
 ② অহিয় উল্লাহ মুহাম্মদ  
 ③ আজম উল্লাহ মুহাম্মদ  
 ④ সৈয়িদ উল্লাহ মাহমুদ
১৩০. বাবর কোন ভাষার শব্দ? (জ্ঞান)  
 ① ফার্সি      ② উর্দু  
 ③ পঞ্জিয়      ④ তুর্কি
১৩১. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? (জ্ঞান)  
 ① ১৫২৯      ② ১৭২৯  
 ③ ১৫২৬      ④ ১৭৭৬
১৩২. মেওয়াটের রাজধানীর নাম কী ছিল? (জ্ঞান)  
 ① গাজিপুর      ② কালি  
 ③ হাওড়া      ④ আলওয়ার
১৩৩. “খানুয়ার যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ ছিল” — এটি কার উত্তি? (জ্ঞান)  
 ① আর.সি.মজুমদারের  
 ② কে কে দত্তের  
 ③ দৈশ্বরী টোপার      ④ দৈশ্বরী প্রসাদের
১৩৪. আইন-ই-আকবরীর রচয়িতা কে? (জ্ঞান) [সরকারি বাল্লা কলেজ, ঢাকা]  
 ① আকবর      ② টোভরমল  
 ③ আবুল ফজল      ④ বীরবল
১৩৫. কোন শাসক ভারতবর্ষে প্রথম কামানের ব্যবহার করেন? (জ্ঞান) [শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী]  
 ① সেকেন্দ্রার আলী      ② বাবর  
 ③ হুমায়ুন      ④ আকবর
১৩৬. খানুয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় কে? (জ্ঞান) [পার্বতীপুর আদর্শ জিয়ী কলেজ, দিনাজপুর]  
 ① রানা সঞ্চাম সিংহ      ② রানা প্রতাপ সিংহ  
 ③ রানা জয় সিংহ      ④ রানা উদয় সিংহ
১৩৭. সম্রাট হুমায়ুনের সময় বাল্লা সুলতান কে ছিলন? (জ্ঞান)  
 ① মুজাফফর খান      ② টোভরমল  
 ③ শাহ সুজা      ④ নুসরাত শাহ
১৩৮. ‘টোসার যুদ্ধ’ কেন সংঘটিত হয়? (অনুধাবন)  
 ① আহাজীর কুলীর বিদ্রোহ দমনে
১৩৯. শের খানকে দমন করার জন্য  
 ① মাহমুদ লোদীকে পরাজিত করার জন্য  
 ১৪০. ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করার জন্য  
 ১৪১. করিদকে ‘শের খান’ উপাধি প্রদান করেন কে? (জ্ঞান)  
 ① ইব্রাহিম লোদী      ② দেলোয়ার খান  
 ③ মাহমুদ খান      ④ বাহর খান
১৪২. কেন্দ্রীয় শাসন সুষ্ঠুভাবে সম্প্রসাৰণ করার জন্য  
 শেরশাহ কতজন মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন? (জ্ঞান)  
 [রাজশাহী মডেল স্কুল অ্যাক্যুল কলেজ]  
 ① ৬ জন      ② ৮ জন  
 ③ ১০ জন      ④ ৪ জন
১৪৩. গ্রাউন্ড ট্রাইক রোড কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান) [মোঃ হুফিউলাহ, অনু-৭]  
 ① শেরশাহ      ② আকবর  
 ③ মুহাম্মদ বিন তুঘলক      ④ আহাজীর
১৪৪. ‘লা-ই-কুহলা মসজিদ’ কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)  
 ① আকবর      ② শেরশাহ  
 ③ আওরঙ্গজেব      ④ আহাজীর
১৪৫. ‘গ্রাউন্ড ট্রাইক’ কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? (জ্ঞান)  
 ① সোনারগাঁও হতে সিন্ধু অববাহিকা পর্যন্ত  
 ② আগ্রা হতে বুরহানপুর পর্যন্ত  
 ③ লাহোর হতে মুলতান পর্যন্ত  
 ④ আগ্রা হতে দিল্লি পর্যন্ত
১৪৬. শাহবাজ খান কে ছিলেন? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ মৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম]  
 ① আকবরের সেনাপতি      ② বৈরাম খানের শিষ্য  
 ③ বাবুরের সেনাপতি      ④ মুঘল সম্রাট
১৪৭. কতজন্মের পিত্রিতে ইবাদাত খানা নির্মাণ করেন কে? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ মৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম]  
 ① আকবর      ② বাবুর  
 ③ শাহজাহান      ④ আওরঙ্গজেব
১৪৮. মনসবদারি প্রথা কে প্রবর্তন করেন? (জ্ঞান) [সকল বোর্ড ২০১৫]  
 ① সম্রাট বাবুর      ② সম্রাট হুমায়ুন  
 ③ সম্রাট আকবর      ④ সম্রাট জাহাঙ্গীর
১৪৯. ‘রাসনী আসেলনের’ সুরপাত-কোথায় ঘটে? (জ্ঞান)  
 ① ইরাকে      ② ইরানে  
 ③ সিরিয়ায়      ④ আফগানিস্তানে
১৫০. কেন পানিপথের হিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল? (অনুধাবন)  
 ① বৈরাম খানের ঔন্ত্যপূর্ণ আচরণে  
 ② হিমুর জিদ্বাংসাপূর্ণ মনোভাবে  
 ③ আবুল ফজলের প্ররোচনায়  
 ④ ফৈজীর যুদ্ধবেদী মনোভাবে

১৪৯. রাজমহলের যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়? (অনুধাবন)  
 ① দাউদ খানের সন্ধি ভঙ্গ করায়  
 ② দাউদ খান উপটোকন প্রদান না করায়  
 ③ দাউদ খান সৈন্য অপসারণ না করায়  
 ④ দাউদ খান মুঘলদের রসদ সরবরাহ না করায়
১৫০. কাকে 'A child of many prayers' বলা হয়? (জ্ঞান)  
 ① সম্রাট আকবরকে ② সম্রাট হুমায়ুনকে  
 ③ সম্রাট জাহাঙ্গীরকে ④ সম্রাট বাবরকে
১৫১. জাহাঙ্গীর শপথের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 ① চুবন বিজয়ী ② পৃথিবীর ছায়া  
 ③ পৃথিবীর আলো ④ পৃথিবীর অভিশাপ
১৫২. কার রাজত্বকালে মুঘল চিকিৎসার উৎসে ঘটে? (জ্ঞান) [নজিপুর সরকারি কলেজ, নওগাঁ]  
 ① সম্রাট হুমায়ুন ② সম্রাট আকবর  
 ③ সম্রাট জাহাঙ্গীর ④ সম্রাট শাহজাহান
১৫৩. ভারতীয় সাহিত্যের 'অগাস্টাস যুগ' বলা হয় কোন আমলকে? (জ্ঞান)  
 ① সম্রাট শাহজাহানের আমল  
 ② সম্রাট আকবরের আমল  
 ③ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল  
 ④ সম্রাট হুমায়ুনের আমল
১৫৪. কেন সম্রাট জাহাঙ্গীরকে 'A child of many prayers' বলা হতো? (অনুধাবন)  
 ① অনেক সুন্দর ছিলেন বলে  
 ② জাদুবিদ্যা জানতেন বলে  
 ③ যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলে  
 ④ অনেক সাধনার ফলে তার ভাগ্য হয়েছে বলে
১৫৫. কেন সম্রাট জাহাঙ্গীর 'Bell of Justice' টালিয়ে দেন? (অনুধাবন)  
 ① নামাযের সময় জানতে  
 ② রাজকীয় ফরমান ঘোষণা করতে  
 ③ নিরীহ প্রজাদের অভিযোগ শুনতে  
 ④ রাজস্ব আদায়ের বোজ খবর নিতে
১৫৬. তাজমহল কী? (জ্ঞান) [সেন্ট্রাল উইমেস কলেজ, ঢাকা]  
 ① সৃতিসৌধ ② সমাধি সৌধ  
 ③ সমাধি স্মৃতি ④ মিনার
১৫৭. কোন সম্রাটকে 'The Prince of Builders আখ্যা দেওয়া হয়েছে? (জ্ঞান) [সেন্ট্রাল উইমেস কলেজ, ঢাকা]  
 ① সম্রাট হুমায়ুন ② সম্রাট আকবর  
 ③ সম্রাট জাহাঙ্গীর ④ সম্রাট শাহজাহান
১৫৮. সম্রাট শাহজাহানের প্রাথমিক জীবনের অন্যতম যোগ্যতা হিস— (অনুধাবন)  
 ① সাহসিকতা ② মদ্যপায়িতা  
 ③ বিলাসিতা ④ হেরেমপ্রিয়তা
১৫৯. কাল কেজা দুর্গ কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)  
 [ইসলামিয়া কলেজ, রাজশাহী]  
 ① সম্রাট জাহাঙ্গীর ② সম্রাট আকবর  
 ③ সম্রাট শাহজাহান ④ সম্রাট আওরঙ্গজেব ⑤
১৬০. কোন মুঘল সম্রাটকে জিম্বাপীর বলে আখ্যায়িত করা হয়? (জ্ঞান)  
 ① সম্রাট আকবরকে ② সম্রাট হুমায়ুনকে  
 ③ সম্রাট জাহাঙ্গীর ④ সম্রাট শাহ আলম
১৬১. দুর্দর্শ মোজাল নেতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
 [চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]  
 ① জালাল উদ্দিন ② খাওয়ারিজাম  
 ③ সুলতান মাহমুদ ④ চেঙ্গাস খান
১৬২. শিবাজী কোন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন? (জ্ঞান)  
 [সেন্ট্রাল উইমেস কলেজ, ঢাকা]  
 ① গণপতি ② ছত্রপতি  
 ③ কোটিপতি ④ দলপতি
১৬৩. মুঘল আমলে প্রজাদের প্রধান উপজীবিকা কী হিসে? (জ্ঞান)  
 ① কৃষি ② ব্যবসা  
 ③ চাকরি ④ শিক্ষকতা
১৬৪. কেন সম্রাট আকবর তার সম্রাজ্যকে বিস্তার জন্ম দেন? (জ্ঞান)  
 ① সৃষ্টিভাবে পরিচালনায়  
 ② সম্মান বৃদ্ধিতে  
 ③ উপটোকন প্রাপ্তিতে  
 ④ উৎকোচ লাভের আশায় ⑤
১৬৫. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সাক্ষেতের অন্যতম কারণ কী? (অনুধাবন)  
 ① ইত্তাহিম লোদীর সৈন্য ব্যর্ষতার জন্য  
 ② বাবরের বিশাল সৈন্য বাহিনীর জন্য  
 ③ বাবরের অসীম বীরত্বের জন্য  
 ④ ইত্তাহিম লোদীর ভুল সিদ্ধান্তের জন্য
১৬৬. হুমায়ুন অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 ① কপালি ② ভাগ্যবান  
 ③ নিয়তি ④ শুশ নসিব
১৬৭. শের খান কোন যুদ্ধে জয়ী হয়ে 'শেরশাহ' উপাধি এন্সে করেন? (জ্ঞান)  
 ① চৌসার যুদ্ধে ② কনৌজের যুদ্ধে  
 ③ মান্দাসোর যুদ্ধে ④ রাজমহলের যুদ্ধে
১৬৮. মনসর শপথের অর্থ কী?  
 ① পদমর্যাদা ② প্রদেশ  
 ③ সরকার ④ সিংহাসন
১৬৯. সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি? (জ্ঞান)  
 ① তাজমহল ② ময়ূর সিংহসন  
 ③ মতি মসজিদ ④ শীরমহল

১৭০. নিচের ‘?’ চিহ্নিত স্থানে উত্তরটি হবে—

(অনুধাবন)



- i. গোগোর যুদ্ধ
- ii. বানুয়ার যুদ্ধ
- iii. ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের

যুদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii   | খ) i ও iii     |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

১৭১. শেরশাহ জমি জরিপব্যবস্থা করেছিলেন—

(অনুধাবন)

- i. ন্যায় প্রতিষ্ঠায়
- ii. অন্যায় নির্মলে
- iii. আনুগত্য প্রতিষ্ঠায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii   | খ) i ও iii     |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

১৭২. সুলত্তান-ই-কুল প্রবর্জনের উদ্দেশ্য ছিল— (অনুধাবন)

[সেন্ট্রাল উইমেস কলেজ, ঢাকা]

- i. হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করা
- ii. হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নাগরিক বৈষম্য দূর করা
- iii. হিন্দুদের সামাজিক কুসংস্কার ও অবাচার দূর করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক) i ও ii  | খ) ii ও iii    |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

১৭৩. সম্রাট জাহাঙ্গীরের কৃতিত্বপূর্ণ ছিল— (অনুধাবন)

i. শিল্প সংস্কৃতির ধারণ

ii. নিপুণ সমরনেতা

iii. অন্যতম বিজেতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii   | খ) i ও iii     |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

১৭৪. সম্রাট শাজাহান বিখ্যাত হয়ে আছেন— (অনুধাবন)

[কুমিল্লা মোশারুর হোসেন খান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ]

i. তাজমহলের কারণে

ii. পতুগিজদের দমনে

iii. ময়ুর সিংহাসন নির্মাণের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii   | খ) i ও iii     |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

১৭৫. তাজমহল নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল— (অনুধাবন)

[সেন্ট্রাল উইমেস কলেজ, ঢাকা]

- i. প্রিয়তমা স্তুর সৃতিকে অমর করে রাখা
- ii. শাহজাহানের রাজত্বের আকর্ষণক প্রকাশ করা
- iii. মুঘল স্থাপত্যের উৎকর্ষ সাধন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক) i ও ii | খ) ii ও iii |
|-----------|-------------|

- |            |                |
|------------|----------------|
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |
|------------|----------------|

১৭৬. সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির

ফলে— (অনুধাবন) [আদমজী ক্যাস্টলমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

- i. রাজকোষে আর্থিক সংকট দেখা দেয়
- ii. দাক্ষিণাত্য সামরিক দুর্বলতা দেখা দেয়
- iii. মুঘল সম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |            |
|------------|------------|
| ক) i ও iii | খ) i ও iii |
|------------|------------|

- |             |                |
|-------------|----------------|
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |
|-------------|----------------|

১৭৭. মুঘল সম্রাজ্যের পতনে কাজ করেছে—

(অনুধাবন)

i. শিয়াদের বিরোধিতা

ii. সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা

iii. আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
|-----------|------------|

- |             |                |
|-------------|----------------|
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |
|-------------|----------------|

১৭৮. সম্রাট বাবর তাঁর নামের সার্বকূতা প্রমাণ

করেন— (অনুধাবন)

i. সিংহের ন্যায় তেজ ছারা

ii. বাঁধের ন্যায় তেজ ছারা

iii. সাহসিকতা ছারা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
|-----------|------------|

- |             |                |
|-------------|----------------|
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |
|-------------|----------------|

১৭৯. চৌসার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল— (অনুধাবন)

i. শের খানের বিপ্লবের জন্য

ii. কুমারুনের প্রেষ্ঠাতৃ ধরে রাখার জন্য

iii. জামান মিঝীর অবরোধের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
|-----------|------------|

- |             |                |
|-------------|----------------|
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |
|-------------|----------------|

১৮০. শেরশাহের অন্যতম সংস্কার ঘটে—

(অনুধাবন)

i. ভূমি জরিপের ব্যবস্থা

ii. আশরাফি নামক ঝর্ণমুদ্রার প্রচলন

iii. Branding of Horse System চালু

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
|-----------|------------|

- |             |                |
|-------------|----------------|
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |
|-------------|----------------|

উকীপক্তি পঢ়ে ১৮১ ও ১৮২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
মজল সেনাপতি চেঁপিস খান তার সেনাবাহিনীকে  
পিরামিডের ন্যায় ক্রুম ধাপে বিন্যস্ত করে পদ ও মর্যাদার  
বিভিন্ন ধাপ সৃষ্টি করেন। কেননা সামরিক বাহিনীতে  
শৃঙ্খলা ফিরে আনার জন্য এবূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন  
হিল। [জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ]

১৮১. উকীপক্তে চেঁপিস খানের সামরিক ব্যবস্থার  
সাথে কোন মূল সম্মতির সামরিক ব্যবস্থার  
মিল আছে? (অনুধাবন)

- বাবুর  হুমায়ুন  
 আকবর  শাহজাহান

১৮২. উকীপক্তে বর্ণিত সামরিক ব্যবস্থা মূলত আমলে কী  
নামে পরিচিত হিল? (অনুধাবন)

- ইকত্তা  জায়গির  
 খালসা  মনসবদারি

উকীপক্তি পঢ়ে ১৮৩ ও ১৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।  
বর্তমান সরকার এল.জি.এস.পি প্রোগ্রামের আওতায়  
গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকটি ইউনিয়নের আওতাধীন  
গ্রামগুলোকে একটি আলাদা আলাদা প্রশাসনিক  
ইউনিটে বিভক্ত করেছেন। ফলে একদিকে গ্রামগুলোর  
উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং ইউনিয়ন পরিষদের  
কার্যক্রমেও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। [সকল বোর্ড  
২০১৫]

১৮৩. উকীপক্তে উল্লিখিত ব্যবস্থা ভাগতবর্দের কোন  
শাসক গ্রহণ করেছিলেন?

- ফিরোজ শাহ  শেরশাহ  
 ইব্রাহিম খা  ইসলাম খা

১৮৪. উত্ত শাসকের এবূপ ব্যবস্থা এছের উদ্দেশ্য  
হিল—

- i. সুস্থ শাসন প্রণয়ন  
ii. জনমজ্জল সাধন  
iii. আইন-শৃঙ্খলা নির্মাণ  
নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii  i ও iii  
 ii ও iii  i, ii ও iii

উকীপক্তি পঢ়ে ১৮৫ ও ১৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
সিংহসন আরোহণ করে ইত্তাহিম মাহমুদ তার সাম্রাজ্যে  
মুদ্রার অব্যবস্থাপনা দূর করার জন্য রৌপ্য ও রূপমুদ্রার  
প্রচলন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন মানের মুদ্রা চালু  
করেন। [আনোয়ারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম]

১৮৫. উকীপক্তে ইত্তাহিম মাহমুদের কর্মকাণ্ডের সাথে  
মুক্ত মুগ্ধের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য  
আছে? (প্রয়োগ) [আনোয়ারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,  
চট্টগ্রাম]

- বাবুর  হুমায়ুন

- শেরশাহ  আকবর

১

১৮৬. বিভিন্ন মানের মুদ্রার মধ্যে কী— (উত্তর  
দক্ষতা) [আনোয়ারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম]

- i. আধুলি  সিকি  
ii. পাচ সিকি  
iii. পাঁচ সিকি

নিচের কোনটি সঠিক?

- i  ii  
 iii  i, ii ও iii

১

অনুজ্ঞেসনি পঢ়ে ১৮৭ ও ১৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও—  
বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি গোষ্ঠীর সোক বসবাস  
করলেও বাংলা নববর্দ্ধসহ বিভিন্ন লোকজ অনুষ্ঠানগুলো  
তারা একসাথে মিলেছিলে পালন করে। রাষ্ট্র ও সরকার  
প্রধান প্রত্যেক ধর্মের-ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে একাত্মতা  
প্রকাশ করে থাকেন। এতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি  
আরও সুদৃঢ় হয়। [সকল বোর্ড ২০১৫]

১৮৭. উকীপক্তে উল্লিখিত সম্প্রতির এ সম্পর্কটি কোন  
মূল সম্মতির সময়ে বেশি দেখা গিয়েছিল?

- (অনুধাবন)  
 সম্মতি বাবুর  সম্মতি আকবর  
 সম্মতি জাহাঙ্গীর  সম্মতি আওরঙ্গজেব

১৮৮. উত্ত সম্মতির কাজের মাধ্যমে— (উত্তর দক্ষতা)

- i. তার ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়  
ii. শাসন কাজে হিন্দুদের প্রাধান্য পায়  
iii. ধর্মীয় স্বাধীনতা বৰ্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii  ii ও iii  
 ii ও iii  i, ii ও iii

১

উকীপক্তি পঢ়ে ১৮৯ ও ১৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম অন্য  
একটি ইউনিয়নের এক মেষ্ঠারের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী  
ফিরোজা কে বিবাহ করেন। ফিরোজা অত্যন্ত সুন্দরী ও  
মহিয়সী হওয়ায় চেয়ারম্যান তাঁর ক্লীভারকে পরিণত  
হন। ফিরোজাই ইউনিয়নের সকল কাজকর্ম  
পরোক্তভাবে পরিচালনা করতে থাকেন।

১৮৯. ফিরোজার মিল রয়েছে ইতিহাসের কোন নারীর  
সাথে? (প্রয়োগ)

- সুলতান রাজিয়ার  মমতাজ মহলের  
 জেনুয়েসার  নুরজাহানের

১

১৯০. উত্ত নারী পারদশিনী হিলেন— (উত্তর দক্ষতা)

- i. অশ্বারোহণে  
ii. অসি চালনায়  
iii. রণকৌশলে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii  i ও iii  
 ii ও iii  i, ii ও iii

১